তোড়লতন্ত্রম্

(মূল, বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পনী সমেত)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক
শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী, তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ
কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড্ ॥ কলিকাতা-১

তোড়লতন্ত্রম্

(মূল, বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পনী সমেত)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক
শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী, তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ
কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

মুখবন্ধ

পরমকরুণাময় পরমেশ্বরের অব্যর্থ ইচ্ছায় সানুবাদ তোড়লতন্ত্র মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থ থাকিতে এই তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য কি ? এ সম্বন্ধে কিছু না বলিলে ত্রুটি হয়, তাই এসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

মহাতন্ত্র মৎস্যসূক্ত তন্ত্রশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে বলিয়াছেন—'দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা। তথা সমস্ত-শাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্র-মনুত্তমম্'। দেবীগণের মধ্যে যেমন দুর্গা শ্রেষ্ঠা, বর্ণসমূহের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ শাস্ত্রসমূহের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ। ইহার কারণ এই যে, কলিকালে তন্ত্রোক্ত কর্মের দ্বারা শীঘ্র ফললাভ হয়। তাই মহানির্বাণতন্ত্রের দ্বিতীয় উল্লাসে উক্ত হইয়াছে—'বিনা হ্যাগমমার্গেন কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে। আগমোক্তেন বিধিনা কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ'। যদিও পরমেশ্বর জীবের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য বেদ, স্মৃতি, পুরাণাদিতে নানাবিধ পথের—কর্ম, যোগ, উপাসনা ও জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন, তথাপি কলিকালে আগমোক্ত পথ ছাড়া অন্য কোন শ্রেষ্ঠ পথ নাই। তাই আগমোক্ত বিধানে দেবতাগণের পূজা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

ইহার কারণ নির্দেশ করিতে সেইখানেই বলিয়াছেন—'কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রা সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ। শস্তাঃ কর্মসু সর্বেষু জপ-যজ্ঞ-ক্রিয়াদিষু' ॥ কলিকালে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রই প্রশস্ত। সাধকশ্রেষ্ঠ ত্রৈলিঙ্গ স্বামী, ভাস্করাচার্য্য, বামাক্ষেপা, ভবানী পুত্র রামকৃষ্ণ প্রভৃতি ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহাঁরা সকলেই তন্ত্রোক্ত পথ অবলম্বন করিয়াই অলৌকিক শক্তির অধিকারী হইয়াছেন। তাই বলিয়া সকলেই যে তন্ত্রশাস্ত্রে বা তন্ত্রোক্ত সাধনে অধিকারী, তাহা নহে। যাঁহারা আস্তিক, শুচি, ভেদজ্ঞান রহিত, জিতেন্দ্রিয়, সমস্ত প্রকার হিংসাশূন্য ও সর্বজীবের হিতকারী, তাঁহারাই ইহাতে অধিকারী। গন্ধর্বতন্ত্রে ইহাই উক্ত হইয়াছে—'আস্তিকোঽথ শুচির্দক্ষো দ্বৈতহীনো জিতেন্দ্রিয়ঃ। ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মবাদী চ ব্রহ্মী ব্রহ্মপরায়ণঃ। সর্বহিংসাবিনির্মুক্তঃ সর্বপ্রাণিহিতে রতঃ। সোঽস্মিন্ শাস্ত্রেঽধিকারী স্যাৎ তদন্যত্র ন সাধকঃ'। এইজন্য অতিপ্রাচীন কাল হইতে তন্ত্র সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সম্প্রদায় গুরুশিষ্য পরম্পরায় তন্ত্রোক্ত সাধনার উপায় নির্দেশ করিয়া আসিতেছেন। আমরা তাঁহাদের প্রদর্শিত

পথ অনুসরণ করিয়া আজও তান্ত্রিক নানাবিধ ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছি।

শ্রৌত বা স্মার্ত্ত কর্মের যেমন একটি বিহিত ক্রম আছে, তেমনি তন্ত্রোক্ত সমস্ত কর্মে একটি বিহিত ক্রম আছে। সেই ক্রমানুসারে কর্ম অনুষ্ঠিত হইলে তবেই কর্ম অভীষ্ট ফল প্রদান করে, নচেৎ করে না। অক্রমে বা যাদৃচ্ছিক ক্রমে কর্ম করিলে সে কর্ম সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়। তাই অনুষ্ঠানে ক্রমজ্ঞান একান্ত আবশ্যক।

তোড়লতন্ত্র এবিষয়ে আমাদের পথ-নির্দেশক। যেরূপ ক্রমে শিব-শক্তির আরাধনা করিতে হইবে, তাহার সম্পূর্ণরূপে সূত্রাকারে তোড়লতন্ত্রে শ্রীশ্রীশিব কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। এইজন্য এই তন্ত্রের প্রামাণ্য সমধিক। আমাদের দেশে এই তোড়ল তন্ত্রোক্ত ক্রমানুসারেই শিব-শক্তির আরাধনা হইয়া থাকে। তাই নবভারত প্রকাশনের সত্ত্বাধিকারী এই শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া এই শাস্ত্র প্রচারে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। এইজন্য তিনি সকলের ধন্যবাদার্হ। করুণাময় তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

পূর্বে এই তোড়লতন্ত্রখানি নানাস্থান হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তাহা প্রায় পাওয়া যায় না এবং ঐগুলিতে কিছু অশুদ্ধিও দেখা যায়। রণজিৎ বাবু ইহার একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের ইচ্ছায় আমার উপর ইহার সম্পাদনার ভার দিলেন। আমি কিন্তু ইহার যোগ্য অধিকারী নহি। তথাপি যথামতি সংস্কৃত কলেজের দুইখানি হস্তলিখিত পুঁথি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইখানি হস্তলিখিত পুঁথির সাহায্যে এই পুস্তকখানিকে বিশুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কতখানি কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সাধক তন্ত্রজ্ঞই বলিতে পারেন। যদি কাহারও দৃষ্টিতে ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হয় তবে তাহা অনুগ্রহপূর্বক জানাইলে পরম উপকৃত হইব। আমার ধারণা—এই তোড়লতন্ত্র দশম পটলে সম্পূর্ণ নহে, আরও পটল আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তলিখিত পুথিতে একটি শ্লোকও আছে। আরম্ভে কালী ও তারার আরাধনাক্রম বলিলেন। আর কোন বিদ্যার আরাধনা-ক্রম না বলিয়া শেষ করিলেন, ইহা সম্ভব হয় না। যদি কাহারও নিকট ইহার অধিক থাকে, তবে তিনি তাহা আমাদিগকে অনুগ্রহ-পূর্বক জানাইলে আমরা যথোচিত মূল্য দিয়া আনিয়া উহা ছাপাইয়া দিব। তাহা হইলে গ্রন্থটী রক্ষিত হইবে নচেৎ চিরতরে লুপ্ত হইয়া যাইবে। রক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় এইরূপ বহু গ্রন্থই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইতি—

আশ্রব
শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী

বিষয়-সূচী

তোড়লতন্ত্রম্

প্রথমঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

ব্রূহি মে জগতাং নাথ ! সর্ববিদ্যাময় ! প্রভো ।
মহাবিদ্যাসু[১] সর্বাসু পূজ্যাসু ভুবন-ত্রয়ে ॥ ১
এতাসাং দক্ষিণে ভাগে নানারূপঃ পিনাক-ধৃক্ ।
পৃথক্ পৃথক্ মহাদেব ! কথয়স্ব ময়ি প্রভো ॥ ২

শ্রীশিব উবাচ—

শৃণু চার্বাঙ্গি ! সুভগে ! কালিকায়াশ্চ ভৈরবম্[২] ।
মহাকালং দক্ষিণায়াঃ দক্ষ-ভাগে প্রপূজয়েৎ ॥ ৩

ভগবতী পার্বতী দেবী শ্রীশিবকে বলিলেন—হে জগন্নাথ ! হে সর্ববিদ্যাময় ! হে প্রভো ! ত্রিভুবনে পূজ্য সমস্ত মহাবিদ্যার মধ্যে প্রত্যেক মহাবিদ্যার পৃথক্ পৃথক্ পূজাবিধি আমাকে বলুন । ১

এই সকল মহাবিদ্যার দক্ষিণ দিকে নানামূর্তিধারী পিনাকধৃক্ ভৈরব আছেন । হে মহাদেব ! হে প্রভো ! আমার প্রতি কৃপাবশতঃ ইঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ পূজাবিধি বলুন । ২

---

১ মুণ্ডমালাতন্ত্রে ও কুব্জিকাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী । ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা ॥ বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা । এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ বাংলার সাধকসমাজেও ইহারাই মহাবিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ । কিন্তু মালিনীবিজয়তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—অথ বক্ষ্যাম্যহং যা যা মহাবিদ্যা মহীতলে । দোষজালৈরসংস্পৃষ্টাস্তাঃ সর্বা হি ফলৈঃ সহ । কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা । বাগ্‌বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যাঙ্গিরা পুনঃ । কামখ্যাবাসিনী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী । ইত্যাদ্যাঃ সকলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ ॥" এখানেও অন্নপূর্ণা ও দুর্গাকে মহাবিদ্যা বলা হইয়াছে । সুতরাং মহাবিদ্যা মাত্র দশটি নহে ; তাহারও অধিক ।

২ পরমেশ্বরের শক্তি এক । এই শক্তি শক্তিমান পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন নহে । উহা চন্দ্র ও চন্দ্রিকার ন্যায় অভিন্ন । তাই শারদাতিলকের টীকা পদার্থাদর্শে রাঘবভট্ট বলিয়াছেন—ন শিবেন বিনা শক্তির্ন শক্তিরহিতঃ শিবঃ । ন তত্ত্বতস্তয়োর্ভেদশ্চন্দ্র-চন্দ্রিকয়োরিব ॥ কিন্তু এই এক অভিন্না শক্তি লোকসমূহের হিতের জন্য প্রয়োজনভেদে নানা বিগ্রহ ধারণ করিয়া নানা-

মহাকালেন বৈ সার্দ্ধং দক্ষিণা রমতে সদা ।
তারায়া দক্ষিণে ভাগে অক্ষোভ্যং পরিপূজয়েৎ ॥ ৪
সমুদ্র-মথনে দেবি ! কালকূটং সমুত্থিতম্ ।
সর্ব্বে দেবাঃ সদারাশ্চ মহাক্ষোভমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৫
ক্ষোভাদি-রহিতং যস্মাৎ পীত্বা হালাহলং বিষম্ ।
অত এব মহেশানি ! অক্ষোভ্যং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
তেন সার্দ্ধং মহামায়া তারিণী রমতে সদা ॥ ৬
মহাত্রিপুরসুন্দর্য্যাঃ দক্ষিণে পূজয়েচ্ছিবম্ ।
পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রঞ্চ প্রতিবক্ত্রে সুরেশ্বরি ॥ ৭
তেন সার্দ্ধং মহাদেবী সদা কামকুতূহলা ।
অত এব মহেশানি ! পঞ্চমীতি প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৮

শ্রীশিব বলিলেন—হে মনোহরাঙ্গি ! হে সৌভাগ্যবতি ! কালকাসমূহের ভৈরবগণকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। দক্ষিণাকালীর ভৈরব মহাকাল ; দক্ষিণা-কালীর দক্ষিণভাগে তাঁহার পূজা করিবে। ৩

দক্ষিণাকালী মহাকালের সহিত সর্বদা ক্রীড়া করিতে থাকেন। তারার ভৈরব হইতেছেন অক্ষোভ্য। তারার দক্ষিণভাগে তাঁহাকে পূজা করিবে। ৪

হে দেবি ! সমুদ্রমন্থনে কালকূট নামক বিষ উত্থিত হইয়াছিল। তাহাতে পত্নীগণের সহিত সমস্ত দেবতাগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। ৫

যেহেতু তিনি সেই হলাহল বিষ পান করিয়া ক্ষোভাদি প্রাপ্ত হন নাই, এই হেতু হে মহেশ্বরি ! তিনি ত্রিলোকে অক্ষোভ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তাঁহার সহিত মহামায়া তারা সর্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ৬

মহাত্রিপুর-সুন্দরীর ভৈরব হইতেছেন শিব। তাঁহার দক্ষিণ দিকে পঞ্চবক্ত্র শিবকে পূজা করিবে। হে সুরেশ্বরি ! তাঁহার প্রতিমুখে তিনটি নেত্র আছে। ৭

মহাদেবী ত্রিপুরা স্বেচ্ছায় কৌতুকযুক্ত হইয়া তাঁহার সহিত সর্বদা ক্রীড়া

নামে অভিভূর্তা হন্। তাই মহামতি অপ্যয়দীক্ষিত শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন—একৈব শক্তিঃ পরমেশ্বরস্য ভিন্না চতুর্দ্ধা বিনিয়োগকালে। ভোগে ভবানী পুরুষে তু বিষ্ণুঃ কোপে তু কালী সমরে তু দুর্গা॥ যখন এই শক্তির রূপ ভেদ হয়, তখন শক্তিমান্ পরমেশ্বরেরও রূপভেদ ও নামভেদ হইয়া থাকে। পরমেশ্বরের সেই বিভিন্ন রূপই বিভিন্ন ভৈরব।

শ্রীমদ্ভুবনসুন্দর্য্যা দক্ষিণে ত্র্যম্বকং যজেৎ।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে যা চাদ্যা ভুবনেশ্বরী ॥ ৯
এতাসু রমতে যেন ত্র্যম্বকস্তেন কথ্যতে।
সশক্তিশ্চ সমাখ্যাতঃ সর্বতন্ত্র-প্রপূজিতঃ ॥ ১০
ভৈরব্যা দক্ষিণে ভাগে দক্ষিণামূর্ত্তি-সংজ্ঞকম্।
পূজয়েৎ পরযত্নেন পঞ্চবক্ত্রং তমেব হি ॥ ১১
ছিন্নমস্তা-দক্ষিণাংশে কবন্ধং পূজয়েচ্ছিবম্।
কবন্ধ-পূজনাদ্ দেবি! সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১২
ধূমাবতী মহাবিদ্যা বিধবারূপ-ধারিণী[৩]।
বগলায়া দক্ষভাগে একবক্ত্রং প্রপূজয়েৎ।
মহারুদ্রেতি বিখ্যাতং জগৎসংহার-কারকম্ ॥ ১৩

করিয়া থাকেন। হে মহেশ্বরি! এইজন্যই তিনি পঞ্চমী মহাবিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। ৮

যে আদ্যা মহাদেবী স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালরূপ ত্রিভুবনের ঈশ্বরী হইয়া ভুবনেশ্বরীরূপে বিরাজমানা আছেন, সেই শ্রীমদ্ভুবনেশ্বরীর ভৈরব হইতেছেন ত্র্যম্বক। তাঁহার দক্ষিণদিকে ত্র্যম্বকের পূজা করিবে। ৯

যেহেতু তিনি স্বর্গস্থ, মর্ত্ত্যস্থ ও পাতালস্থ—এই তিন অম্বার সহিত ক্রীড়া করেন, সেই হেতু তিনি ত্র্যম্বক বলিয়া কথিত হন। তিনি সকল তন্ত্রে প্রশংসিত ও সশক্তি বলিয়া প্রখ্যাত। ১০

ভৈরবীর ভৈরব হইতেছেন দক্ষিণামূর্তি। ভৈরবীর দক্ষিণদিকে সেই দক্ষিণামূর্তিনামক পঞ্চবক্ত্র শিবকে পরম যত্নের সহিত পূজা করিবে। ১১

ছিন্নমস্তার ভৈরব হইতেছেন কবন্ধ। ছিন্নমস্তার দক্ষিণ দিকে কবন্ধ নামক শিবকে পূজা করিবে। হে দেবি! কবন্ধের পূজা হইতে সাধক সমস্ত সিদ্ধির অধিপতি হইতে পারেন। ১২

---

৩ নারদপঞ্চরাত্রের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ধূমাবতীর বিধবামূর্ত্তি-ধারণের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে উক্ত হইয়াছে—পার্বতী ক্ষুধায় পীড়িতা হইয়া সদাশিবকে ভক্ষ্য বস্তু চাহিলে শিব কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পার্বতী পুনরায় খাদ্য দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে শিব পূর্ববৎ অপেক্ষা করিতে বলিলেন। পার্বতী অপেক্ষা করিতে না পারিয়া নিজ পতিকে মুখে নিক্ষেপ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার দেহ হইতে,

মাতঙ্গী-দক্ষিণাংশে চ মতঙ্গং পূজয়েচ্ছিবম্ ।
তমেব দক্ষিণামূর্ত্তিং জগদানন্দ-রূপকম্ ॥ ১৪
কমলায়াঃ দক্ষিণাংশে বিষ্ণুরূপং সদাশিবম্ ।
পূজয়েৎ পরমেশানি স সিদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৫
পূজয়েদন্নপূর্ণায়া দক্ষিণে ব্রহ্মরূপকম্ ।
মহামোক্ষপ্রদং দেবং দশবক্ত্রং মহেশ্বরম্ ॥ ১৬
দুর্গায়া দক্ষিণে দেশে নারদং পরিপূজয়েৎ ।
নাকারঃ সৃষ্টিকর্ত্তা চ দকারঃ পালকঃ সদা ।
রেফঃ সংহাররূপত্বান্নারদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৭

মহাবিদ্যা ধূমাবতী বিধবা না হইয়াও বিধবার মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। ইনিই বগলা। ইঁহার ভৈরব হইতেছেন একবক্ত্র। বগলার দক্ষিণ দিকে একবক্ত্র শিবকে পূজা করিবে। এই একবক্ত্র জগতের সংহারক হইয়া মহারুদ্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ১৩

মাতঙ্গীর ভৈরব হইতেছেন মতঙ্গ। মাতঙ্গীর দক্ষিণ দিকে মতঙ্গ নামক শিবকে পূজা করিবে। তাঁহাকেই জগতের আনন্দরূপ দক্ষিণামূর্তি বলিয়া জানিবে। ১৪

কমলার ভৈরব হইতেছেন বিষ্ণুরূপ সদাশিব। কমলার দক্ষিণভাগে বিষ্ণুরূপ সদাশিবকে পূজা করিবে। হে পরমেশ্বরি! যে পূজা করিবে, সে সিদ্ধ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ১৫

অন্নপূর্ণার ভৈরব হইতেছেন দশবক্ত্র মহেশ্বর। অন্নপূর্ণার দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মরূপ মহামোক্ষপ্রদ তেজঃস্বরূপ দশবক্ত্র মহেশ্বরকে পূজা করিবে। ১৬

দুর্গার ভৈরব নারদ। দুর্গার দক্ষিণ দিকে ভৈরব নারদের পূজা করিবে। এস্থলে নারদের নাকারের অর্থ সৃষ্টিকর্তা, দকারের অর্থ সর্বদা পালনকর্তা, রকার সংহার রূপ বলিয়া ইনি নারদ নামে কীর্তিত হইয়াছেন অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কর্তা, তিনিই নারদ। ইহাই নারদ শব্দের যোগার্থ। ১৭

ধূম্ররাশি উত্থিত হইতে লাগিল। সেই ধূম্ররাশি হইতে যে মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল, তাঁহার নাম ধূমাবতী। ইনিই বগলামুখী। ইনি পতিহন্ত্রী বলিয়া শিব ইঁহাকে সধবার চিহ্ন সকল ত্যাগ করিয়া বিধবার চিহ্ন ধারণ করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া ইনি বিধবা-মূর্ত্তি-ধারিণী। শক্তি ও শক্তিমানের গুণ প্রধান ভাব আছে, কিন্তু বিনাশ নাই। তাই ইনি সধবা হইয়াও বিধবা।

অন্যাসু সর্ববিদ্যাসু ঋষির্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
স এব তস্যা ভর্ত্তা চ দক্ষভাগে প্রপূজয়েৎ॥ ১৮

শ্রীদেব্যুবাচ—

যা চাদ্যা পরমা বিদ্যা দ্বিতীয়া ভৈরবী পরা।
ত্রৈলোক্য-জননী নিত্যা সা কথং শববাহনা[৪]॥ ১৯

শ্রীশিব উবাচ—

যা চাদ্যা পরমেশানি! স্বয়ং কালস্বরূপিণী।
শ্রীশিবস্য হৃদম্ভোজে স্থিতা সংহাররূপিণী॥ ২০

অন্যান্য সমস্ত বিদ্যার যিনি ঋষি বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন, তিনিই সেই বিদ্যার স্বামী। সেই বিদ্যার দক্ষিণভাগে তাঁহার পূজা করিবে। ১৮

শ্রীগৌরীদেবী বলিলেন—যে প্রথমা মহাবিদ্যা দক্ষিণাকালী এবং দ্বিতীয়া মহাভৈরবী তারা, তাঁহারা ত্রিলোকের জননী ও নিত্যা, তাঁহারা কিরূপে শববাহনা হইলেন? ১৯

শ্রীশিব বলিলেন—হে পরমেশ্বরি। এই যে আদ্যাশক্তি কালী, তিনি স্বয়ং কালস্বরূপিণী। তিনি শ্রীশিবের হৃৎপদ্মে সংহারিণীরূপে অবস্থান করিতেছেন। ২০

---

৪ জীবদেহের অভ্যন্তরে যতক্ষণ প্রাণশক্তি থাকে, ততক্ষণ জীব কর্তা। জীবদেহ হইতে প্রাণশক্তি চলিয়া গেলে ঐ দেহ যেরূপ শবদেহে পরিণত হয়, তদ্রূপ নিরাকার পরমেশ্বরের লীলা গৃহীত দেহের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মরূপে শক্তি বিরাজমান থাকিলে পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কর্ত্তা হইয়া থাকেন। তাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আনন্দলহরীতে বলিয়াছেন—শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি। সুভগোদয়েও উক্ত হইয়াছে—পরোঽপি শক্তিরহিতঃ শক্তঃ কর্ত্তুং ন কিঞ্চন। শক্তঃ স্যাৎ পরমেশানি! শক্ত্যা যুক্তো ভবেদ্ যদি॥ কিন্তু এই শক্তি যখন ব্যক্তরূপে বিগ্রহবতী হইয়া বাহিরে আবির্ভূতা হন, তখন পরমেশ্বরের মধ্যে শক্তি কার্য্য করেন না বলিয়া পরমেশ্বর শবরূপে পরিণত হন। জীব-দেহের শক্তি যেমন ঐ দেহকে একেবারে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। পরমেশ্বরের শক্তি কিন্তু জীবের প্রাণশক্তির ন্যায় পরমেশ্বরকে একেবারে ত্যাগ করিয়া যান না, শিবের বহির্ভাগে অবস্থান করেন। তাই দেবী শববাহনা।

অত এব মহাকালো জগৎ-সংহার-কারকঃ।
সংহার-রূপিণী কালী যদা ব্যক্ত-স্বরূপিণী ॥ ২১
তদৈব সহসা দেবি! শবরূপঃ সদাশিবঃ।
তৎক্ষণাৎ চঞ্চলাপাঙ্গি! সা দেবী শববাহনা ॥ ২২

শ্রীদেব্যুবাচ—

শবরূপো মহাদেব! মৃতদেহঃ সদাশিবঃ।
মৃতদেহো মহাদেবঃ সলীলো বা কথং নহি ॥ ২৩

শ্রীশিব উবাচ—

যস্মিন্ ব্যক্তা মহাকালী শক্তিহীনঃ সদাশিবঃ।
শক্ত্যা যুক্তো যদা দেবী তদৈব শিবরূপকঃ।
শক্তিহীনে শবঃ সাক্ষাৎ পুরুষত্বং ন মুঞ্চতি ॥ ২৪

ইতি তোড়লতন্ত্রে সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে হরগৌরী-সংবাদে প্রথমঃ পটলঃ।

এইজন্যই মহাকাল জগতের সংহারক হইয়াছেন। সেই সংহাররূপিণী কালী যখন মূর্তি ধারণ করিয়া ব্যক্তরূপে (স্থূলরূপে) বহির্গত হন। ২১

তখনই হে দেবি! সদাশিব সহসা শবরূপ হইয়া যান। হে চঞ্চলাপাঙ্গি! তখনই দেবী শববাহনা হইয়া থাকেন। ২২

শ্রীগৌরীদেবী বলিলেন—হে মহাদেব! যদি সদাশিব শবরূপ মৃতদেহ হন, তবে মৃতদেহরূপ মহাদেব কেনই বা লীলাযুক্ত হন না? ২৩

শ্রীশিব বলিলেন—যে সময়ে মহাকালী স্থূলরূপে আবির্ভূতা হন, সেই সময়ে সদাশিব শক্তিহীন হইয়া পড়েন। যখন শক্তিযুক্ত হন অর্থাৎ যখন হৃদয়ে শক্তি অবস্থান করেন, তখনই তিনি শিবস্বরূপ জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কর্তা। শক্তিহীন হইলেই সাক্ষাৎ শবস্বরূপ হইয়া থাকেন, কিন্তু পুরুষত্বকে (শক্তিকে) একেবারে ত্যাগ করেন না। ২৪

হরপার্বতীসংবাদ স্বরূপ সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তম তোড়লতন্ত্রের প্রথম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

শ্রীশিব উবাচ—

শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি যোগসারং সমাসতঃ ।
ঊর্দ্ধ্বমূলমধঃ-শাখং বৃক্ষাকারং কলেবরম্ ॥ ১
ব্রহ্মাণ্ডে যানি তীর্থানি তানি সন্তি কলেবরে[1] ।
বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ডং যদ্রূপং তদ্রূপং ক্ষুদ্ররূপকম্ ॥ ২
ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্ততে তীর্থং সার্দ্ধকোটি-ত্রয়াত্মকম্ ।
দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি প্রকাশং বীরবন্দিতে ॥ ৩
চতুর্দশং[2] তু তন্মধ্যে তন্মধ্যে ত্রিতয়ং শুভম্ ।
তন্মধ্যে পরমেশানি ! মহাধীরা চ মুক্তিদা ॥ ৪

শ্রীশিব বলিলেন—হে দেবি! আমি সংক্ষেপে যোগের সার কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই দেহটি বৃক্ষের সদৃশ ঊর্দ্ধ্বমূল ও অধঃশাখ অর্থাৎ বৃক্ষের ঊর্দ্ধ্ব অর্থাৎ উৎকৃষ্ট অংশটি মস্তক মূল (প্রধান) বলিয়া বৃক্ষ যেরূপ ঊর্দ্ধ্বমূল, এই দেহের ঊর্দ্ধ্ব উৎকৃষ্ট অংশ মস্তকটি মূল (প্রধান) বলিয়া দেহটিও ঊর্দ্ধ্বমূল। বৃক্ষের স্কন্ধ হইতে যেমন শাখা বাহির হয় বলিয়া বৃক্ষটি অধঃশাখ, তেমনি দেহের স্কন্ধ হইতে শাখারূপ হস্তপাদাদির আবির্ভাব হয় বলিয়া দেহটিও অধঃশাখ। ১

ব্রহ্মাণ্ডে যে-সমস্ত তীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থ দেহেও আছে। এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডটি যাদৃশ, এই ক্ষুদ্রাকার দেহ-ব্রহ্মাণ্ডটিও তাদৃশ। ২

এই ব্রহ্মাণ্ডে সাড়ে তিন কোটি তীর্থ আছে। হে বীরবন্দিতে! তাহার মধ্যে বাহাত্তর হাজার দেখা যায়॥ ৩

এই বাহাত্তর হাজারের মধ্যে ১৪টী শুভ। এই চৌদ্দটির মধ্যে আবার তিনটি শুভ। হে পরমেশ্বরি! তাহার মধ্যে মহাধীরা হইতেছেন মুক্তিদায়িনী। ৪

১ পঞ্চদশ প্রকার রাজযোগের মধ্যে জ্ঞানযোগ দ্বিতীয়। নিজদেহের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের যে ভাবনা, তাহাই জ্ঞানযোগ। এই ভাবনার জন্যই তন্ত্রে দেহমধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতি বর্ণিত হইয়াছে। তাই যোগস্বরোদয়ে কথিত হইয়াছে—

নবচক্রং ষড়াধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকম্ ।
স্বদেহে যো ন জানাতি স যোগী নামধারকঃ ॥

২ শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে উক্ত হইয়াছে—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা, কুহূ, ও শঙ্খিনী—এই দশটি নাড়ী প্রধান। কিন্তু প্রাণতোষিণী ধৃত

বাসুকী যা মহামায়া ভুজগাকাররূপিণী।
সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা পাতালতলবাসিনী ॥ ৫
সপ্ত স্বর্গং[৩] পরেশানি! ক্রমেণ শৃণু সাদরম্।
ভূলোকঞ্চ ভুবো লোকং স্বর্লোকং মহসন্তথা ॥ ৬
জনো লোকং তপশ্চৈব সত্যলোকং বরাননে!
সপ্ত স্বর্গমিদং ভদ্রে! পাতালং[৪] শৃণু যত্নতঃ ॥ ৭
অতলং বিতলং চৈব সুতলঞ্চ তলাতলম্।
মহাতলং চ পাতালং রসাতলমতঃ পরম্ ॥ ৮
রসাতলাচ্চ সত্যান্তং মহাধীরা প্রতিষ্ঠিতা।
মেরুমধ্যস্থিতা নাড়ী মহাধীরা চ মুক্তিদা ॥ ৯

যে বাসুকী সার্দ্ধ তিনটি বলয়যুক্ত হইয়া পাতালের তলদেশে বাস করেন, এই সর্পরূপিণী মহামায়াও তদ্রূপ সাড়ে তিনটি বলয়যুক্ত হইয়া পাতালতলে বাস করেন। ৫

হে পরমেশ্বরি! আদরের সহিত ক্রমে ক্রমে সাতটি স্বর্গ শ্রবণ কর। ভূলোক ভুবলোক, স্বর্গলোক, মহলোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোক—হে বরাননে! এইগুলি হইতেছে সপ্ত স্বর্গ। হে ভদ্রে! যত্নপূর্বক পাতাল শ্রবণ কর। ৬-৭

অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, পাতাল, ইহার পর রসাতল। এই সাতটি পাতাল ॥ ৮

রসাতল হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত মহাধীরা নাড়ী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মেরুদণ্ডের মধ্যভাগস্থিতা নাড়ীই মহাধীরা, ইনি মুক্তিদায়িনী ॥ ৯

তন্ত্রবচনে উক্ত হইয়াছে—তাশ্চ ভূরিতরাস্তাসু মুখ্যাঃ প্রোক্তাশ্চতুর্দশ। সুষুম্নেড়া পিঙ্গলা চ কুহূরথ সরস্বতী। গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ রাবণা চ যশস্বিনী। বিশ্বোদরী শঙ্খিনী চ ততঃ পূষা পয়স্বিনী। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যের প্রথমাধ্যায়েও এই চৌদ্দটি নাড়ীকে প্রধান বলা হইয়াছে এবং ইহারা দেহের কোন স্থানে অবস্থিত, তাহাও সেইখানে বলা হইয়াছে।

৩ এই দেহের বাহিরে যেমন সাতটি স্বর্গ ও সাতটি পাতাল ও সাতটি দ্বীপ ও সাতটি সাগর আছে, তদ্রূপ দেহের মধ্যেও এইগুলি আছে। নাভিদেশে ভূর্লোক, হৃদয়ে ভুবর্লোক, কণ্ঠদেশে স্বর্লোক চক্ষুদ্বয়ে মহর্লোক, ভ্রূদ্বয়ে জনলোক, ললাটে তপোলোক ও সহস্রারে সত্যলোক বিদ্যমান।

৪ পাদের অধোভাগে অতল, ঊর্দ্ধভাগে বিতল, জানুদ্বয়ে সুতল, সন্ধিরন্ধ্রে তল, গুদমধ্যে তলাতল, লিঙ্গমূলে রসাতল এবং পাদের অগ্রভাগ ও কটির সন্ধিস্থলে পাতাল বিদ্যমান। এ সম্বন্ধে অধিক কথা শাক্তানন্দতরঙ্গিনীর প্রথমোল্লাসে দ্রষ্টব্য।

সত্যকেন মহাবিষ্ণুং শিবং ব্রহ্মাণ্ড-সংজ্ঞকম্ ।
তস্য সন্দর্শনার্থায় বাসুকী ব্যাকুলা সদা ॥ ১০
স্বর্গষট্‌কং ভেদয়িত্বা উত্থিতা বাসুকী যদা ।
সর্বাঃ সমুদ্রগামিন্য উর্ধ্বস্রোতা ভবন্তি হি ॥ ১১
এবং ক্রমেণ দেবেশি ! শরীরে নাড়য়ঃ স্থিতাঃ ।
ঈড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না মধ্যবর্ত্তিনী ॥ ১২
নাড়ীদ্বয়েন দেবেশি ! সমীরং পূরয়েদ্ যদি ।
ততস্তু প্রাণমন্ত্রেণ কুণ্ডলী চ ক্রমং চরেৎ ॥ ১৩
সহস্রারে মহাপদ্মে নিত্যে চাব্যয়-পঙ্কজে ।
ত্রাসযুক্তা কুণ্ডলিনী প্রবিশেন্নিত্য-মন্দিরম্ ॥ ১৪
সর্বাঃ পাতাল-গামিন্য উর্ধ্বস্রোতা ভবতি হি ।
এতস্মিন্ সময়ে দেবি ! বর্ণমালাং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৫
অষ্টোত্তরশতং মূলমন্ত্রং জ্ঞানেন সংজপেৎ ।
আনয়েৎ তেন মার্গেণ মূলাধারে পুনঃ সুধীঃ ।
ষট্‌চক্র-দেবতাস্তত্র সন্তর্প্যামৃত-ধারয়া ॥ ১৬

সত্যলোকে ব্রহ্মাণ্ডসদৃশ মহাবিষ্ণু শিবকে চিন্তা করিবে। কুলকুণ্ডলিনী বাসুকী সর্বদা তাঁহার দর্শনের জন্য ব্যাকুল ॥ ১০

যখন বাসুকী ষট্‌স্বর্গরূপ ছয়টি চক্র ভেদ করিয়া উত্থিত হন, তখন সমস্ত নাড়ী উর্ধ্বদেশে প্রবাহিত হয় ॥ ১১

হে দেবেশি ! (মেরুদণ্ডের বামে) ইড়া, (মেরুদণ্ডের দক্ষিণে) পিঙ্গলা, মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্না অবস্থিত। এই ক্রমে শরীরে নাড়ীসকল অবস্থিত আছে ॥ ১২

হে দেবেশি ! যদি দুইটি নাড়ী দ্বারা প্রাণমন্ত্রে (সোঽহং মন্ত্রে) বায়ু পূরণ কর, তাহা হইলে কুণ্ডলিনী ক্রমে ক্রমে গমন করেন। ১৩

কুণ্ডলিনী ভীতা হইয়া অব্যয় পঙ্কজস্বরূপ নিত্য সহস্রার মহাপদ্মে নিত্য মন্দিরে প্রবেশ করেন। ১৪

সেই সময়ে সমস্ত পাতালগামিনী নাড়ী উর্ধ্বমুখে প্রবাহিতা হন। হে দেবি ! এই সময়ে বর্ণমালা চিন্তা করিবে। ১৫

তাহার পর মনের দ্বারা ১০৮ একশত আট বার মূলমন্ত্র জপ করিবে।

অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি যোনিমুদ্রাসনং প্রিয়ে !
উপবিশ্যাসনে মন্ত্রী প্রাঙ্‌মুখো বাপ্যুদঙ্‌মুখঃ ॥
জানুদ্বয়ং করাভ্যাঞ্চ প্রকুর্য্যাদ্ দৃঢ়বন্ধনম্ ॥ ১৭
ঋজুকায়েন দেবেশি ! আজানু নাসিকাং নয়েৎ ।
প্রাণমন্ত্রেণ দেবেশি ! সমীরং বহুযত্নতঃ ।
পূরয়েৎ পরমেশানি ! কিঞ্চিদ্ বায়ুং ন রেচয়েৎ ॥ ১৮
ঋজুকায়ং পরেশানি ! বিপরীতং প্রযত্নতঃ ।
পূর্বোক্তেনৈব বিধিনা অষ্টোত্তর-শতং জপেৎ ॥ ১৯
ষট্‌চক্র-দেবতাস্তত্র সন্তর্প্যামৃত-ধারয়া ।
আনয়েৎ তেন মার্গেণ মূলাধারে বরাননে ! ॥ ২০
অশেষ-রোগ-শমনং যোনিমুদ্রাসনং প্রিয়ে ! ।
বহু কিং কথ্যতে দেবি ! মহাব্যাধি-বিনাশনম্ ॥ ২১

সেইখানে অমৃত ধারা দ্বারা ষট্‌চক্রদেবতাকে তর্পণ করিয়া সাধক সেই পথে পুনরায় কুণ্ডলিনীকে মূলাধারে আনয়ন করিবে। ১৬

হে প্রিয়ে ! অনন্তর অন্যরূপ যোনিমুদ্রাসন বলিতেছি, শ্রবণ কর। সাধক পূর্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া আসনে উপবেশন করিয়া দুই বাহু দ্বারা দুইটি জানু দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে। ১৭

হে দেবেশি ! ঋজুদেহ দ্বারা জানু পর্যন্ত নাসিকাকে লইয়া যাইবে। হে দেবেশি ! বহুযত্ন করিয়া প্রাণমন্ত্রের দ্বারা বায়ু পূরণ করিবে। হে পরমেশ্বরি ! একটুও বায়ু রেচন করিবে না। ১৮

হে পরমেশ্বরি ! ঋজুদেহে পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে যত্নপূর্বক বিপরীতক্রমে ১০৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিবে। ১৯

হে বরাননে ! সেইখানে অমৃতধারা দ্বারা ষট্‌চক্র দেবতার তর্পণ করিয়া সেই পথে মূলাধারে কুণ্ডলিনীকে আনয়ন করিবে। ২০

হে প্রিয়ে ! এই যোনি-মুদ্রাসন নানাবিধ রোগের উপশমকারক। হে দেবি ! অধিক আর কি বলিব, ইহা মহাব্যাধির বিনাশক। ২১

বহু কিং কথ্যতে দেবি ! মন্ত্র-চৈতন্য-কারণম্ ।
আত্মসাক্ষাৎকরী মুদ্রা মহামোক্ষপ্রদায়িনী ॥ ২২
শতবক্ত্রং যদি ভবেৎ তদা বক্তুং ন শক্যতে ॥
পঞ্চবক্ত্রেণ দেবেশি ! কিং ময়া কথ্যতেঽধুনা ।
কুণ্ডরোগ-বিশিষ্টোঽপি স ভবেৎ কামরূপকঃ ॥ ২৩

ইতি তোড়লতন্ত্রে হরপার্বতীসংবাদে সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ।

হে দেবি ! অধিক আর কি বলিব, ইহা মন্ত্রচৈতন্যের হেতু। এই আত্ম-সাক্ষাৎকরী মুদ্রা মহামোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। ২২

যদি আমি শতমুখ হইতাম, তাহা হইলেও ইহার মহিমা বলিতে পারিতাম না। হে দেবেশি ! এখন এই পাঁচটি মুখের দ্বারা আর কতটুকু বলিতে পারি। কুণ্ডরোগ-বিশিষ্ট ব্যক্তিও ইহার প্রভাবে কামদেবের ন্যায় রূপবান্ হয়। ২৩

হরপার্বতী সংবাদ-রূপ সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তম তোড়লতন্ত্রের দ্বিতীয় পটলের অনুবাদ সমাপ্ত। ২

তৃতীয়ঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

দেবদেব! মহাদেব! সংসারার্ণব-তারক!
বদ্ধযোনিং মহামুদ্রাং কথয়স্ব দয়ানিধে! ॥ ১

শ্রীশিব উবাচ—

শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি বদ্ধযোনিং সমাসতঃ।
উপবিশ্যাসনে মন্ত্রী প্রাঙ্‌মুখো বাপ্যুদঙ্‌মুখঃ।
গুদচ্ছিদ্রে মহেশানি! স্বলিঙ্গাগ্রং নিবেশয়েৎ ॥ ২
শ্রোত্রে চৈব তথা নেত্রে নাসায়াঞ্চ তথা মুখে।
অঙ্গুষ্ঠাদি মহেশানি! ক্রমেণ যোজয়েৎ সুধীঃ ॥ ৩
নাসিকায়াং মুখে চৈব সমীরং বহুযত্নতঃ।
পূরয়েৎ পরমেশানি! কিঞ্চিদপি ন রেচয়েৎ ॥ ৪
শব্দ-প্রত্যক্ষতাং কৃত্বা বর্ণমালাং বিচিন্তয়েৎ।
অষ্টোত্তর-শতং মূল-মন্ত্রং তু প্রজপেৎ সুধীঃ ॥ ৫

শ্রীগৌরীদেবী বলিলেন—হে দেবদেব মহাদেব! হে সংসার-সমুদ্রের তারক! হে দয়ানিধে! আপনি আমাকে বদ্ধযোনি নামক মহামুদ্রা বলুন। ১

শ্রীশিব বলিলেন—হে দেবি! আমি সংক্ষেপে বদ্ধযোনিমুদ্রা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সাধক পূর্বমুখ হইয়া বা উত্তর মুখ হইয়া আসনে উপবেশন করিয়া গুহ্যদেশের (মলদ্বারের) ছিদ্রে নিজের লিঙ্গের অগ্রদেশ স্থাপন করিবে। ২

হে মহেশানি! সাধক সেইরূপ শ্রোত্র, নেত্র, নাসিকা ও মুখে যথাক্রমে অঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গুলিগুলি সংযুক্ত করিবে। ৩

হে পরমেশ্বরি! তাহার পর নাসিকা ও মুখে অত্যন্ত যত্নপূর্বক বায়ু পূরণ করিবে। একটুও বায়ু বাহিরে বাহির করিবে না। ৪

নাদ শব্দ প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ণমালার ধ্যান করিবে। তাহার পর সাধক কিন্তু ১০৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিবে। ৫

সোঽহং-মন্ত্রেণ দেবেশি ! আনয়েৎ তেন বর্ত্মনা ।
ষট্চক্র-দেবতাস্তত্র সন্তর্প্যামৃত-ধারয়া ।
কৃতে ফলং মহেশানি ! কথয়িষ্যামি তেঽনঘে ! ॥ ৬

শ্রীদেব্যুবাচ—

বদ ঈশান ! সর্বজ্ঞ ! সর্বতত্ত্ববিদাং-বর ! ।
মন্ত্রমার্গঞ্চ দেবেশি ! কালিকায়াঃ সুদুর্লভম্ ॥ ৭

শ্রীশিব উবাচ—

শৃণু দেবি ! সদানন্দে ! কালিকামন্ত্রমুত্তমম্ ।
যস্যাঃ প্রসঙ্গমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ৮
শিবাদ্যং বিন্দুনাদাঢ্যং বামনেত্রাগ্নি-সংযুতম্ ।
সিদ্ধবিদ্যা ত্বিয়ং ভদ্রে ! বিদ্যারাজ্ঞী সুদুর্লভা ॥ ৯
ইদং বীজত্রয়ং চাদ্যং গগনং বিন্দু-ভূষিতম্ ।
বামশ্রবণ-সংযুক্তং দ্বন্দ্বঞ্চাপরকং শৃণু ॥ ১০

হে দেবেশি ! তাহার পর সেইখানে ষট্‌চক্রদেবতাকে সহস্রারপদ্ম নিঃসৃত অমৃতধারা দ্বারা তর্পণ করিয়া সোঽহং মন্ত্রের দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী-দেবীকে সেই পথে আনয়ন করিবে। হে মহেশ্বরি ! হে অনঘে ! এইরূপ করিলে যে ফল হয়, তাহা বলিব। ৬

শ্রীগৌরীদেবী বলিলেন—হে ঈশান ! হে সর্বজ্ঞ। হে সর্বতত্ত্ববিৎশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমাকে সুরেশ্বরী কালিকার সুদুর্লভ মন্ত্র-পদ্ধতি বলুন। ৭

শ্রীশিব বলিলেন—হে দেবি ! হে সদানন্দে ! উত্তম কালিকা-মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহার সম্বন্ধমাত্রের দ্বারা মনুষ্য জীবন্মুক্ত হইতে পারে। ৮

প্রথমে শিবাদ্য—ককার বীজ, উহাকে বামনেত্র (ঈ) ও অগ্নি (র) যুক্ত করিয়া বিন্দুনাদ (ঁ) যুক্ত করিবে। ইহাতে কালিকার একাক্ষর মন্ত্র ক্রীঁ হইবে। হে ভদ্রে ! এই বিদ্যাটি সিদ্ধবিদ্যা। উহা সুদুর্লভ এবং বিদ্যাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ৯

হে দেবি ! কালিকার অপর মন্ত্র শ্রবণ কর। প্রথমে এই বীজ (ক্রীঁ বীজ) তিনটি, পরে বিন্দু (ঁ) ভূষিত ও বামশ্রবণ (উ) সংযুক্ত গগনবীজ (হ) দুইটি।

ঈশানং বহ্নি-সংযুক্তং বামনেত্রেন্দু-সংযুতম্ ।
দ্বিতয়ং পরমেশানি ! সম্বোধন-পদং ততঃ ॥ ১১
পুনর্বীজ-ত্রয়ং কূর্চং মায়াদ্বন্দ্বঞ্চ ঠদ্বয়ম্ ।
দ্বাবিংশত্যক্ষরং মন্ত্রং বিদ্যা বহ্নি-সুদুর্লভা ॥ ১২
বাগ্‌ভবাদ্যা মহাবিদ্যা শ্রীকালী-দেবতা স্মৃতা ।
প্রণবাদ্যা মহাবিদ্যা দেবতা সিদ্ধি-কালিকা ॥ ১৩
নিজবীজ-দ্বয়ং কূর্চ-বীজৈকং পরমেশ্বরি ! ।
ত্র্যক্ষরী পরমা বিদ্যা চামুণ্ডা কালিকা স্মৃতা ॥ ১৪
এতস্যাঃ সদৃশী বিদ্যা সিদ্ধিদা নাস্তি সুন্দরি ! ।
যথা ষড়ক্ষরী বিদ্যা তথা বিদ্যা চ ত্র্যক্ষরী ॥ ১৫
নিজ-বীজত্রয়ং ভদ্রে ! শ্মশানকালিকে ! ততঃ ।
পুনর্বীজ-ত্রয়ং ভদ্রে ! বহ্নিকান্তাং সমুচ্চরেৎ ॥ ১৬

তাহার পর বহ্নি (র) সংযুক্ত ও বামনেত্র (ঈ) ভূষিত ঈশান দুইটি (হ-কার দুইটি) অর্থাৎ হ্রীং হ্রীং দুইটি, তাহার পর কালিকার সম্বোধন পদ (দক্ষিণে কালিকে !), তাহার পর পুনরায় বীজ তিনটি (ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ) । তাহার পর দুইটি কূর্চবীজ (হূঁ হূঁ), তাহার পর দুইটি মায়াবীজ (হ্রীঁ হ্রীঁ), তাহার পর ঠদ্বয় (স্বাহা) । ইহা কালিকার দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্র—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীং দক্ষিণে কালিকে । ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। ইহা অগ্নিদেবতারও সুদুর্লভ বিদ্যা । ১০-১২

এই মহাবিদ্যা কালিকামন্ত্রের আদিতে বাগ্‌ভববীজ (ঐঁ) থাকিলে, ঐ মহাবিদ্যা শ্রীকালী দেবতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন । আর প্রণব (ওঁ) আদিতে থাকিলে এই মহাবিদ্যা সিদ্ধকালী দেবতা বলিয়া কথিত হন । ১৩

হে পরমেশ্বরি ! দুইটি নিজ বীজ অর্থাৎ কালিকার বীজ (ক্রীঁ) দুইটি, একটি কূর্চবীজ (হূঁ), এই ত্র্যক্ষরী মহাবিদ্যা (ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ) চামুণ্ডা কালিকা বলিয়া কথিত হন । ১৪

হে সুন্দরি ! এই মহাবিদ্যার তুল্য সিদ্ধিপ্রদা বিদ্যা আর নাই । ষড়ক্ষরী (ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ফট্ স্বাহা) বিদ্যা যেরূপ সিদ্ধিদা, ত্র্যক্ষরী বিদ্যাও সেইরূপ সিদ্ধিদা । ১৫

হে ভদ্রে ! নিজের বীজ (ক্রীঁ) তিনটি, তাহার পর শ্মশানকালিকে পদ, হে ভদ্রে ! পুনরায় নিজের বীজ তিনটি, তাহার পর বহ্নিকান্তা (স্বাহা)

চতুর্দশাক্ষরী বিদ্যা ত্রিষু লোকেষু পূজিতা।
দক্ষিণা কালিকা সিদ্ধ-কালিকা গুহ্য-কালিকা ॥ ১৭
শ্রীকালিকা ভদ্রকালী-চামুণ্ডা কালিকা পরা।
শ্মশানকালিকা দেবী! মহাকালীতি চাষ্টধা[৫] ॥ ১৮
নিজবীজং মহেশানি! সম্বোধন-পদং ততঃ।
পুনশ্চ কালিকা-বীজং ততো বহ্নিবধূং ন্যসেৎ॥
ইতি চাষ্টবিধং মন্ত্রং সর্বতন্ত্রেষু গোপিতম ॥ ১৯

শ্রীদেব্যুবাচ—

শ্রুতং মহাকালিকায়াঃ মন্ত্রং পরমগোপনম্।
তারায়া মন্ত্ররাজস্তু শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ২০
যস্যাঃ প্রসাদমাত্রেণ ভবাব্ধৌ ন নিমজ্জতি।
তন্মন্ত্রং বদ ঈশান! যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি ॥ ২১

উচ্চারণ করিবে। তাহাতে মন্ত্রটি হইবে—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ শ্মশানকালিকে! ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা। ১৬

এই চতুর্দশাক্ষরী বিদ্যা তিন লোকেই পূজিতা হইয়া থাকেন। দক্ষিণা-কালী, সিদ্ধকালী, গুহ্যকালী, শ্রীকালী, ভদ্রকালী, চামুণ্ডাকালী, শ্মশানকালী ও মহাকালী, হে দেবি! কালী এই আট প্রকার। ১৭-১৮

হে মহেশানি! নিজের বীজ (ক্রীঁ), তাহার পর কালিকার সম্বোধন পদ, তাহার পর কালিকার বীজ (ক্রীঁ) তাহার পর বহ্নিজায়ার (স্বাহা) নিবেশ করিবে। তাহাতে মন্ত্রটি হইবে ক্রীং কালিকে! ক্রীং স্বাহা। এই আট প্রকার মন্ত্র সমস্ত তন্ত্রেই গুপ্ত আছে। ১৯

শ্রীগৌরী দেবি বলিলেন—পরম গোপনীয় মহাকালিকার মন্ত্র শ্রবণ করিলাম। সম্প্রতি তারার শ্রেষ্ঠ মন্ত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ২০

যাঁহার প্রসাদমাত্রে জীব সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয় না। হে ঈশান! যদি আমার প্রতি আপনার স্নেহ থাকে, তবে সেই তারার মন্ত্র আমাকে বলুন। ২১

---

৫ এই আটপ্রকার কালী ছাড়া আরও কালীর রূপ ভেদ আছে। চিদ্‌গগনচন্দ্রিকার ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীশিব উবাচ—

চন্দ্রবীজং সমুচ্চার্য্য আদ্যং বহ্নি-সমাগতম্ ।
বামনেত্রেন্দু-সংযুক্তং মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে ।
একাক্ষরী মহাবিদ্যা ত্রিষু লোকেষু পূজিতা ॥ ২২
ঈশানং বিন্দু-সংযুক্তং বামকর্ণ-বিভূষিতম্ ।
একাক্ষরী মহাবিদ্যা মন্ত্ররাজ-দ্বিতীয়কম্ ॥ ২৩
শিবং বহ্নি-সমারূঢ়ং বামনেত্রেন্দু-সংযুতম্ ।
আদ্য-বীজং দ্বিতীয়ঞ্চ অস্ত্রমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ ।
প্রণবাদ্যা যদা বিদ্যা সোগ্রতারা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৪
বিতারৈকজটা প্রোক্তা মহামোক্ষ-প্রদায়িনী ।
তারাস্ত্ররহিতা ত্র্যর্ণা মহানীল-সরস্বতী ॥ ২৫
বাগ্‌ভবাদ্যা যদা বিদ্যা বাগীশত্ব-প্রদায়িনী ।
শ্রীবীজাদ্যা মহাবিদ্যা সদা লক্ষ্মী-প্রদায়িনী ॥ ২৬

শ্রীশিব বলিলেন—হে প্রিয়ে! প্রথমে চন্দ্রবীজ (স) উচ্চারণ করিয়া আদ্যকে (ত-কে) বামনেত্র (ঈ), ইন্দু (ँ) ভূষিত ও বহ্নি (র) সংযুক্ত করিবে। ইহাকে (স্ত্রীँ-কে) তারার শ্রেষ্ঠ মন্ত্র জানিবে। এই একাক্ষরী মহাবিদ্যা তিন লোকে পূজিতা হইয়া থাকেন। ২২

ঈশানকে (হ-কে) বহ্নি (র) সংযুক্ত ও বামনেত্র (ঈ) ও বিন্দু ভূষিত করিবে। ইহা (হ্রীং) তারার একাক্ষরা দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। ২৩

শিবকে (হ-কে) বহ্নি (র) সংযুক্ত এবং বামনেত্র (ঈ) ও ইন্দু (ং) ভূষিত করিয়া আদ্যবীজ (স্ত্রীং) ও দ্বিতীয় বীজ (হ্রীং) উচ্চারণ করিয়া অস্ত্র মন্ত্র (ফট্) উচ্চারণ করিবে। তাহাতে হ্রীং স্ত্রীং হ্রীং ফট্ মন্ত্র উদ্ধৃত হইবে। এই মহাবিদ্যা যখন প্রণবাদি হইবেন, তখন তিনি উগ্রতারা বলিয়া কীর্ত্তিতা হন। ২৪

যখন এই মন্ত্রটি বি-তার (বিগত-তার) অর্থাৎ প্রণব রহিত হয়, তখন ইনি একজটা। তখন ইনি মহামুক্তি প্রদান করেন। প্রণব ও অস্ত্র (ফট্) রহিত ত্র্যক্ষর মন্ত্রটি মহানীল সরস্বতী। ২৫

যখন এই মন্ত্রটির আদিতে বাগ্‌ভববীজ (ঐঁ) থাকে, তখন ইনি বাগীশ্বরত্ব

মায়াদ্যা পরমা বিদ্যা সদা সিদ্ধি-প্রদায়িনী।
কূর্চবীজাদিকা চৈষা শব্দরাশি-প্রকাশিনী ॥ ২৭
গগনাদ্যা মহাবিদ্যা নির্বাণ-মোক্ষ-দায়িনী।
প্রাসাদাদ্যা মহাবিদ্যা শিবসাযুজ্য-দায়িনী ॥ ২৮
প্রাণবীজাদিকা চৈষা বাঞ্ছাসিদ্ধি-প্রদায়িনী।
কালিকাদ্যা মহাবিদ্যা মুক্তিদা সিদ্ধিদা তথা ॥ ২৯
কালিকায়াশ্চ তারায়া আরাধনমিহোচ্যতে।
প্রাতরুত্থায় মন্ত্রজ্ঞঃ সহস্রারে গুরুং যজেৎ ॥ ৩০
ষট্‌চক্রং ভেদয়িত্বা তু চাষ্টোত্তরশতং জপেৎ।
ততঃ প্রণম্য বিধিবৎ স্নানকর্ম[১] সমাচরেৎ ॥ ৩১

প্রদান করেন। যখন এই মন্ত্রটির আদিতে শ্রীবীজ (শ্রীং) থাকে, তখন ইনি সর্বদা ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন। ২৬

যখন এই মহামন্ত্রটির আদিতে মায়া (হ্রীং) থাকে, তখন ইনি সর্বদা সিদ্ধি প্রদান করেন। যখন এই মন্ত্রটির আদিতে কূর্চবীজ (হূঁ) থাকে, তখন ইনি শব্দরাশি প্রকাশ করেন। ২৭

যখন এই মহামন্ত্রের আদিতে গগনবীজ (হঁ) থাকে, তখন ইনি নির্বাণ মোক্ষ প্রদান করেন। যখন এই মহাবিদ্যার আদিতে প্রাসাদবীজ (হৌঁ) থাকে, তখন ইনি শিবসাযুজ্য প্রদান করেন। ২৮

এই বিদ্যার আদিতে যখন প্রাণবীজ (প্রঁ) থাকে, তখন ইনি অভীষ্টসিদ্ধি প্রদান করেন। .এই মহাবিদ্যার আদিতে যখন কালিকাবীজ (ক্রীং) থাকে, তখন ইনি যেরূপ মুক্তি প্রদান করেন, সেইরূপ সিদ্ধিও প্রদান করেন। ২৯

কালিকা ও তারার আরাধনা এখন বলিতেছি। মন্ত্রজ্ঞ সাধক প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া সহস্রার চক্রে গুরুর পূজা করিবে। ৩০

ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া ১০৮ বার মূল মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর প্রণাম করিয়া বিধিবৎ স্নানকার্য্য করিবে। ৩১

১। প্রত্যেক বৈধকর্মে স্নান অবশ্য কর্ত্তব্য। তাই যামলে ও মৎস্য সূক্তের দশম পটলে উক্ত হইয়াছে—স্নানমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতা নৃণাম্। তস্মাৎ স্নানং নিষেবেত শ্রী-পুষ্ট্যারোগ্য-বর্দ্ধনম্ ॥ বিশ্বসার তন্ত্রের দ্বিতীয় পটলে মন্ত্র, ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও মানস স্নান-ভেদে সাত প্রকার স্নান ও তাহার স্বরূপ উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে বারুণ স্নান হইতেছে অবগাহন স্নান। অসুস্থ ব্যক্তি অবগাহনে অসমর্থ হইলে অন্য স্নান করিয়া বৈধ

অদ্যেত্যাদি সমুচ্চার্য্য সৌরমাসং সমুচ্চরেৎ।
দেবতা-প্রীতয়ে[২] পশ্চাৎ স্নাপয়েচ্ছুদ্ধ-বারিণা ॥ ৩২
ওঁকারঞ্চ সমুচ্চার্য্য গঙ্গে-চেতি সমুচ্চরেৎ।
যমুনেতি ততঃ পশ্চাৎ গোদাবরি সরস্বতি ॥ ৩৩
নর্মদেতি সমুচ্চার্য্য সিন্ধু-কাবেরি-সংযুতম্।
অস্মিন্ জলে চ সন্নিধিং[৩] কুরু-শব্দমথো বদেৎ ॥ ৩৪

অদ্য ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া সৌরমাস উচ্চারণ করিবে। পরে দেবতা প্রীতয়ে বলিয়া শুদ্ধ জলের দ্বারা স্নান করিবে। ৩২

ওঁকার উচ্চারণ করিয়া গঙ্গে চ এই উচ্চারণ করিবে। তাহার পর যমুনে এই উচ্চারণ করিয়া সিন্ধু-কাবেরি যুক্ত গোদাবরি সরস্বতি নর্মদে শব্দকে উচ্চারণ করিয়া অনন্তর অস্মিন্ জলে সন্নিধিং কুরু বলিবে। ৩৩-৩৪

কর্ম করিবেন। মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে উক্ত হইয়াছে—অরুণেঽভ্যুদিতে মন্ত্রী তীর্থে বা বিমলে জলে। বৈদিকস্নানমাচর্য্য তান্ত্রিকং স্নানমাচরেৎ॥ অর্থাৎ সাধক গঙ্গাদিতীর্থে বা নির্মল জলাশয়ের জলে বৈদিক স্নান করিয়া তান্ত্রিক স্নান করিবেন।

স্নান দুইপ্রকার—অন্তঃস্নান ও বাহ্যস্নান। ইষ্টদেবতার চরণনিঃসৃত জলধারা দ্বারা স্নান করিয়া দেহগত অন্তর্মল প্রক্ষালনের নাম অন্তঃস্নান। ইহা বাহ্যস্নান অপেক্ষা উত্তম।

নদী প্রভৃতিতে যাইয়া যথাবিধানে স্নান করিলে যে বাহ্য মল ক্ষালন হয়, তাহার নাম বাহ্যস্নান। তন্মধ্যে নদী প্রভৃতিতে যাইয়া প্রথমে বৈদিকবিধি অনুসারে স্নান করিয়া তান্ত্রিক স্নান কর্ত্তব্য। গৌতমীয়তন্ত্রের সপ্তম অধ্যায়ে তাহাই উক্ত হইয়াছে—বাহ্যস্নানং তথা কুর্য্যাৎ যথাশাস্ত্রং বিধান-বিৎ। মলপ্রক্ষালনং স্নানং স্বশাখোক্তং সমাচরন্। মন্ত্রস্নানং ততঃ কুর্য্যাৎ কর্মণাং সিদ্ধি-হেতবে।

২। অনেকে অঞ্জলিতে কেবলমাত্র জল লইয়া সঙ্কল্প করেন। কিন্তু কুলচূড়ামণিতে উক্ত হইয়াছে—তাম্রপাত্রং সদূর্বং চ সতিলং সজলং তথা। গৃহীত্বায়ুকদেবস্য প্রীতয়ে স্নানমাচরেৎ॥ সুতরাং সমর্থ হইলে তাম্রপাত্রে দূর্বা, তিল প্রভৃতি দিয়া সঙ্কল্প করাই কর্ত্তব্য।

৩। সমস্ত কার্য্যে তীর্থাবাহনমন্ত্রে "জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু" এইরূপ পাঠ প্রচলিত আছে। তদনুসারে কলাবতীদীক্ষা প্রকরণে পূজ্যপাদ আগমবাগীশও এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে কিন্তু অন্যরূপ পাঠ দেখা যায়। আমার মনে হয়-এখানে "জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং ব্রূয়াৎ" এইরূপ পাঠ হইবে।

আনয়েদঙ্কুশাখ্যেন রবিসংযুক্ত-মণ্ডলাৎ ।
মুদ্রাচতুষ্টয়ং[৪] দেবি ! দর্শয়েদ্ বহুযত্নতঃ ॥ ৩৫
রুদ্রসংখ্যং জপেন্মন্ত্রমাচ্ছাদ্য মীনমুদ্রয়া ।
সূর্য্যায়াভিমুখং তোয়ং নিঃক্ষিপ্য রবিসংখ্যয়া ॥ ৩৬
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ক্ষালয়েচ্চরণদ্বয়ম্[৫] ।
চরণান্নিঃসৃতে তোয়ে ত্রির্নিমজ্য জপেন্ মনুম্ ॥ ৩৭
মূলমন্ত্রং ত্রির্জপ্ত্বা তু মুদ্রয়া কুম্ভসংজ্ঞয়া ।
জলাদুত্থায় দেবেশি ! তিলকং কুলবর্ত্মতঃ ॥ ৩৮
আত্ম-বিদ্যা-শিবৈস্তত্ত্বৈরাচামেৎ পাথসা ততঃ ।
বহ্নিজায়ান্বিতা মন্ত্রা বিজ্ঞেয়াঃ প্রণবাদিকাঃ ॥ ৩৯

অঙ্কুশ নামক মুদ্রা দ্বারা রবি মণ্ডল হইতে তীর্থগণকে আনয়ন করিবে। হে দেবি ! বহু যত্ন করিয়া চারিটি মুদ্রা দেখাইবে। ৩৫

মীনমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রুদ্র সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। রবিসংখ্যায় সূর্য্যের অভিমুখে জল নিক্ষেপ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া চরণদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। চরণ-নিঃসৃত জলে তিনবার স্নান করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে। ৩৬-৩৭

হে দেবেশি ! কুম্ভ নামক মুদ্রা দ্বারা তিনবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া জল হইতে উত্থিত হইয়া কুলপ্রথানুসারে তিলক করিবে। ৩৮

৪। ধেনুমুদ্রা, অবগুণ্ঠনমুদ্রা, গালিনীমুদ্রা ও নারাচমুদ্রা। তন্মধ্যে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ, অবগুণ্ঠনমুদ্রা দ্বারা অবগুণ্ঠন, গালিনীমুদ্রা দ্বারা শুদ্ধি ও নারাচমুদ্রা দ্বারা সংরক্ষণ করিতে হয়।

৫। তান্ত্রিক বৈধকার্য্যে বাহ্য স্নানের ন্যায় আন্তঃস্নান অবশ্য কর্ত্তব্য। ইষ্টদেবতার চরণ নিঃসৃত জলধারা ব্রহ্মরন্ধ্র মধ্য দিয়া দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যে দেহগত অন্তর্মল প্রক্ষালন করে, তাহার নাম আন্তঃস্নান। ভাবনাত্মক এই আন্তঃস্নান মাত্র স্নানাদি বাহ্য স্নান অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। বিশ্বসার তন্ত্রের দ্বিতীয় পটলে উক্ত হইয়াছে—খম্বিতং পুণ্ডরীকাক্ষং মূর্ত্তিমন্তং প্রভুং স্মরন্। তৎপাদোদকজাং ধারাং নিপতন্তীং স্বমূর্দ্ধনি॥ চিন্তয়েদ্ ব্রহ্মরন্ধ্রেণ প্রবিশন্তং স্বকাং তনুম্। তয়া সংক্ষালয়েৎ সর্বমেতদ্ দেহগতং মলম্॥ ইদং স্নানবরং মান্ত্রাৎ সহস্রমধিকং স্মৃতম্। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদিভেদে এই আন্তঃ স্নানের প্রকারভেদ আছে।

গঙ্গে চেত্যাদিনা দেবি ! তীর্থস্যাবাহনং চরেৎ ।
মূলেন দর্ভয়া ভূমৌ ত্রিবারং নিঃক্ষিপেৎ সুধীঃ ॥ ৪০
তজ্জলেন সপ্তবারমাত্মাভিষেকমাচরেৎ ।
অঙ্গন্যাসং ততঃ কৃত্বা বামহস্তে সুরেশ্বরি ! ॥ ৪১
গগনং বায়ুবীজঞ্চ বরুণং ভূমিবীজকম্ ।
বহ্নিবীজং বিন্দুযুক্তং ত্রিবারং জপমাচরেৎ ॥ ৪২
অনেন মনুনা দেবি ! তজ্জলং চাভিমন্ত্রিতম্ ।
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য সপ্তধা তত্ত্বমুদ্রয়া ।
অভিষেচনমাত্রেণ মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ॥ ৪৩
শেষজলং মহেশানি ! দক্ষহস্তে সমানয়েৎ ।
ঈড়য়া পূরয়েৎ তোয়ং ক্ষালয়েদ্ দেহমধ্যগম্ ॥ ৪৪
ততঃ পিঙ্গলয়া দেবি ! তৎ তোয়ন্ত বিরেচয়েৎ ।
কৃষ্ণরূপং তদুদকং পাপরূপং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৪৫

তাহার পর আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্বের দ্বারা অর্থাৎ আচমন মন্ত্র পড়িয়া জলের দ্বারা আচমন করিবে। এই তিনটি তত্ত্ব প্রথমে প্রণব ও শেষে বহ্নিজায়া (স্বাহা) যুক্ত হইলে (ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা) আচমন মন্ত্র হয় জানিবে ॥ ৩৯

হে দেবি ! গঙ্গে চ ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া তীর্থের আবাহন করিবে। সাধক মূলমন্ত্র পড়িয়া কুশের দ্বারা ভূমিতে তিনবার ঐ জল নিঃক্ষেপ করিবে ॥ ৪০

সেই জলের দ্বারা সাতবার নিজের আত্মাকে (দেহকে) অভিষেক করিবে। হে সুরেশ্বরি ! তাহার পর অঙ্গন্যাস করিয়া বামহস্তে [জল লইয়া ঐ জলে] বিন্দুযুক্ত গগনবীজ (হং), বায়ুবীজ (যং), বরুণবীজ (বং), ভূমিবীজ (লং) ও বহ্নিবীজ (রং) তিনবার জপ করিবে। ৪১-৪২

হে দেবি ! এই মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত সেই জল মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা অভিষেক করিবে। অভিষেকমাত্রের দ্বারা সাধক সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪৩

হে মহেশ্বরি ! অবশিষ্ট জল দক্ষিণহস্তে আনিবে, ঈড়া দ্বারা জল পূরণ করিবে এবং (সেই জল দ্বারা) দেহমধ্যগত পাপকে প্রক্ষালন করিবে ॥ ৪৪

হে দেবি ! পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা সেই জলকে বাহির করিবে। কৃষ্ণরূপ জলকে পাপরূপে চিন্তা করিবে ॥ ৪৫

পুরতো বজ্রপাষাণে ফট্কারেণ বিনিক্ষিপেৎ।
হস্তং প্রক্ষাল্য চাচম্য প্রাণায়াম-পুরঃসরম্ ॥ ৪৬
তর্পয়েৎ কুলদেবঞ্চ সূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।
দেবতার্ঘ্যং ততঃ পশ্চাদ্ গায়ত্রীং পরমাক্ষরীম্ ॥ ৪৭
প্রণবঞ্চ সমুদ্ধৃত্য কালিকায়ৈ ততো বদেৎ।
বিদ্মহে ইতি সংলিখ্য শ্মশানঞ্চ সমুদ্ধরেৎ ॥ ৪৮
বাসিনীং ঙেযুতাং দেবি! ধীমহীতি ততো বদেৎ।
তন্নো ঘোরে মহেশানি! প্রজপেৎ তু প্রচোদয়াৎ ॥ ৪৯
গায়ত্রীং প্রপঠেদ্ধীমান্ ত্রিবারং জলমুৎক্ষিপেৎ।
ততো জপেন্ মহামন্ত্রং গায়ত্রীং পরমাক্ষরীম্ ॥ ৫০
অঙ্গন্যাসং ততঃ কৃত্বা আচম্য পরমেশ্বরি!।
ইষ্টদেবীং মহেশানি! ধ্যায়েৎ তু রবিমণ্ডলে ॥ ৫১

তাহার পর সম্মুখস্থিত বজ্ররূপ পাষাণে ফট্ মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর হস্ত প্রক্ষালন করিয়া আচমন করিয়া প্রাণায়াম করিয়া কুলদেবতার তর্পণ করিবে এবং সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবে। তাহার পর দেবতাকে অর্ঘ্য দিয়া পরমাক্ষরী গায়ত্রী জপ করিবে ॥ ৪৬-৪৭

সেই গায়ত্রীর এইরূপ উদ্ধার করিবে—প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া তাহার পর কালিকায়ৈ বলিবে। তাহার পর বিদ্মহে এইরূপ উচ্চারণ করিয়া শ্মশান শব্দ উচ্চারণ করিবে। হে দেবি! তাহার পর চতুর্থীবিভক্তিযুক্ত বাসিনী (বাসিন্যৈ) ও ধীমহি এই বলিবে। হে মহেশ্বরি! তাহার পর তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ পাঠ করিবে। তাহাতে কালীর ওঁ কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশান-বাসিন্যৈ ধীমহি। তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ—এই গায়ত্রী হয় ॥ ৪৮-৪৯

ধীমান্ সাধক গায়ত্রী পাঠ করিবে ও তিনবার জল উৎক্ষেপণ করিবে। তাহার পর মহামন্ত্র পরমাক্ষরী গায়ত্রী জপ করিবে ॥ ৫০

হে পরমেশ্বরি! তাহার পর অঙ্গন্যাস করিয়া আচমন করিয়া হে মহেশ্বরি! ইষ্টদেবীকে রবিমণ্ডলে ধ্যান করিবে ॥ ৫১

দ্বিতীয়ায়াস্তু

ওঁ তারায়ৈ বিদ্মহে ইতি মহোগ্রায়ৈ ততো বদেৎ।
ধীমহীতি ততঃ পশ্চাৎ তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥ ৫২
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা চাষ্টোত্তরং শতং জপেৎ।
সূত্রাকারেণ দেবেশি! পূজাবিধিরিহোচ্যতে॥ ৫৩
স্বস্তিবাচ্য চ সঙ্কল্প্য ঘটং সংস্থাপ্য যত্নতঃ।
মন্ত্রেণাচমনং[৬] কার্য্যং সামান্যার্ঘং[৭] ততো ন্যসেৎ॥ ৫৪
তজ্জলৈর্দ্বারমভ্যুক্ষ্য দ্বারপূজাং সমাচরেৎ॥
ত্রিবিধং বিঘ্নমুৎসার্য্য ভূতাপসারণং ততঃ।
আসনঞ্চ সমভ্যর্চ্য গুরুদেবং নমেৎ সুধীঃ॥ ৫৫

দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা তারার গায়ত্রী হইতেছে—ওঁ তারায়ৈ বিদ্মহে এই বলিয়া তাহার পর মহোগ্রায়ৈ বলিবে। তাহার পর ধীমহি এই বলিয়া পরে তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ বলিবে। তাহাতে তারার গায়ত্রী হইবে—ওঁ তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। ৫২

তাহার পর প্রাণায়াম করিয়া ১০৮ বার বীজমন্ত্র জপ করিবে। হে দেবেশি! এইখানে তোমাকে সূত্রাকারে পূজাবিধি বলিতেছি। ৫৩

স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প করিয়া যত্নপূর্বক ঘটস্থাপন করিয়া মন্ত্রের দ্বারা আচমন করিবে। তাহার পর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে। ৫৪

সামান্যার্ঘ্যের জল দ্বারা দ্বার অভ্যুক্ষণ করিয়া দ্বার পূজার অনুষ্ঠান করিবে। তাহার পর তিন প্রকার বিঘ্ন উৎসারণ করিয়া ভূতাপসারণ করিবে। তাহার পর আসনের পূজা করিয়া সাধক গুরুদেবকে (গুরুপঙ্‌ক্তিকে) প্রণাম করিবে। ৫৫

৬। কালী, তারা প্রভৃতির আচমণ মন্ত্রের ভেদ আছে। উহা তত্তৎ পূজাপ্রকরণে জ্ঞাতব্য।

৭। এস্থলে আচমনের পর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন উক্ত হইয়াছে। কিন্তু আগমতত্ত্ববিলাসে আচমনের পর মন্ত্রের দ্বারা বামহাতে জলানয়ন, তদ্দ্বারা আসনের অভ্যুক্ষণ, তাহার পর আসনে উপবেশন, তাহার পর মন্ত্রের দ্বারা পাদপ্রক্ষালন ও শিখাবন্ধন করিয়া পূর্ববৎ আচমন বিহিত হইয়াছে।

করশুদ্ধিঞ্চ তালঞ্চ ত্রয়ং দিগ্‌বন্ধনং ততঃ।
বহ্নিনা বেষ্টনং কার্য্যং ভূতশুদ্ধিমথাচরেৎ ॥ ৫৬
মাতৃকায়াঃ ষড়ঙ্গঞ্চ কুর্য্যাদন্তর-মাতৃকাম্।
মাতৃকাধ্যানমাচর্য্য বাহ্যে তু মাতৃকাং ন্যসেৎ ॥ ৫৭
পীঠন্যাসং ততঃ কৃত্বা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ।
ঋষ্যাদিকং করাঙ্গঞ্চ বর্ণন্যাসং[৮] সমাচরেৎ ॥ ৫৮
ষোঢ়ান্যাসং ততো দেবি! ব্যাপকং তদনন্তরম্।
এবং সমাহিতমনাস্তত্ত্বন্যাসং সমাচরেৎ ॥ ৫৯
বীজন্যাসং ততো দেবি! ব্যাপকং বিন্যসেৎ সুধীঃ।
মূলেন সপ্তধা ধ্যানং মানসৈঃ পূজনং চরেৎ ॥ ৬০
বিশেষার্ঘ্যং পীঠপূজাং পুনর্ধ্যানং সনেত্রকম্।
মুদ্রাদিদর্শনং কার্য্যমাবাহন-ষড়ঙ্গকম্ ॥ ৬১

তাহার পর করশুদ্ধি, তালত্রয় ও দিগ্‌বন্ধন করিয়া নিজদেহকে বহ্নি দ্বারা বেষ্টন করিবে। অনন্তর ভূতশুদ্ধির অনুষ্ঠান করিবে। ৫৬

তাহার পর মাতৃকার ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া ও মাতৃকার ধ্যান করিয়া অন্তর্মাতৃকান্যাস ও বাহ্যমাতৃকার ন্যাস করিবে। ৫৭

তাহার পর পীঠন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিবে। তাহার পর ঋষ্যাদিন্যাস, (মূল মন্ত্রের দ্বারা) করাঙ্গন্যাস ও বর্ণন্যাস করিবে। ৫৮

হে দেবি! তাহার পর ষোঢ়ান্যাস ও তদনন্তর ব্যাপকন্যাস করিবে। এইরূপে একাগ্রচিত্ত হইয়া তত্ত্বন্যাসের অনুষ্ঠান করিবে। ৫৯

হে দেবি! তাহার পর সাধক বীজন্যাস ও মূলমন্ত্রের দ্বারা সাত প্রকার ব্যাপকন্যাস করিবে। তাহার পর ধ্যান ও মানসপূজা করিবে। ৬০

তাহার পর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন ও পীঠপূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান ও চক্ষুর্দান করিয়া মুদ্রাদি প্রদর্শন করিবে। তাহার পর আবাহন ও ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। ৬১

৮। বর্ণন্যাসে মাতৃকাবর্ণগুলিকে অনুস্বারযুক্ত করিয়া ন্যাস করিবে, ইহা বীরতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কালীতন্ত্রে কিন্তু অনুস্বাররহিত বর্ণমাত্রের ন্যাস বিহিত হইয়াছে। সুতরাং যাহার যেমন ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ ন্যাস করিবেন। এইজন্য ভৈরবীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—সবিন্দূন্ বা ন্যসেদেতান্ নির্বিন্দূন্ বাথ বর্ণকান্।

ধেন্বাদিকং ততঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং মূলপূজনম্ ।
আজ্ঞা-প্রার্থন-মঙ্গানি কাল্যাদীন্ পরিপূজয়েৎ ॥ ৬২

ব্রাহ্ম্যাদীনসিতাঙ্গাদীন্ মহাকালং প্রপূজয়েৎ ।
খড়্গাদীন্ গুরুপঙ্‌ক্তিঞ্চ পুনর্দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥ ৬৩

বলিদানং ততো হোমং প্রাণায়ামং ততো জপম্ ।
জপং সমর্পয়েদ্ ধীমান্ প্রাণায়ামং ততশ্চরেৎ ॥ ৬৪

এতস্মিন্ সময়ে দেবি ! কারণাদীন্ সমাচরেৎ ।
অর্ঘ্যং দত্ত্বা মহেশানি ! চাত্মানঞ্চ সমর্পয়েৎ ॥ ৬৫

স্তুতিঞ্চ কবচং স্মৃত্বা চাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ সুধীঃ ।
শিবোঽহমিতি সঞ্চিন্ত্য সংহারেণ বিসর্জয়েৎ ॥ ৬৬

ঐশান্যাং মণ্ডলং কৃত্বা চাণ্ডাল্যুচ্ছিষ্ট-পূর্বিকাম্ ॥
অর্ঘ্যং সন্ধার্য্য শিরসি চন্দনন্তু ললাটকে ।
নৈবেদ্যং কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য বিহরেচ্চ নিজেচ্ছয়া ॥ ৬৭

তাহার পর ধেনু প্রভৃতি মুদ্রা দেখাইয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও মূলদেবতার পূজা করিয়া আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া কালী প্রভৃতি অঙ্গদেবতার পূজা করিবে ॥ ৬২

ব্রাহ্মী প্রভৃতি শক্তি, অসিতাঙ্গ প্রভৃতি ভৈরব ও মহাকালকে পূজা করিবে। তাহার পর খড়্গাদি অস্ত্র ও গুরুপঙ্‌ক্তিকে পূজা করিয়া পুনরায় দেবীকে পূজা করিবে। ৬৩

তাহার পর বলিদান, হোম ও প্রাণায়াম করিয়া জপ করিবে। ধীমান্ সাধক জপ সমর্পণ করিয়া পুনরায় প্রাণায়াম করিবে। ৬৪

হে দেবি! এই সময়ে কারণ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে। তাহার পর হে মহেশ্বরি! অর্ঘ্যদান করিয়া আত্মসমর্পণ করিবে। ৬৫

তাহার পর সাধক স্তুতি ও কবচ পাঠ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে এবং আমি শিব এইরূপ চিন্তা করিয়া ঈশান কোণে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া "ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিন্যৈ নমঃ" বলিয়া সংহারমুদ্রা দ্বারা বিসর্জন করিবে ॥ ৬৬

তাহার পর মস্তকে অর্ঘ্য ধারণ করিয়া, ললাটে চন্দন লেপন করিয়া কিছু নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে বিহরণ করিবে ॥ ৬৭

সংক্ষেপ-পূজামথবা কুর্য্যান্মন্ত্রী সমাহিতঃ।
আদাবৃষ্যাদি বিন্যস্য করশুদ্ধিস্ততঃ পরম্ ॥ ৬৮
অঙ্গুলী-ব্যাপক ন্যাসৌ হৃদাদি-ন্যাস এবচ।
তালত্রয়ঞ্চ দিগ্‌বন্ধঃ প্রাণায়ামস্ততঃ পরম্ ৬৯
ধ্যানং মানসযাগঞ্চ অর্ঘ্যস্থাপনমেব চ।
পীঠপূজাং পুনর্ধ্যানং ততশ্চাবাহনং চরেৎ ॥ ৭০
জীবন্যাসং ততঃ কৃত্বা পূজয়েৎ পরদেবতাম্।
অঙ্গপূজাঞ্চ কাল্যাদীন্ ব্রাহ্ম্যাদীংশ্চাষ্টভৈরবান্।
মহাকালং পূজয়িত্বা গুরুপংক্তিং যজেৎ ততঃ ॥ ৭১
খড়্গাদীন্ পুজয়িত্বা তু পুনর্দেবীং প্রপূজয়েৎ।
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা প্রজপেৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ৭২
দেব্যা হস্তে জপফল-সমর্পণমথাচরেৎ।
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা চাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ সুধীঃ ॥ ৭৩

অথবা সাধক সমাধিত হইয়া সংক্ষেপে পূজা করিবেন। প্রথমে ঋষ্যাদি ন্যাস করিয়া তাহার পর করশুদ্ধি করিবেন। ৬৮

পরে করন্যাস, ব্যাপকন্যাস ও হৃদয়াদি ন্যাস, তালত্রয় ও দিগবন্ধন কর্ত্তব্য। তাহার পরে প্রাণায়াম করিবে। ৬৯

তাহার পরে দেবীর ধ্যান ও মানসপূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। পরে পীঠপূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান করিবে। তাহার পর আবাহন করিবে।। ৭০

তাহার পর জীবন্যাস অর্থাৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পরদেবতার পূজা করিবে। তাহার পর কালী প্রভৃতি, অঙ্গদেবতা ব্রাহ্মী প্রভৃতি শক্তি, অসিতাঙ্গ প্রভৃতি ভৈরব ও মহাকালের পূজা করিয়া গুরুপংক্তির পূজা করিবে। ৭১

তাহার পর খড়্গাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া পুনরায় দেবীর পূজা করিবে। তাহার পর সাধক শ্রেষ্ঠ প্রাণায়াম করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিবে। ৭২

অনন্তর দেবীর হস্তে জপফল সমর্পণ করিবে। তাহার পর সাধক প্রাণায়াম করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে। ৭৩

স্তুতিঞ্চ কবচং স্মৃত্বা বিশেষার্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ।
আত্মসমর্পণং কৃত্বা সংহারেণ বিসর্জয়েৎ ॥ ৭৪
ঐশান্যাং মণ্ডলং কৃত্বা চাণ্ডাল্যুচ্ছিষ্টপূর্বিকা।
নৈবেদ্যং কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য বিহরেচ্চ নিজেচ্ছয়া ॥ ৭৫

ইতি তোড়লতন্ত্রে সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে হরপার্বতীসংবাদে তৃতীয়-পটলঃ।

তাহার পর স্তুতি ও কবচ পাঠ করিয়া বিশেষার্ঘ্য প্রদান করিবে এবং আত্ম সমর্পণ করিয়া ঐশান কোণে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া ওঁ উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালিন্যৈ নমঃ বলিয়া সংহারমুদ্রা দ্বারা দেবীর বিসর্জন করিবে। পরে কিছু নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিবে। ৭৫

হরপার্ব্বতী-সংবাদরূপ সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তম তোড়লতন্ত্রের তৃতীয় পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থঃ পটলঃ

দেব্যুবাচ—

শ্রুতা পূজা কালিকায়াস্তারায়া বদ সাম্প্রতম্ ।
যস্যাঃ প্রসঙ্গমাত্রেণ বাচশ্চিত্তায়তে নৃণাম্ ॥ ১

ঈশ্বর উবাচ—

শৃণু চার্বঙ্গি ! সুভগে ! তারায়াঃ পূজনং মহৎ ।
মন্ত্রেণাচমনং[১] কৃত্বা গুরুদেবং নমেৎ ততঃ ॥ ২

জলং সংশোধ্য হস্তৌ চ পাদৌ চ ক্ষালয়েৎ ততঃ ।
মন্ত্রেণাচমনং কৃত্বা ততঃ পীঠং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩

শিখাং বদ্ধা ততো দেবি ! ত্রিবিধং বিঘ্ননাশনম্ ।
ভূম্যাসনঞ্চ সংশোধ্য বস্ত্রে গ্রন্থিং বিধায় চ ॥ ৪

দেবী গৌরী বলিলেন—কালিকার পূজা-পদ্ধতি শ্রবণ করিলাম। এখন তারার পূজা পদ্ধতি বলুন। যাঁহার সম্বন্ধমাত্রেই মনুষ্যগণের বাক্য চিত্ততুল্য হইয়া থাকে অর্থাৎ বাক্‌পটুত্ব প্রাপ্তি হয়। ১

ঈশ্বর বলিলেন—হে মনোহরাঙ্গি ! হে সৌভাগ্যবতি! তুমি তারার মহাপূজা শ্রবণ কর। প্রথমে তারার আচমন মন্ত্রের দ্বারা আচমন করিয়া তাহার পর গুরুদেবকে নমস্কার করিবে। ২

তাহার পর জলশুদ্ধি করিয়া হস্ত ও পদ প্রক্ষালন করিবে। তাহার পর পুনরায় মন্ত্রের দ্বারা আচমন করিয়া পীঠের ধ্যান করিবে। ৩

হে দেবি ! তাহার পর শিখাবন্ধন করিয়া তিন প্রকার বিঘ্ননাশ করিবে। ভূমি ও আসন শোধন করিয়া বস্ত্রে গ্রন্থিবন্ধন করিবে। ৪

১। "মন্ত্রেণাচমনং কৃত্বা" বলা হইয়াছে। কোন মন্ত্রে আচমন, তাহা এখানে বলা হয় নাই। ভৈরবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—তারাভেদৈস্ত্রিভিঃ পীত্বা মায়য়া ক্ষালয়েৎ করম্। তন্ত্রসংগ্রহে তারাভেদ শব্দের অর্থ উক্ত হইয়াছে—উগ্রতারা, একজটা ও নীলসরস্বতী। তারারহস্যে এই তারাত্রয়ের নাম মন্ত্রে আচমন বিহিত হইয়াছে। আগমতত্ত্ববিলাসে এই মত সমর্থিত হইয়াছে। কাহারও মত—এই তারাত্রয়ের বীজমন্ত্রেই আচমন কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে তন্ত্রসারকার স্পষ্ট কিছু বলেন নাই, পরন্তু তিনি তারাভেদেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তারারহস্যের মত উপেক্ষণীয় নহে। যাহা হউক, গুরু-সম্প্রদায়-ক্রমে যেরূপ উপদেশ প্রচলিত আছে, তাহাই অনুসরণীয়।

বাক্-কায়-শোধনং কৃত্বা ততঃ পুষ্প-বিশোধনম্ ।
যন্ত্রং কৃত্বা সাধকেন্দ্রঃ সামান্যার্ঘ্যঞ্চ বিন্যসেৎ ॥ ৫

দ্বারপালাংশ্চ সম্পূজ্য পীঠপূজাং সমাচরেৎ ।
পীঠশক্তিশ্চ লক্ষ্ম্যাদ্যাস্ততঃ পীঠমনুং জপেৎ ॥ ৬

ভূতশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি বিশেষ ইহ যদ্ ভবেৎ ।
কূর্চযুক্তেন হংসেন পূরকেণ সুরেশ্বরি ! ॥ ৭

কুণ্ডল্যা সহ চাত্মানং চতুর্বিংশতি-বীজকম্ ।
তত্র লীনানি দেবেশি ! পরমাত্মনি সাধকঃ ॥ ৮

মায়য়া সন্দহেৎ পাপং পুরুষং কজ্জলপ্রভম্ ।
কুম্ভকেন বরারোহে ! ভস্ম কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ৯

বধূবীজেন দেবেশি ! ভস্মনা সহ রেচয়েৎ ।
পূরকেণ তু কূর্চেন ললাটেঽমৃত-সঞ্চয়ম্ ॥ ১০

তাহার পর বাক্য ও দেহ শোধন করিয়া পুষ্পশুদ্ধি করিবে। তাহার পর সাধকশ্রেষ্ঠ যন্ত্র নির্মাণ করিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবেন। ৫

তাহার পর দ্বাররক্ষক দ্বারদেবতাগণকে পূজা করিয়া পীঠপূজা করিবেন। তাহার পর লক্ষ্মী প্রভৃতি পীঠশক্তির পূজা করিয়া পীঠমন্ত্র জপ করিবে। ৬

হে সুরেশ্বরি! ভূতশুদ্ধি বলিব। এই তারার ভূতশুদ্ধিতে যাহা বিশেষ আছে, তাহা বলিতেছি। সাধক কূর্চযুক্ত (হুঁ-যুক্ত) হংস মন্ত্র পাঠপূর্বক পূরকের দ্বারা কুণ্ডলিনীর সহিত জীবাত্মাকে সহস্রদলগত পরমাত্মার সহিত যুক্ত করিবে। হে দেবেশি! সেই পরমাত্মাতে চতুর্বিংশতিতত্ত্বসহ জীবাত্মা লীন বলিয়া ভাবনা করিবে। ৭-৮

মায়াবীজ হ্রীঁ দ্বারা কজ্জলতুল্য কৃষ্ণবর্ণ পাপ-পুরুষকে দাহ করিবে। হে বরারোহে! বিচক্ষণ সাধক কুম্ভকের দ্বারা তাহাকে ভস্ম করিবে। ৯

হে দেবেশি! বধূবীজ স্ত্রীং দ্বারা ভস্মের সহিত তাহাকে রেচন করিবে অর্থাৎ বাহিরে বাহির করিয়া দিবে। কূর্চবীজ (হূঁ)-যুক্ত পূরকের দ্বারা ললাটে অমৃত সঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া চিন্তা করিবে। ১০

চিন্তয়েৎ পরমেশানি ! কুম্ভকেনাঽমৃতাম্বুধিম্ ।
আং হ্রীং ক্রোং বহ্নি জায়ান্তং হৃদি চৈকাদশং জপেৎ ॥ ১১.

ততশ্চ চিন্তয়েদ্ ধীমানাঃকারাদ্রক্তপঙ্কজম্ ।
তস্যোপরি পুনর্ধ্যায়েৎ টাঙ্কারাৎ শ্বেতপঙ্কজম্ ।
তস্যোপরি পুনর্ধ্যায়েদ্ হুঙ্কারং নীলসন্নিভম্ ॥ ১২

তস্যোপরি পুনর্ধ্যায়েৎ বীজভূষিত-কর্ত্তৃকাম্ ।
তস্যোপরি পরং বিন্দুং শিবরূপঞ্চ অব্যয়ম্ ॥ ১৩

বালুকায়াঃ সহস্রৈকভাগং বিন্দুং সুদুর্লভম্ ।
বিন্দুমধ্যে মণিদ্বীপং শতযোজন-বিস্তৃতম্ ॥ ১৪

বিন্দুমধ্যে পরং জ্যোর্তির্বুদ্‌বুদাকার-মণ্ডলম্ ।
যথৈক-বুদ্‌বুদে দেবি ! প্রতিবিম্বং প্রপশ্যতি ॥
তথা নিরীক্ষণং কার্য্যং প্রকুর্য্যাদ্ জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ১৫

হে পরশমেশানি ! কুম্ভকের দ্বারা অমৃত সাগরের ভাবনা করিবে এবং হৃদয়ে বহ্নি-জায়ান্ত আং হ্রীং ক্রোং অর্থাৎ আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা এগার বার জপ করিবে। ১১

তাহার পর বুদ্ধিমান্ সাধক আঃ-কার হইতে রক্তপদ্মকে চিন্তা করিবে। তাহার উপর পুনরায় টাং-কার হইতে শ্বেতপদ্ম, তাহার উপর নীলতুল্য অর্থাৎ নীলবর্ণ হুঁ-কারকে ধ্যান করিবে। ১২

তাহার উপর পুনরায় বীজ (হুঁকার) ভূষিত কর্ত্তৃকার ধ্যান করিবে। তাহার উপর অব্যয় শিবরূপ পরবিন্দুকে ধ্যান করিবে। ১৩

একটি বালুকাকণার সহস্রভাগের একভাগ যেমন অতিসূক্ষ্ম বলিয়া দুর্লক্ষ্য, বিন্দুকে তদ্রূপ সুদুর্লভ অর্থাৎ দর্শনের অযোগ্য, বলিয়া জানিবে ! বিন্দুমধ্যে শতযোজন বিস্তৃত মণিদ্বীপকে ধ্যান করিবে। ১৪

বিন্দুর মধ্যে বুদ্‌বুদের তুল্য মণ্ডলাকার পরজ্যোতির ভাবনা করিবে। হে দেবি ! একটি বুদ্‌বুদে যেমন প্রতিবিম্বটি সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়, তদ্রূপ জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা এই নিরীক্ষণ কার্য্যটি প্রকৃষ্টরূপে করিবে। ১৫

মণিদ্বীপং তু তন্মধ্যে সুবর্ণ-বালুকাময়ম্ ।
পরিতো ভাবয়েন্মন্ত্রী পারিজাতং মনোহরম্ ॥
মধ্যে কল্পদ্রুমং ধ্যায়েদাত্মানং তারিণীময়ম্ ॥ ১৬
উদ্যদাদিত্য-সঙ্কাশং জ্যোতির্মণ্ডলমুত্তমম্ ।
চতুর্দ্বার-সমাযুক্তং হেমপ্রাকারভূষিতম্ ॥ ১৭
বহুচামর-ঘণ্টাদি-দেবকন্যাদি-শোভিতম্ ।
মন্দবায়ু-সমাযুক্তং গন্ধ-ধূপৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ১৮
তন্মধ্যে বেদিকাং ধ্যায়েন্নানারত্নোপশোভিতাম্ ।
সুবর্ণসূত্র-রচিতং চিন্তয়েচ্ছত্রমুত্তমম্ । ১৯
তদধশ্চিন্তয়েন্মন্ত্রী রত্নসিংহাসনং প্রিয়ে ।
তত্র দেবীং চিন্তয়েচ্চ যথোক্ত-ধ্যানযোগতঃ ॥ ২০
যোগসারোক্তকৈর্দেবি ! উপচারৈঃ প্রপূজয়েৎ ।
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসমাচরেৎ ॥ ২১
(বর্ণন্যাসং ততঃ কৃত্বা করাঙ্গন্যাসমাচরেৎ ।)
তালত্রয়ং ছোটিকাভির্দশদিগ্-বন্ধনং চরেৎ ॥ ২২

সেই বিন্দুর মধ্যে সুবর্ণ বালুকাময় মণিদ্বীপের ভাবনা করিবে। সাধক তাহার চতুর্দিকে মনোহর পারিজাত বৃক্ষের ভাবনা করিবে। সেই মণিদ্বীপের মধ্যস্থলে কল্পবৃক্ষ এবং নিজেকে তারিণীময় ভাবনা করিবে। ১৬

সুবর্ণ-প্রাচীর বেষ্টিত চতুর্দ্বারযুক্ত বহু চামর, বহু ঘণ্টা ও বহু দেবকন্যা প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত মন্দ মন্দ বায়ুযুক্ত গন্ধ ও ধূপের দ্বারা অলঙ্কৃত উদীয়মান আদিত্যের তুল্য উত্তম জ্যোতির্মণ্ডলের ভাবনা করিবে। ১৭-১৮

সেই জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে নানারত্নশোভিত বেদীর ভাবনা করিবে। তাহাতে সুবর্ণসূত্র-রচিত উত্তম ছত্রের ভাবনা করিবে। ১৯

হে প্রিয়ে! সাধক সেই রত্ন-বেদিকার অধোদেশে রত্ন-সিংহাসনের ভাবনা করিবে। সেই সিংহাসনে পূর্বোক্ত ধ্যানের দ্বারা দেবীকে চিন্তা করিবে। ২০

হে দেবি! যোগসারোক্ত উপচারের দ্বারা তাঁহার উত্তমরূপে পূজা করিবে। তাহার পর প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাসের অনুষ্ঠান করিবে। ২১

তাহার পর বর্ণন্যাস করিয়া করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। তাহার পর তালত্রয় দিয়া ছোটিকা দ্বারা দশ দিক্ বন্ধন করিবে। ২২

ষোঢ়ান্যাসং ততঃ কৃত্বা ব্যাপকং তদনন্তরম্ ।
বিশেষার্ঘ্যঞ্চ সংস্থাপ্য পঞ্চতত্ত্বং বিশোধয়েৎ ॥ ২৩
সুধাদেবীং সমানীয় পঞ্চীকরণমাচরেৎ ।
কুম্ভে পুষ্পং সমাদায় ত্রিকোণে ত্রিঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ২৪
বামদেবং[২] ত্রিধা চোক্ত্বা খেচরীং দশধা জপেৎ ।
তথা চানন্দ-গায়ত্রীমৃচং চ ত্রির্জপেৎ সুধীঃ ॥ ২৫
ব্রহ্মশাপং শুক্রশাপং কৃষ্ণশাপং সুরেশ্বরি ! ।
দিগ্জপান্নাশয়েদ্ ধীমান্ ততো মন্ত্রত্রয়ং জপেৎ ॥ ২৬
ছুরিকাঞ্চামৃতঞ্চৈব শ্রীতিরস্করিণীং প্রিয়ে ! ।
পাবমানঞ্চ ত্রির্জপ্ত্বা শোধনাদীন্ সমাচরেৎ ॥ ২৭
বারুণং ত্রির্জপেদ্ দেবি ! চামৃতং সপ্তধা জপেৎ ।
বিদ্যাতত্ত্বে ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য মূলমষ্টধা ।
কুণ্ডলিনীং সমুত্থাপ্য শিবোঽহং ভাবয়েৎ ততঃ ॥ ২৮

তাহার পর ষোঢ়ান্যাস করিয়া ব্যাপকন্যাস করিবে। তাহার পর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া পঞ্চতত্ত্বের শুদ্ধি করিবে। ২৩

সুধাদেবীকে (সুরাদেবীকে) আনয়ন করিয়া পঞ্চীকরণের অনুষ্ঠান করিবে। ত্রিকোণে কুম্ভে পুষ্প লইয়া তিনবার পূজা করিবে। ২৪

বামদেব ঋক্ তিনবার বলিয়া দশবার খেচরী মন্ত্র জপ করিবে। সুধী সাধক সেইরূপ আনন্দ গায়ত্রী (সুরাগায়ত্রী) ঋক্ তিনবার জপ করিবে। ২৫

হে সুরেশ্বরি ! বুদ্ধিমান্ সাধক দশবার জপ দ্বারা ব্রহ্মশাপ, শুক্রশাপ ও কৃষ্ণশাপ নাশ করিবে। তাহার পর শাপমোচন তিনটি মন্ত্র জপ করিবে। ২৬

হে প্রিয়ে ! ছুরিকামন্ত্র, অমৃত মন্ত্র, তিরস্করণী মন্ত্র ও পবমান মন্ত্র তিন বার পাঠ করিয়া কারণ (সুরা) দ্রব্যের শোধন প্রভৃতি করিবে। ২৭

হে দেবি ! বরুণ মন্ত্র তিনবার জপ করিয়া সাতবার অমৃত মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর বিদ্যাতত্ত্বের দ্বারা ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া মূলমন্ত্র আটবার জপ করিয়া কুণ্ডলিনীকে উত্থিত করিয়া নিজেকে শিবোঽহং বলিয়া ভাবনা করিবে। ২৮

২। তারাভক্তি সুধার্ণবে সুরাশোধন প্রকরণে এই সকলের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

মাসং মীনং শোধয়িত্বা মুদ্রাশোধনমাচরেৎ ॥
শক্তিঞ্চ কুলপুষ্পঞ্চ শোধয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ২৯
দেবান্ পিতৄন্ ঋষীংশ্চৈব তর্পয়েদিষ্ট-দেবতাম্ ।
শোধিতং দ্রব্যমাদায় বিশেষার্ঘ্যে বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৩০
ততো ব্রহ্মময়ং ধ্যাত্বা পূজাধ্যানং সমাচরেৎ ।
নাসারন্ধ্রাৎ সমানীয় পীঠে পুষ্পং নিধায় চ ।
ততশ্চাবাহনং কৃত্বা পঞ্চমুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ ॥ ৩১
ষড়ঙ্গেন চ সম্পূজ্য পুনর্মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ ।
জীবন্যাসং ততঃ কৃত্বা উপচারৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৩২
ষড়ঙ্গানি চ সম্পূজ্য অক্ষোভ্যং পূজয়েদধঃ ।
গুরুপঙ্‌ক্তিং পূজয়িত্বা দলমূলেষু পূজয়েৎ ॥ ৩৩
মহাপূর্বাংশ্চ কাল্যদীন্ যজেদ্ বৈরোচনাদিকান্ ।
পুনর্দেবীং প্রপূজ্যাথ বলিং দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ৩৪

তাহার পর সাধক শ্রেষ্ঠ মাংস ও মৎস্য শোধন করিয়া মুদ্রাশোধনের অনুষ্ঠান করিবে এবং শক্তি ও কুলপুষ্পের শোধন করিবে। ২৯

তাহার পর দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ ও ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবে। পরে শোধিত সুরা লইয়া বিশেষার্ঘ্যে নিক্ষেপ করিবে। ৩০

তাহার পর নিজেকে ব্রহ্মময় ধ্যান করিয়া পূজার জন্য ধ্যান করিবে। (পূজ্য দেবতাকে নিজ হৃদয় হইতে) নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়া আনয়ন করিয়া (ধ্যান পুষ্পে স্থাপন করিয়া) পীঠে পুষ্পটি রাখিয়া আবাহন করিয়া পাঁচটি মুদ্রা দেখাইবে। ৩১

দেবীর ষড়ঙ্গ মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিয়া পুনরায় মুদ্রা দেখাইবে। তাহার পর জীবন্যাস (প্রাণপ্রতিষ্ঠা) করিয়া উপচারের দ্বারা পূজা করিবে। ৩২

তাহার পর দেবীর ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া অধোভাগ দক্ষিণে অক্ষোভ্যের পূজা করিবে। গুরুপঙ্‌ক্তির পূজা করিয়া দলমূলে মহাকালী প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা করিবে। পরে বৈরোচন প্রভৃতির পূজা করিবে। অনন্তর সাধক পুনরায় দেবীর পূজা করিয়া বলি প্রদান করিবে। ৩৩-৩৪

প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা মন্ত্রধ্যানং সমাচরেৎ।
জপং কৃত্বা মহেশানি ! দেব্যা হস্তে সমর্পয়েৎ ॥ ৩৫
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা তত্ত্বস্বীকারমাচরেৎ।
তস্যৈ দত্ত্বা স্বয়ং পীত্বা প্রজপেৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ৩৬
পীত্বা পীত্বা জপিত্বা চ মুক্তঃ কোটি-কুলৈঃ সহ।
প্রতিপাত্রে জপেন্মন্ত্রমষ্টোত্তরশতং সুধীঃ ॥ ৩৭
স্তুতিঞ্চ কবচং স্মৃত্বা চাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ সুধীঃ।
বিশেষার্ঘ্যং প্রদাতব্যমাত্মানং চ সমর্পয়েৎ ॥ ৩৮
রুদ্ররূপী স্বয়ং ভূত্বা সংহারেণ বিসর্জয়েৎ
যোনিমুদ্রাং ততো বদ্ধা ক্ষমস্বেতি বিসর্জয়েৎ ॥ ৩৯
অঙ্গন্যাসং মহেশানি ! প্রাণায়ামং ততঃ পরম্।
ঐশান্যাং মণ্ডলং কৃত্বা নির্মাল্যেন প্রপূজয়েৎ ॥ ৪০
নির্মাল্যবাসিনীং ঙেন্তাং চণ্ডেশ্বর্য্যৈ নমো নমঃ।
নির্মাল্যং ধারয়েচ্ছীর্ষে চন্দনঞ্চ ললাটকে ॥ ৪১

তাহার পর প্রাণায়াম করিয়া মন্ত্রের জপ করিবে। হে পরমেশ্বরি! মন্ত্র জপ করিয়া তাহা দেবীর হস্তে সমর্পণ করিবে। ৩৫

তাহার পর প্রাণায়াম করিয়া সুরাতত্ত্ব গ্রহণ করিবে। সাধকশ্রেষ্ঠ সেই সুরা দেবীকে প্রদান করিয়া এবং নিজে পান করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। ৩৬

সাধক এইরূপ বার বার পান করিয়া ও জপ করিয়া কোটিকুলের সহিত মুক্ত হইয়া থাকে। তাহার পর সাধক প্রতি পাত্রে ১০৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিবে। ৩৭

তাহার পর সাধক স্তব ও কবচ পাঠ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে এবং বিশেষার্ঘ্য প্রদানপূর্বক আত্মসমর্পণ করিবে। ৩৮

নিজে রুদ্ররূপ ভাবনা করিয়া সংহারমুদ্রা দ্বারা দেবীর বিসর্জন করিবে। তাহার পর যোনিমুদ্রা বন্ধন করিয়া ক্ষমস্ব এই বলিয়া বিসর্জন করিবে। ৩৯

হে মহেশ্বরি ! তাহার পর অঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া ঈশান কোণে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া ওঁ নির্মাল্যবাসিন্যৈ চণ্ডেশ্বর্য্যৈ নমো নমঃ বলিয়া নির্মাল্য দ্বারা পূজা করিবে। পরে মস্তকে নির্মাল্য ও ললাটে চন্দন ধারণ করিবে। ৪০-৪১

গুরুস্থানে লিখেদ্ যন্ত্রং বিচরেদ্ ভৈরবো যথা।
সংক্ষেপ-পূজনং দেবি! মানসং তত্ত্ব-বর্জ্জিতম্ ॥ ৪২
অত্রোক্তমাচরেদত্র নান্যৎ সঞ্চারয়েৎ সুধীঃ।
অন্যৎ-সঞ্চারণাদ্ দেবি! ক্রুদ্ধা ভবতি তারিণী ॥ ৪৩
তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ মানঞ্চ শক্তিমাত্রে হি পার্বতি।
ইত্যেতৎ কথিতং দেবি! কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৪

ইতি তোড়লতন্ত্রে সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে হরপার্বতীসংবাদে চতুর্থঃ পটলঃ।

তাহার পর গুরুস্থানে যন্ত্র লিখিবে। তাহার পর ভৈরবের ন্যায় যথেচ্ছ বিচরণ করিবে। হে দেবি! পঞ্চতত্ত্বরহিত মানসপূজাই দেবীর সংক্ষেপ পূজা। ৪২

এই মানসপূজায় এইখানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান করিবে। অন্য কোন কিছুর অনুষ্ঠান করিবে না। হে দেবি! অন্য কিছু অনুষ্ঠান করিলে তারা দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া থাকেন। ৪৩

হে পার্বতি! শক্তিমাত্রে তত্ত্বজ্ঞান ও পূজা বিহিত হইয়াছে। হে দেবি! এই সকল তো বলিলাম। এখন আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর। ৪৪

হর-পার্বতীর সংবাদরূপ সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তম তোড়লতন্ত্রের চতুর্থ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

ত্বৎপ্রসাদান্মহাদেব ! পবিত্রাহং ন চান্যথা ।
শম্ভুনাথার্চনং[১] দেব শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ১

শ্রীশিব উবাচ

শৃণু পার্বতি ! বক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।
নকুলীশং সমুদ্ধৃত্য মনু-স্বর-বিভূষিতম্ ॥ ২
বিন্দু-নাদকলাযুক্তং প্রাসাদাখ্যং মহামনুম্ ।
অস্য মন্ত্রস্য মাহাত্ম্যমূর্ধ্বাম্নায়ে ময়োদিতম্ ॥ ৩
নমস্কারং সমুদ্ধৃত্য বান্তং নেত্র-বিভূষিতম্ ।
বারুণং মুখবৃত্তঞ্চ বায়ুং ললাট-সংযুতম্ ॥ ৪

গৌরী দেবী বলিলেন—হে মহাদেব ! আমি আপনার প্রসাদেই পবিত্র হইয়াছি। অন্য কোন প্রকারে পবিত্র হই নাই। হে দেব ! এখন শম্ভুনাথের পূজাপদ্ধতি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ১

শ্রীশিব বলিলেন—হে পার্বতি ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। নকুলীশকে (হ-কারকে) উচ্চারণ করিয়া মনুস্বরের দ্বারা (চতুর্দশ স্বর ঔকারের দ্বারা) বিভূষিত ও বিন্দুনাদকলা (ँ) দ্বারা সংযুক্ত করিলেই উহাকে (হৌঁ-কে) প্রাসাদনামক মহামন্ত্র জানিবে। এই মন্ত্রের মাহাত্ম্য আমি ঊর্ধ্বাম্নায়ে বলিয়াছি। ২-৩

প্রথমে নমস্কার উচ্চারণ করিয়া বান্তকে (শ-কে) দক্ষিণ নেত্র (ই-কার) দ্বারা বারুণকে (ব-কারকে) মুখবৃত্ত (আ) দ্বারা যুক্ত করিয়া বায়ুকে (য়-কারকে) ললাট (অ-কার) যুক্ত করিবে। তাহাতে নমঃ শিবায় এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের আবির্ভাব হইবে। ৪

১। শিবপূজায় শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল বর্ণের অধিকার আছে। উৎপত্তিতন্ত্রের চতুঃষষ্টি পটলে উক্ত হইয়াছে—শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি সৌরো বা গাণপোঽথবা। শিবার্চন-বিহীনস্য কুতঃ সিদ্ধির্ভবেৎ প্রিয়ে॥ স্কন্দপুরাণে শিবলিঙ্গ প্রকরণে—শিবলিঙ্গং সমুল্লঙ্ঘ্য যোঽর্চয়েদন্য-দেবতাম্। স নৃপঃ সহ দেশেন রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥

অয়ং পঞ্চাক্ষরো মন্ত্রঃ পঞ্চাম্নায়-ফলপ্রদঃ।
প্রণবাদির্যদা দেবি! তদা মন্ত্রঃ ষড়ক্ষরঃ॥ ৫
প্রাসাদাখ্যং সমুদ্ধৃত্য অর্দ্ধনারীশ্বরায় চ।
পুনঃ প্রাসাদমুদ্ধৃত্য মন্ত্রং পরমগোপনম্॥ ৬
এবং বহুবিধাকারং বিগ্রহং মে নগাত্মজে।
কণ্ঠে তু গরলং দেবি! ন কলৌ ভাবয়েৎ ক্বচিৎ॥ ৭
যদীচ্ছেদাত্মনো মৃত্যুং যদি উন্মত্তমিচ্ছতি।
তদৈব সহসা দেবি! নীলকণ্ঠমুপাসতে॥ ৮
দূরদৃষ্টবশাদ্ দেবি! নীলকণ্ঠ-স্তবাদিকম্।
করোতি কারয়েদ্ বাপি মম হত্যাং করোতি সঃ॥ ৯
অতএব মহেশানি! স পাপিষ্ঠো ন চান্যথা।
নিষিদ্ধাচরণং পাপং করোতি যদি পামরঃ।
পুত্রদারা-ধনং তস্য নাশয়ন্তি ন সংশয়ঃ॥ ১০

এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র পঞ্চাম্নায়োক্ত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। হে দেবি! যখন এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রটী প্রণবাদি হইবে অর্থাৎ যখন এই মন্ত্রের আদিতে প্রণব থাকে, তখন উহা শিবের ষড়ক্ষর মন্ত্র হইয়া থাকে। ৫

প্রাসাদ নামক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহার পরে অর্দ্ধনারীশ্বরায়, পুনরায় প্রাসাদ মন্ত্র উচ্চারণ করিলে যে হৌঁ অর্দ্ধনারীশ্বরায় হৌঁ মন্ত্র হইবে, তাহা পরম গোপনীয়। ৬

হে পার্বতি! আমার এইরূপ বহুবিধ আকারের মন্ত্রাত্মক বিগ্রহ আছে। হে দেবি! কলিকালে কোন বিগ্রহে কণ্ঠে বিষের ভাবনা করিবে না। ৭

যদি কেহ নিজের মৃত্যু ইচ্ছা করে, যদি বা কেহ উন্মত্ত হইতে ইচ্ছা করে, হে দেবি! তখনই সে হঠাৎ নীলকণ্ঠের উপাসনা করে। ৮

হে দেবি! কেহ দুরদৃষ্টবশে নীলকণ্ঠের স্তব-কবচ পাঠ করে বা করায়, তবে সে আমার হত্যা করে। ৯

হে মহেশ্বরি! এইজন্যই সে পাপিষ্ঠ হইবে, অন্য প্রকারে সে পাপিষ্ঠ হইবে না। যদি সেই পামর নিষিদ্ধাচরণ-রূপ পাপ করে, তবে তাহার স্ত্রী, পুত্র ও বিত্ত নাশ করাইয়া দেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১০

কণ্ঠে তু গরলং দেবি ! যদি পূজাপরো ভবেৎ।
ইহলোকে দরিদ্রঃ স্যান্ মৃতে শূকরতাং ব্রজেৎ॥ ১১
নীলকণ্ঠস্য যন্মন্ত্রং যদি কুর্য্যাৎ পুরস্ক্রিয়াম্।
পক্ষান্তরে মহেশানি ! তস্য মৃত্যুর্ন চান্যথা॥ ১২
শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি পার্থিব-শিবপূজনম্।
তত্রাদৌ পরমেশানি ! গুরুদেবং নমেৎ† সুধীঃ॥ ১৩
ওঁ হরায় নমস্কারং মৃত্তিকা[২]মাহরেৎ সুধীঃ।
মহেশ্বরায় নমস্কারং লিঙ্গং[৩] নির্মায় যত্নতঃ॥ ১৪

হে দেবি ! যদি কেহ কণ্ঠে গরলের ভাবনা করে, যদি কেহ নীলকণ্ঠের পূজাপরায়ণ হয়, সে ইহলোকে দরিদ্র হয়, পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইলে সে শূকরত্ব লাভ করে। ১১

নীলকণ্ঠের যে মন্ত্র, যদি কেহ সেই মন্ত্রের পুরশ্চরণ করে, হে মহেশ্বরি ! তবে তাহার এক পক্ষের মধ্যে মৃত্যু হয়, ইহার অন্যথা হয় না। ১২

হে দেবি ! আমি পার্থিব শিবের পূজা বলিব, শ্রবণ কর। সুধী সাধক সেই শিবপূজার প্রথমে গুরুদেবকে নমস্কার করিবে। ১৩

ওঁ হরায় নমঃ এই মন্ত্রে মৃত্তিকা আহরণ করিবে। তাহার পর ওঁ মহেশ্বরায়

---

† তত্রাদৌ প্রীণয়েদ্ দেবি গুরুদেবমনন্যধীরিতি প্রাণতোষিণীধৃতঃ পাঠঃ।

২। শিবপূজার জন্য তীর্থ, নদী, ক্ষুদ্রনদী বা পবিত্র ভূমি হইতে মৃত্তিকা আনিবে। মৎস্যসূক্তের ১২শ পটলে এইরূপই উক্ত হইয়াছে। লিঙ্গার্চনতন্ত্রের দ্বিতীয় পটলে উক্ত হইয়াছে —প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করিয়া মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে। সেই প্রার্থনামন্ত্র হইতেছে—সর্বশক্তিময়ে ! দেবি ! মৃত্তিকে ত্রিদশেশ্বরি ! নির্মায় পার্থিবং লিঙ্গং শিবপূজাং করোম্যহম্॥ ত্বয়ি কামশ্চ ধর্মশ্চ তৎক্রমে সত্যপীশ্বরি !। চতুর্বর্গপ্রদে ! দেবি ! নানারত্ন-বিভূষিতে !॥ ত্বাং বিনা পরমেশানি কুতো মোক্ষঃ কুতঃ সুখম্। অর্থঃ কামশ্চ দেবেশি ! ত্বাং বিনা নহি জায়তে॥ ওঁ হ্রীং মৃত্তিকে ! দুষ্কৃতি হরে ! হ্রীং ওঁ। ইতি মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য গৃহ্লীয়ান্ মৃত্তিকাং প্রিয়ে।

৩। যদিও এখানে গৌরীপীঠ নির্মাণের উল্লেখ নাই, তথাপি গৌরীপীঠ সহ পার্থিব লিঙ্গ করিতে হইবে। মৎস্যসূক্তে উক্ত হইয়াছে—নির্মায় পার্থিবং লিঙ্গং কুণ্ডলী সহিতং প্রিয়ে ! যো লিঙ্গং পরমেশানি ! স রুদ্রঃ পরমেশ্বরঃ। কুণ্ডলী বেষ্টনী তস্যাঃ সা দেবী পরমেশ্বরী। শিবস্য পূজনাদ্ দেবি ! দেবী-দেবৌ চ পূজিতৌ।

বৃহল্লিঙ্গেশ্বরতন্ত্রে বজ্রের সহিত শিবলিঙ্গের গঠন ও স্থাপন বিহিত হইলেও সবজ্র লিঙ্গে পূজা বিহিত নহে। বজ্রত্যাগ করিয়া পূজা কর্ত্তব্য। এইজন্যই উক্ত হইয়াছে—ন পৃথিব্যাং ক্ষিপেদ্ বজ্রং পুষ্পযন্ত্রে বিনিক্ষিপেৎ॥

শূলপাণে ইহোচ্চার্য্য সুপ্রতিষ্ঠিতো[৪] ভবেতি চ।
অনেন মনুনা দেবি! জীবন্যাসং বিধীয়তে ॥ ১৫
হকারং বিন্দুসংযুক্তং দীর্ঘযুক্তং ষড়ঙ্গকম্[৫]।
তস্য ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব সুসমাহিতা ॥ ১৬

শিবধ্যানম্

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু-মৃগ-বরাভীতি-হস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল-ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ ॥ ১৭

নমঃ মন্ত্রে যত্নপূর্বক শিবলিঙ্গ নির্মাণ করিয়া ওঁ শূলপাণে ইহা উচ্চারণ করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব এই বলিবে। হে দেবি! এইটি প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্র। এই মন্ত্রের দ্বারা জীবন্যাস করিবে। ১৫

হ-কারকে দীর্ঘযুক্ত (আ, ঈ, ঊ, ঐ, ঔং, ঃ) যুক্ত ও বিন্দু (ং) ভূষিত করিয়া শিবের ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। এখন সেই পার্থিব শিবের ধ্যান বলিব, সংযত-চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। ১৬

রজতগিরির তুল্য শুভ্রবর্ণ, সুন্দর চন্দ্রখণ্ডরূপ শিরোভূষণে ভূষিত, রত্নভূষণে উজ্জ্বলাঙ্গ, পরশু, মৃগ, বর ও অভয়-হস্ত, প্রসন্ন, পদ্মাসীন, চতুর্দিক্ বেষ্টিত অমর-বৃন্দ কর্তৃক স্তুত, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত বিশ্বের আদিভূত, বিশ্বের বীজ অসাধারণ কারণ নিখিলজনের ভয়হারী পঞ্চমুখ ত্রিনেত্র মহেশ্বরকে সর্বদা ধ্যান করিবে। ১৭

৪। যদিও এখানে মাত্র "ওঁ শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব" এই মন্ত্রেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা বিহিত হইয়াছে, তথাপি লিঙ্গার্চনতন্ত্রে এই মন্ত্রে প্রতিষ্ঠার পর প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা বিহিত হইয়াছে। যথা—উচ্চার্য্য মাতৃকামন্ত্রং শূলপাণে! ততঃ পরম্। সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব ইত্যুচ্চার্য্য মাতৃকাং ততঃ। প্রাণং নিযোজয়েদ্ দেবি! পার্থিবে শিবলিঙ্গকে। প্রাণপ্রতিষ্ঠা-মন্ত্রেণ প্রাণান্ নিযোজয়েৎ ততঃ। এইজন্য কোন কোন পার্থিব শিবপূজা পদ্ধতিতে আং হ্রীং ক্রোং ইত্যাদি প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রের দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠার বিধান দেখা যায়।

৫। যদিও এখানে ষড়ঙ্গন্যাস ব্যতীত অন্যান্য ন্যাসের বিধান দেখা যায় না, তথাপি লিঙ্গার্চনতন্ত্রে ভূতশুদ্ধি প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ভূতশুদ্ধিং মহেশানি! প্রথমং পরিকীর্ত্তিতম্। ততস্তু মাতৃকান্যাসং কুর্য্যাৎ পরমযত্নতঃ। প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা শিবং ধ্যায়েৎ শুচিস্মিতে। সুতরাং কাম্যভাবে অন্যান্য ন্যাসও অবশ্য কর্ত্তব্য।

পুষ্পং শিরসি সন্ধার্য্য মানসৈঃ পূজনং চরেৎ ।
পুনর্ধ্যাত্বা মহেশানি ! শিবে পুষ্পং নিধায় চ ॥ ১৮
পিনাকধৃগিতি চোচ্চার্য্য ইহাবহ দ্বিধা বদেৎ ।
ইহ তিষ্ঠ ততো দ্বন্দ্বং সন্নিধেহি-দ্বয়ম্ ইহ ॥ ১৯
ইহ সন্নি ততো রুধ্যস্ব শব্দঞ্চ ততো বদেৎ ।
যাবৎ পূজাং সমুচ্চার্য্য ততশ্চৈব করোম্যহম্ ॥ ২০
স্নানীয়ঞ্চ পশুপতিং ঙেযুতঞ্চ নমশ্চরেৎ ।
বেদাদ্যং যোজয়েদ্ দেবি ! ব্রাহ্মণঃ সাধকোত্তমঃ ॥ ২১
এতৎ পাদ্যং মহেশানি ! ষড়ক্ষরমনুং ততঃ ।
নমস্কারং সমুচ্চার্য্য সর্বং দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ২২
পূজয়িত্বা মহেশানি ! চাষ্টমূর্ত্তিং প্রপূজয়েৎ ।
শর্বো ভবস্তথা রুদ্র উগ্রো ভীমঃ পশুপতিঃ ॥
মহাদেবশ্চ ঈশানো ঙেযুতং কুরু যত্নতঃ ॥ ২৩

ধ্যানান্তে পুষ্পটি মস্তকে ধারণ করিয়া মানস উপচারের দ্বারা পূজার অনুষ্ঠান করিবে। হে শিবে! হে মহেশ্বরি! পুনরায় ধ্যান করিয়া, শিবলিঙ্গে পুষ্প প্রদান করিয়া পিনাকধৃক্ এই উচ্চারণ করিয়া ইহাবহ ২-বার বলিবে। তাহার পর ইহ তিষ্ঠ ২-বার বলিয়া ইহ সন্নিধেহি ২-বার বলিবে। ১৮-১৯

তাহার পর ইহ সন্নিরুধ্যস্ব শব্দ বলিবে। তাহার পর যাবৎ পূজাং বলিবে। তাহার পর করোম্যহম্ বলিবে। তাহাতে আবাহন মন্ত্র হইবে ওঁ পিনাকধৃক্ ! ইহাবহ ইহাবহ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব যাবৎ পূজাং করোম্যহম্। ২০

হে দেবি! সাধকশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঙে (চতুর্থী) বিভক্তিযুক্ত পশুপতিকে (পশুপতয়ে) এবং নমঃ-কে উচ্চারণ করিয়া তাহাতে অর্থাৎ পশুপতয়ে নমঃ এই মন্ত্রে বেদাদ্য (ওঁ) যোগ করিবে। তাহাতে শিবের স্নানমন্ত্র হইবে ওঁ পশুপতয়ে নমঃ। এই মন্ত্রের দ্বারা শিবকে স্নানীয় প্রদান করিবে। ২১

হে মহেশ্বরি! এতৎ পাদ্যং বলিয়া তাহার পর ষড়ক্ষর মন্ত্র ওঁ নমঃ শিবায় বলিয়া তাহার পর নমঃ উচ্চারণ করিয়া অর্থাৎ এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ এইভাবে বিচক্ষণ সাধক সমস্ত উপচার প্রদান করিবেন। ২২

উপচারের দ্বারা পূজা করিয়া হে মহেশ্বরি! অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে।

ক্ষিতিং জলং তথা চাগ্নিং বায়ুং চাকাশমেব চ।
যজমানং তথা সোমং সূর্য্যঞ্চ মূর্ত্তিনা সহ ॥ ২৪
সর্বত্র ঙেযুতং কৃত্বা পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ।
প্রণবাদি-নমোঽন্তেন বামাবর্ত্তেন পূজয়েৎ ॥ ২৫
মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ শিবস্যৈতাঃ পূর্বাদি-ক্রমযোগতঃ।
আগ্নেয়ান্তাঃ প্রপূজ্যা[৬]ন্তাঃ বেদ্যাং লিঙ্গে শিবং যজেৎ[৭] ॥
অষ্টোত্তর-সহস্রং বা শতং বা প্রজপেৎ ততঃ ॥ ২৬

শর্ব, ভব, রুদ্র, উগ্র, ভীম, পশুপতি, মহাদেব ও ঈশান—ইহাদিগকে যত্নপূর্বক ঙেযুত (চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত) করিবে। ২৩

সাধকশ্রেষ্ঠ ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, যজমান, সোম, সূর্য্য—ইহাদের সকলকে মূর্ত্তি শব্দের সহিত যুক্ত করিয়া ঙেযুত (চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত) করিয়া অর্থাৎ ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে বলিয়া পূজা করিবে। পূর্বোক্ত বাক্যের আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ দিয়া অর্থাৎ ওঁ শর্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ মন্ত্রে বামাবর্ত্তে পূজা করিবে। ২৪-২৫

বেদীর পূর্বাদি ক্রমে আগ্নেয় কোণ পর্য্যন্ত আটকোণে শিবের এই সেই আটটি মূর্ত্তির পূজা করিবে। লিঙ্গে কিন্তু শিবের পূজা করিবে, তাহার পর ১০০৮ বা ১০৮ মন্ত্র জপ করিবে। ২৬

৬। এই বচনে সোমসূত্র লঙ্ঘন নিষিদ্ধ হওয়ায় পূর্ব হইতে উত্তর পর্য্যন্ত তিন দিকে তিন মূর্ত্তির পূজা করিয়া অনন্তর দক্ষিণাবর্ত্তে বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত বায়ু প্রভৃতি পঞ্চমূর্ত্তির পূজা হইবে। তাই বচনে পূর্বাদি-ক্রমযোগতঃ আগ্নেয়ান্তাঃ প্রপূজ্যান্তাঃ বলা হইয়াছে।

এই অষ্টমূর্ত্তি পূজার পরে শিবের পঞ্চমুখের পূজাও কর্ত্তব্য। যোগিনীহৃদয়ে উক্ত হইয়াছে—পূর্বে সদ্যোমুখং প্রোক্তং পশ্চিমে বামদেবকম্। অঘোরমুত্তরে দেবি! দক্ষে তৎপুরুষং স্মৃতম্। ঊর্ধ্বদেশে চ ঈশানং সর্বকাম-ফলপ্রদম্।

মাতৃকাভেদতন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—অতএব মহেশানি! আদৌ লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ। পঞ্চাক্ষরং পঞ্চবক্ত্রং পূজয়েদ্ বহুযত্নতঃ।

লিঙ্গার্চনতন্ত্রে অণিমাদি অষ্টশক্তির পূজাও বিহিত হইয়াছে। সেখানে উক্ত হইয়াছে—অণিমা পূর্বরেখায়াং লঘিমা বহ্নিকোণকে। প্রাপ্তিস্তু যাম্যরেখায়াং প্রাকাম্যা নৈর্ঋতে তথা। মহিমা পশ্চিমে দেবি! ঈশিত্বং বায়ুকোণকে। বশিত্বমুত্তরে দেবি! ঈশানে কামসুন্দরী।

৭। সদাশিবত্বং যৎ প্রাপ্তং শিবঃ সাক্ষাদুপাধিনা। সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ। ন শিবেন বিনা শক্তির্ন শক্তি-রহিতঃ শিবঃ॥ এই বচনে শিব যখন শক্তির সহিত সর্বদা বিদ্যমান, তখন পঞ্চমুখের পূজার পর নিম্নোক্ত শক্তির ধ্যান করিয়া শক্তির পূজাও

ওঁ গুহ্যাতিগোহ্য-গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ-কৃতং জপম্ ।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ! ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ! ॥ ২৭
ততস্তোয়ং সমাদায় জপং চৈব সমর্পয়েৎ ।
মুখবাদ্যং ততঃ কৃত্বা চাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ সুধীঃ ॥ ২৮
সংহারেণ মহাদেব ! ক্ষমস্বেতি বিসর্জয়েৎ ।
এবং পূজা প্রকর্ত্তব্যা শক্তিমন্ত্রান্ যজেদ্ যদি ॥ ২৯
প্রাসাদাদীন্ মহামন্ত্রান্ যদি দীক্ষাপরো ভবেৎ ।
শক্তিদীক্ষা ন কর্ত্তব্যা কদাচিদপি মোহতঃ ॥ ৩০
স শিব ইতি বিখ্যাতঃ সর্বতন্ত্রেশ্বরো ভবেৎ ।
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি সূত্রং পরমগোপনম্ ॥ ৩১

তাহার পর জল লইয়া ওঁ গুহ্যাতিগুহ্য-গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ-কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব! ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥ এই মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে। এই মন্ত্রের অর্থ হইতেছে—তুমি গুহ্যাতিগুহ্যের রক্ষক, তুমি আমার কৃত জপ গ্রহণ কর। হে দেব! হে মহেশ্বর! তোমার প্রসাদে আমার সিদ্ধি হউক। তাহার পর সাধক মুখবাদ্য করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে। ২৭-২৮

সংহার মুদ্রায় ওঁ মহাদেব ক্ষমস্ব এই মন্ত্রের দ্বারা বিসর্জন করিবে। যদি কেহ শক্তিমন্ত্রের উপাসনা করে অর্থাৎ যদি কেহ শাক্ত হয়, তবে তাহারও এই প্রকারে শিবপূজা কর্ত্তব্য। ২৯

যদি শিব দীক্ষাপরায়ণ অর্থাৎ শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়, তবে প্রাসাদাদি মহামন্ত্রের উপাসনা করিবে। কখনও মোহবশে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। ৩০

সে শিব বলিয়া বিখ্যাত হইবে এবং সর্বতন্ত্রের অধীশ্বর হইবে। অনন্তর পরম গোপনীয় পূজা-সূত্র বলিতেছি। ৩১।

কর্ত্তব্য। এই পটলের ৩৭ শ্লোকেও শিবপূজার পর শক্তিপূজা বিহিত হইয়াছে। শক্তির ধ্যান হইতেছে—ওঁ সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মাং পরমাং পরমাত্ম-স্বরূপিণীম্। চৈতন্যাং শাশ্বতীং নিত্যাং শিবস্থাং ত্রিগুণাত্মিকাম্॥ বালার্ক-কোটি-সঙ্কাশাং চন্দ্রকোটি-নিভাননাম্। চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ পঞ্চবাণ-ধনুর্দ্ধরাম্॥ পাশাঙ্কুশধরাং দিব্যাং সর্বাভরণ-ভূষিতাম্। রক্তবস্ত্র-পরীধানাং তাম্বূল-পূরিতাননাম্॥ স্তনদ্বয়-স্মৃতাং দেবীং তার-হার-বিরাজিতাম্। নূপুরাদি-কলকলৈঃ শোভিতং চরণদ্বয়ম্। সর্বদেবময়ীং দেবীং সর্বমন্ত্রময়ীং ভজে॥

হরো মহেশ্বরশ্চৈব শূলপাণিঃ পিনাকধৃক্ ।
পশুপতিঃ শিবশ্চৈব মহাদেব ইতি ক্রমাৎ ॥ ৩২
অষ্টমূর্ত্তিং ততো দেবি ! পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ ।
এতদন্যং ন কর্ত্তব্যং শক্তিদীক্ষাপরো যদি ॥ ৩৩
নিষিদ্ধাচরণাদ্ দেবি ! পাপভাক্ জায়তে নরঃ ।
ন্যূনাধিকং মহাদেবি ! যদি পূজাদিকং চরেৎ ॥ ৩৪
স গুরুশ্চাপি শিষ্যশ্চ শিবহত্যাং প্রযচ্ছতি ।
ন্যূনাধিকং মহেশানি ! যদি চৈকাক্ষরং ভবেৎ ॥ ৩৫
বর্ণসংখ্যা মহেশানি ! ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতি ।
অতএব স পাপিষ্ঠঃ সত্যং সত্যং সুরেশ্বরি ॥ ৩৬
এবং পূজাং বিধায়াদৌ ততশ্চান্যান্ প্রপূজয়েৎ ।
আদৌ শিবং পূজয়িত্বা শক্তিপূজা ততঃ পরম্ ॥ ৩৭
যৎকিঞ্চিত্বপচারং হি তস্য কিঞ্চিন্নিবেদয়েৎ ।
অন্যথা মূত্রবৎ সর্বং গঙ্গাতোয়ং ভবেদ্ যদি ॥ ৩৮

প্রথমে মৃত্তিকার আহরণে হর, পরে গঠনে মহেশ্বর, পরে প্রাণযোজনে শূলপাণি, আবাহনে—পিনাকধৃক্, স্নানে—পশুপতি, পূজনে—শিব, বিসর্জনে মহাদেব—এই ক্রমে পূজা করিবে। ৩২

হে দেবি ! তাহার পর সাধকোত্তম অষ্টমূর্তির পূজা করিবে। যদি শক্তিদীক্ষা-পরায়ণ হয়, তবে ইহা ভিন্ন অন্য কিছু করিবে না। ৩৩

হে দেবি ! নিষিদ্ধ আচরণের দ্বারা মনুষ্য পাপভাগী হয়। হে মহেশ্বরি ! যদি কেহ ইহা অপেক্ষা ন্যূন বা অধিক পূজাদির অনুষ্ঠান করে, তবে সে গুরু হউক, অথবা শিষ্য হউক, সে শিবহত্যা অর্থাৎ শিবহত্যাতুল্য পাপ প্রাপ্ত হয়। হে মহেশ্বরি ! যদি একটি অক্ষর বেশী বা কম হয়, তবে হে মহেশ্বরি ! তাহার বর্ণসমসংখ্যক ব্রহ্ম-হত্যা হইবে। হে মহেশ্বরি ! এই কারণেই সে পাপিষ্ঠ, ইহা সত্য সত্য। ৩৪-৩৬

এই প্রকারে প্রথমে শিবের পূজা করিয়া তাহার পর অন্যের পূজা করিবে। প্রথম শিবের পূজা করিয়া তাহার পর শক্তির পূজা করিবে। ৩৭

যাহা কিছু উপচার, তাহার কিছু [মস্তকে] নিবেদন করিবে। অন্যথা সমস্তই মূত্রের ন্যায় অপবিত্র হইবে। যদি গঙ্গাজলও হয়, তবে তাহা নিবেদিত না হইলে মূত্রবৎ অপবিত্র। ৩৮

অতএব মহেশানি ! আদৌ লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ ।
শিবস্নানোদকং দেবি ! মূর্দ্ধ্নি সংধারয়েদ্ যদি ॥
সত্যং সত্যং মহেশানি ! শিবতুল্যো ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯
শিবরূপী স্বয়ং ভূত্বা দেবীপূজাং সমাচরেৎ ।
শৈব-বৈষ্ণব-দৌর্গার্ক-গাণপত্যৈন্দ্র-দীক্ষিতঃ ॥ ৪০
আদৌ লিঙ্গং পূজয়িত্বা যদি চান্যং প্রপূজয়েৎ ।
তৎফলং কোটিগুণিতং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪১
অন্যদেবং পূজয়িত্বা শিবং পশ্চাদ্ যজেদ্ যদি ।
তস্য পূজাফলং চৈব ভুজ্যতে যক্ষরাক্ষসৈঃ ॥ ৪২
ইতি তে কথিতং কান্তে ! তন্ত্রাণাং সারমুত্তমম্ ।
বহু কিং কথ্যতে দেবি ! ভূয়ঃ কিং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৩

ইতি তোড়লতন্ত্রে সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে হরপার্বতী-সংবাদে পঞ্চমঃ পটলঃ ।

অতএব হে মহেশ্বরি ! প্রথমে শিবলিঙ্গের পূজা করিবে । হে দেবি ! যদি কেহ শিবের স্নানোদক মস্তকে ধারণ করে, হে মহেশ্বরি ! সে শিবতুল্য, ইহাতে কোন সংশয় নাই । ইহা সত্য, সত্য । ৩৯

নিজে শিবরূপ হইয়া দেবীপূজার অনুষ্ঠান করিবে । শিবমন্ত্রে, বিষ্ণুমন্ত্রে, দুর্গামন্ত্রে, সূর্য্যমন্ত্রে, গণপতিমন্ত্রে ও ইন্দ্রমন্ত্রে দীক্ষিত শৈব, বৈষ্ণব, দৌর্গ, সৌর, গাণপত্য ও ঐন্দ্র—ইঁহারা যদি প্রথমে শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া অন্যান্যের পূজা করেন, তবে তাহার কোটিগুণ ফল হইবে, ইহা সত্য সত্য । ইহাতে কোন সংশয় নাই । ৪০-৪১

অন্য দেবতার পূজা করিয়া যদি পরে শিবের পূজা করে, তবে তাহার পূজা ফল যক্ষরাক্ষস কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া থাকে । ৪২

হে কান্তে ! এই পর্য্যন্ত তোমাকে তন্ত্রের উত্তম সার বলিলাম, অধিক আর কি বলিব । হে দেবি ! পুনরায় তুমি কি শুনিতে ইচ্ছা কর । ৪৩

হরপার্বতীর সংবাদরূপ সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তম তোড়লতন্ত্রের পঞ্চম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ষষ্ঠঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

শ্রুতং মহাকালিকায়া মন্ত্রং পরমমায়ায়াঃ।
সংক্ষেপং কথিতং নাথ! বাসনাং বদ মাং প্রতি ॥ ১

শ্রীশিব উবাচ—

শৃণু দেবি! মহামন্ত্র-বাসনাং সর্বসিদ্ধিদাম্।
যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ মন্ত্রাঃ সিদ্ধা ভবন্তি হি ॥ ২
ককারস্যোর্ধ্বকোণেষু প্রাণো বায়ুঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
অপানো বায়ুকোণে চ সমানো মধ্যদেশতঃ ॥ ৩
উদানোঽঙ্কুশকোণে চ মাত্রায়াং ব্যান এব চ।
বীজন্তু কালিকারূপং প্রকারং শৃণু পার্বতি! ॥ ৪
কলাভাগে জটাজূটং কেশঞ্চ পরমেশ্বরি।
বিন্দু-মস্তক-ভালন্তু নাসানেত্রঞ্চ পার্বতি ॥ ৫
শ্রোত্রযুগ্মং তথা বক্ত্রং স্কন্দ-নাদ-ব্যবস্থিতম্.
চতুর্বাহুং তথা দেহং স্তনদ্বন্দ্বং কটিদ্বয়ম্ ॥ ৬

শ্রীগৌরী দেবী বলিলেন—হে নাথ! পরমমায়া মহাকালিকার মন্ত্র শ্রবণ করিয়াছি। আপনি সংক্ষেপে বলিয়াছেন। যদি আমার প্রতি স্নেহ থাকে, তবে মন্ত্রবাসনা বলুন। ১

শ্রীশিব বলিলেন—হে দেবি। সর্বসিদ্ধি-প্রদা মহামন্ত্রের বাসনা শ্রবণ কর। যাহার শ্রবণমাত্রে মন্ত্রসমূহ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ২

ককারের উর্ধ্বকোণে প্রাণবায়ু প্রতিষ্ঠিত। ককারের বায়ুকোণে অপান বায়ু, মধ্য-দেশে সমান বায়ু, অঙ্কুশকোণে উদানবায়ু এবং মাত্রাতে ব্যানবায়ু প্রতিষ্ঠিত। হে পার্বতি! বীজটি কালিকাস্বরূপ, মন্ত্রবাসনার প্রকার শ্রবণ কর। ৩-৪

হে পরমেশ্বরি! কলাভাগে জটাজূট, ও কেশ প্রতিষ্ঠিত। হে পার্বতি! বিন্দুটি মস্তক, ললাট, নাসা ও নেত্রস্বরূপ। ৫

হে শিবে! কর্ণযুগল, মুখ স্কন্দরূপ নাদে যেরূপ ব্যবস্থিত রহিয়াছে সেইরূপ

হৃদয়ং জঠরং পাদং তথা সর্বাঙ্গুলিঃ শিবে।
ব্রহ্মরূপং ককারঞ্চ সর্বাঙ্গং তনুসংশয়ঃ ॥ ৭
শকারং কামরূপঞ্চ যোনিরূপং ন চান্যথা।
চন্দ্র-সূর্য্যাগ্নি-রূপঞ্চ রেফং পরমদুর্লভম্ ॥ ৮
সর্বাঙ্গদ্যোতনং তেজো জগদানন্দরূপকম্।
বিন্দুনির্বাণদং নাদং মহামোক্ষপ্রদং সদা ॥ ৯
সর্ববিঘ্নহরং দেবি! ককারং তোয়রূপকম্।
সর্বপাপহরং রেফং তস্মাদ্ বহ্নির্ন চান্যথা ॥ ১০
ঈকারং পরমেশানি! শক্তিং চাব্যয়রূপিণীম্।
মহামোক্ষপ্রদা দেবি! তস্মান্মায়া প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১১
ককারং ব্রহ্মরূপঞ্চ মকারং বিষ্ণুরূপকম্।
রেফঃ সংহাররূপত্বাচ্ছিবরূপো ন চান্যথা ॥ ১২
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবঃ সাক্ষাৎ ককারং পরমেশ্বরি!।
অনুচ্চার্য্যং তদেব স্যাদ্ বিনা মায়াযুতং শিবে ॥ ১৩

চারিটি বাহু, দেহ, স্তন-যুগল, ও কটিদ্বয় হৃদয়, উদর, পাদ ও সমস্ত অঙ্গুলি এই বীজে অবস্থিত রহিয়াছে। ককারটি পরিপূর্ণ ব্রহ্মরূপ তাহাতে কোন সংশয় নাই। ৬-৭

শকারটি যোনিস্বরূপ কামরূপ; ইহা অন্য প্রকার নহে। পরমদুর্লভ রেফ্‌টি চন্দ্র, সূর্য্য অগ্নিস্বরূপ। ৮

সর্বাঙ্গ প্রকাশক তেজটি জগতের আনন্দস্বরূপ। বিন্দুটি নির্বাণপ্রদ। নাদটি সর্বদা মহামোক্ষপ্রদ। ৯

হে দেবি। তোয়রূপ ককারটি সর্ববিঘ্নের নাশক। রেফ্‌টি সমস্ত পাপের নাশক। অতএব উহা বহ্নিরূপ; অন্য প্রকার নহে। ১০

হে পরমেশ্বরি। ঈকারটি অব্যয়রূপিনী শক্তিস্বরূপ। হে দেবি। ইনি মোক্ষ দান করেন। এইজন্যই তিনি মায়া বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ১১

ককারটি ব্রহ্মরূপ, মকারটি বিষ্ণুরূপ, রেফটি সংহাররূপ বলিয়া শিবরূপ, অন্যরূপ নহে। ১২

হে পরমেশ্বরি। ককারটি সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবস্বরূপ। হে শিবে। উহা মায়াযুক্ত (ঈকার যুক্ত) না হইলে উচ্চারণ করা যায় না। ১৩

মায়াযুক্তং যদা দেবি ! তদা মুক্তিপ্রদং মহৎ ।
অতএব মহেশানি ! মায়া শক্তি র্নিগদ্যতে ॥ ১৪
ককারং ধর্মদং দেবি ! ঈকারং চার্থদায়কম্ ।
রকারঃ কামদং কান্তে ! মকারং মোক্ষদায়কম্ । ১৫
একত্রোচ্চারণাদ্ দেবি ! নির্বাণ-মোক্ষদায়িনী ।
মাহাত্ম্যং দেবদেবেশি ! কিং বক্তুং শক্যতে ময়া ॥ ১৬
জীবকোটি-সহস্রেণ বক্ত্রকোটি-শতেন চ ।
জন্মান্তর-সহস্রেণ বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ॥ ১৭
বিধিবল্লক্ষজাপেন পুরশ্চরণমুচ্যতে ।
এতদ্রূপং মহামায়াং কূর্চবীজন্তু সুন্দরি ॥ ১৮
বাগ্‌ভবং প্রণবং দেবি ! এতদ্রূপং ন সংশয়ঃ ।
অগ্নিজায়া মহাবিদ্যা এতদ্রূপং ন সংশয়ঃ ॥ ১৯
দ্রুতসিদ্ধি-প্রদা বিদ্যা বহ্নিজায়া পরা মনুঃ ।
সম্বোধন-পদেনৈব সদা সন্নিধিকারিণী ॥ ২০

হে দেবি ! যখন এই ককারটি মায়াযুক্ত হন, তখন মহামুক্তিপ্রদ হইয়া থাকেন। হে মহেশ্বরি ! এইজন্যই মায়া শক্তি বলিয়া কথিত হন। ১৪

হে দেবি ! ককারটি ধর্মপ্রদ ! ঈকারটি অর্থদায়ক। হে কান্তে ! রকারটি কামপ্রদ এবং মকারটি মোক্ষদায়ক। ১৫

হে দেবি ! একসঙ্গে উচ্চারণ করিলে নির্বাণমোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। হে দেবদেবেশি ! আমি কি ইহাঁর মাহাত্ম্য বলিতে পারি। ১৬

সহস্রকোটি জীবের দ্বারা একশত কোটি মুখের দ্বারা এক সহস্র জন্মান্তরের দ্বারা ইহাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা যায় না। ১৭

বিধি পূর্বক লক্ষমন্ত্র জপের দ্বারা পুরশ্চরণ হয়। পুরশ্চরণ বলিতেছি। হে সুন্দরি ! কূর্চবীজকে (হূঁকে) মহামায়া জানিবে। ১৮

হে দেবি ! বাগ্‌ভব (ঐঁ) ও প্রণব এই মহামায়া স্বরূপ, ইহাতে কোন সংশয় নাই। মহাবিদ্যা অগ্নিজায়া (স্বাহা) এই মহামায়া স্বরূপ, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ১৯

বহ্নিজায়াটি (স্বাহা) দ্রুত সিদ্ধিপ্রদা। উহা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। সম্বোধন পদের দ্বারা সর্বদা সান্নিধ্যকারী হইয়া থাকেন। ২০

অথ বক্ষ্যে মহাবিদ্যা-পুরশ্চরণমুত্তমম্।
কথিতং মন্ত্ররাজস্য ত্রিপুরশ্চরণং শৃণু॥ ২১
দিবা লক্ষং জপেন্ মন্ত্রং হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
দিব্য-বীরমতে দেবি! রাত্রৌ লক্ষং জপেৎ সুধীঃ॥ ২২
অথ ষড়ক্ষরস্যাস্য শৃণু দেবি! পুরক্রিয়াম্।
দিব্য-বীরমতে দেবি! রাত্রৌ লক্ষং জপেৎ সুধীঃ॥ ২৩
অথ ষড়ক্ষরস্যাস্য শৃণু দেবি! পুরক্রিয়াম্।
দিব্য-বীর-মতেনৈব বিংশত্যেকেন পার্বতি॥ ২৪
তথাচ ত্র্যক্ষরং মন্ত্রং প্রজপেৎ সাধকাগ্রণীঃ।
ধ্যান-পূজাদিকং সর্বং সমানং বীরবন্দিতে॥ ২৫
এতস্যাঃ সদৃশী বিদ্যা ফলদা নাস্তি যোগিনি!।
সর্বমন্ত্রস্য চৈতন্যং শৃণু পার্বতি! সাদরম্॥ ২৬
সহস্রারে মহাপদ্মে বিন্দুরূপং পরং শিবম্।
কুণ্ডলিনীং সমুত্থাপ্য হংসেন মনুনা সুধীঃ॥ ২৭

এই মহাবিদ্যার উত্তম পুরশ্চরণ কথিত হইয়াছে। এখন এই মন্ত্ররাজের ত্রিপুরশ্চরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২১

সাধক জিতেন্দ্রিয় ও হবিষ্যাশী হইয়া দিবাতে লক্ষমন্ত্র জপ করিবে। হে দেবি! সাধক দিব্য-বীর মতে রাত্রিতে লক্ষমন্ত্র জপ করিবে। ২২

হে দেবি! এই ষড়ক্ষর মন্ত্রের পুরশ্চরণ ক্রিয়া শ্রবণ কর। হে দেবি! সাধক দিব্য ও বীর মতে রাত্রিতে লক্ষমন্ত্র জপ করিবে। ২৩

হে দেবি! এই ষড়ক্ষর মন্ত্রের অন্যরূপ পুরশ্চরণ শ্রবণ কর। হে পার্বতি! দিব্য ও বীরমতে একবিংশ মন্ত্রের দ্বারা পুরশ্চরণ হয়। ২৪

সাধকশ্রেষ্ঠ সেই প্রকারের ত্র্যক্ষর মন্ত্র জপ করিবে। হে বীরবন্দিতে! এই মন্ত্রের ধ্যান পূজা প্রভৃতি সমস্তই [পূর্বের ন্যায়] সমান। ২৫

হে যোগিনি! ইহার সদৃশ ফলপ্রদ বিদ্যা আর নাই। হে পার্বতি! সমস্ত মন্ত্রের চৈতন্য আদরের সহিত শ্রবণ কর। ২৬

সাধক হংস মন্ত্রের দ্বারা কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া মহাপদ্ম সহস্রারে বিন্দুরূপ পরমশিবকে চিন্তা করিবে। ২৭

নাসাগ্রে যা স্থিরা দৃষ্টির্জায়তে পরমেশ্বরি !
তদৈব মন্ত্রচৈতন্যং কুণ্ডলীচক্রগং ভবেৎ ॥ ২৮
সহস্রারে মহাপদ্মে কুণ্ডল্যা সহিতং গুরুম্ ।
ভাবয়েৎ সর্বমন্ত্রাণাং চৈতন্যং জায়তে প্রিয়ে ।
তদেব প্রজপেন্মন্ত্রং সিদ্ধিদং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৯

শ্রীদেব্যুবাচ—

ইদানীং তারিণীমন্ত্র-বাসনাং বদ শঙ্কর ।
কালিকা মোক্ষদা নিত্যা তারিণী ভব-বারিধৌ ॥ ৩০

শ্রীশিব উবাচ—

কলা কেশং মহেশানি বিন্দু মস্তকমীরিতম্ ।
নাদঞ্চ বক্ত্রং ভালঞ্চ নাসাং নেত্রঞ্চ পার্বতি ! ॥ ৩১
ভুজচতুষ্টয়ং দেহং স্তনদ্বন্দ্বং চ বক্ষসম্ ।
মকারেণ তু দেবেশি ! পৃষ্ঠং চৈব কটিদ্বয়ম্ ॥ ৩২
তকারেণ যোনিদেশং গুদং পাদদ্বয়ং তথা ।
সর্বাঙ্গুলী-নখঞ্চৈব ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ৩৩

হে পরমেশ্বরি ! যখন নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির হয়, তখনই কুণ্ডলী-চক্রগত মন্ত্রের চৈতন্য হয় । ২৮

হে প্রিয়ে ! যখন সহস্রার মহাপদ্মে কুণ্ডলিনীর সহিত গুরুকে ভাবনা করিবে, তখনই মন্ত্রের চৈতন্যের আবির্ভাব হয় । হে প্রিয়ে ! সেই চৈতন্যপ্রাপ্ত মন্ত্রকে জপ করিবে, তাহাতে সিদ্ধিলাভ হইবে, কোন সংশয় নাই । ২৯

শ্রীগৌরীদেবী বলিলেন—হে শঙ্কর ! এখন তারামন্ত্রের বাসনা বলুন । সংসার সমুদ্রে ইনি ত্রাণকর্ত্রী ও সর্বদা মোক্ষদাত্রী । ৩০

শ্রীশিব বলিলেন—হে মহেশ্বরি ! কলাটি কেশরূপ ও বিন্দুটি মস্তকরূপ বলিয়া কথিত হন । হে পার্বতি নাদটি মুখ, ললাট, নাসিকা ও নেত্র-স্বরূপ । ৩১

হে দেবেশি ! মকারে কিন্তু চারিটি বাহু, দেহ, স্তনদ্বয়, বক্ষঃ, পৃষ্ঠ ও কটিদ্বয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । ৩২

সাধকশ্রেষ্ঠ তকারে যোনিদেশ, গুহ্যদেশ, পাদদ্বয়, সমস্ত অঙ্গুলি ও নখ প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ভাবনা করিবে । ৩৩

চন্দ্রস্সূর্য্যাত্মকং রেফং বহ্নিবীজং ন চান্যথা।
সর্বা নাড্যস্তথা জ্যোতী রোমঞ্চ ভূষণাদিকম্ ॥ ৩৪
শকারঞ্চ মহামায়া শক্তিরূপ-প্রকাশিনী।
মূর্দ্ধাদি-পাদ-পর্য্যন্তং শক্তিবীজং সুদুর্লভম্ ॥ ৩৫
অস্য মন্ত্রস্য মাহাত্ম্যং কিং ময়া কথ্যতেঽধুনা।
অশ্বমেধ-সহস্রাণি বাজপেয়-শতানি চ ॥
কাশ্যাদি-তীর্থং দেবেশি! সার্দ্ধকোটিভুবাত্মকম্ ॥ ৩৬
পূর্ণশস্যেন দেবেশি! সপ্তদ্বীপাং বসুন্ধরাম্ ॥
মেরুতুল্য-সুবর্ণং তু ব্রাহ্মণে বেদপারগে ॥ ৩৭
সদক্ষিণং ব্রতং সর্বং চতুর্বেদ-সুবিস্তরম্।
গাশ্চৈব ভূমিং সংস্থাঞ্চ হস্ত্যশ্বং চ তথৈব চ ॥ ৩৮
বলিদানং মহেশানি! পিতৃযজ্ঞং তথৈব চ।
বিহিতঞ্চ মহাপুণ্যং যদুক্তং শাস্ত্রবেদিভিঃ।
সকৃজ্জপান্মহেশানি! কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৩৯

বহ্নিবীজ রেফ্‌টি চন্দ্র ও সূর্য্যস্বরূপ, অন্যরূপ নহে। শ-কারটি সমস্ত নাড়ী, সমস্ত জ্যোতিঃ, সমস্ত লোম ও সমস্ত ভূষণস্বরূপ। ম ামায়া শক্তি ও রূপের প্রকাশিনী। শক্তিবীজ মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত। এই শক্তি সুদুর্লভ। ৩৪-৩৫

এখন এই মন্ত্রের মাহাত্ম্য কি আমি বলিতে পারি অর্থাৎ এই মন্ত্রের মাহাত্ম্য আমার বলার সামর্থ্য নাই। সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যাগ ইহার তুল্য নহে। হে দেবেশি! সার্দ্ধকোটি ভুবনস্বরূপ কাশ্যাদি তীর্থও ইহার তুল্য নহে। ৩৬

হে দেবিশি! পূর্ণশস্যের সহিত সপ্তদ্বীপযুক্ত বসুন্ধরা, মেরুতুল্য সুবর্ণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিলে, চতুর্বেদে বিস্তরিত সদক্ষিণ সমস্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, গো, ভূমি, গৃহ, এইরূপ হস্তী ও অশ্ব দান করিলে, হে মহেশ্বরি! বলিদান ও পিতৃযজ্ঞ করিলে যে মহাপুণ্য হয়, যে মহাপুণ্য শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, হে মহেশ্বরি! তাহা এই মহামন্ত্রের একবার জপে যে ফল হয়, তাহার ষোড়শভাগের একভাগও নহে। ৩৮-৩৯

একোচ্চারণাদ্দেবেশি ! কিং পুনব্রর্হ্ম কেবলম্ ।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদীনাং কর্ত্তারো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪০
সগুণং নির্গুণং সাক্ষাৎ নিরাকারঞ্চ মূর্ত্তিমৎ ।
বৈখরীয়ং মহাবিদ্যা বর্ণাশ্রিতা সুনিশ্চলা ॥ ৪১
যতো নিরক্ষরং বস্তু অতস্তারা প্রকীর্ত্তিতা ।
ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপেয়ং ভোগমোক্ষফলপ্রদা ॥ ৪২
জন্মকোটি-সহস্রেণ বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ।
পঞ্চবক্ত্রেণ দেবেশি ! কিং ময়া কথ্যতেঽধুনা ॥ ৪৩
একাক্ষরী মহাবিদ্যা ত্রিষু লোকেষু পূজিতা ।
একাক্ষর-বিহীনো যো মন্ত্রং গৃহ্লাতি পার্বতি ॥
কল্পকোটি-সহস্রেণ তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ৪৪
সকারো বিষ্ণুরূপশ্চ তকারশ্চ প্রজাপতিঃ ।
রেফঃ সংহাররূপত্বাচ্ছিবঃ সাক্ষান্ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫
যা চাদ্যা পরমা বিদ্যা সা মায়া পরমা কলা ।
নিরাকারং পরং জ্যোতির্বিন্দুং চাব্যয়-সংজ্ঞকম্ ॥ ৪৬

হে দেবেশি ! এই মহামন্ত্র একবার উচ্চারণ করিলে যে কেবল ব্রহ্ম হয়, তাহা নহে, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়েরও কর্ত্তা হইয়া থাকেন, ইহাতে সংশয় নাই। সে সগুণ হইয়াও সাক্ষাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম স্বরূপ, মূর্ত্তিমৎ হইয়াও মূর্ত্তি রহিত। এই বৈখরী মহাবিদ্যা বর্ণাশ্রিত হইয়া সুনিশ্চল রহিয়াছেন। ৪০-৪১

যেহেতু তিনি ক্ষর-হীন (বিনাশ রহিত), এই হেতু তিনি তারা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। ইনি ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ, ভোগ ও মোক্ষের প্রদাত্রী। ৪২

হে দেবেশি ! এককোটি জন্মের দ্বারা ইঁহার মহিমা বর্ণনা করা যায় না। এখন এই পাঁচটি মুখের দ্বারা আমি কি বলিতে পারি। ৪৩

একাক্ষরী মহাবিদ্যা তিন লোকে পূজিতা। হে পার্বতি ! যে ব্যক্তি একাক্ষর রহিত হইয়া মন্ত্র গ্রহণ করে, তাহার এক সহস্র কোটি কল্পেও সিদ্ধি হয় না। ৪৪

সকারটি বিষ্ণুরূপ, তকারটি প্রজাপতি ব্রহ্মারূপ, রেফ্‌টি সংহাররূপ বলিয়া সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৪৫

যিনি আদ্যা মহাবিদ্যা, তিনিই পরমকলা মায়া। অব্যয় সংজ্ঞক বিন্দু হইতেছেন নিরাকার পর ব্রহ্ম। ৪৬

বিন্দুশব্দেন শূন্যং স্যাৎ তথা চ গুণসূচকম্।
বিন্দুচক্রামৃতা দেবী প্লবন্তী চার্দ্ধমাত্রয়া ॥ ৪৭
অর্দ্ধমাত্রাকৃতির্নাদো ব্যাপকো বিশ্বপালকঃ।
যথেয়ং বৈখরী বিদ্যা কূর্চবিদ্যা তথৈব চ ॥ ৪৮
মাহাত্ম্যং চৈব পূজায়াং ভেদো নাস্তি সুরেশ্বরি!।
সতারঞ্চ তথা বিন্দুং মায়া পঞ্চাক্ষরী পরা ॥ ৪৯
বিভক্তে চাক্ষরে চৈব ক্রিয়তে মূর্ত্তিকল্পনা।
সার্দ্ধ-পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা তারিণী মূর্ত্তিমৎ স্বয়ম্ ॥ ৫০
তদ্রূপং পক্ষরূপং হি বাগ্‌ভবঞ্চ হরিপ্রিয়াম্।
প্রণবং কামবীজন্তু গগনঞ্চ শিবং শিবে ॥ ৫১
অস্ত্রবীজং তদেব স্যাদ্ বহ্নিজায়াং সুরেশ্বরি!।
সম্বোধন-পদেনৈব সদা সন্নিধিকারিণী ॥ ৫২
পঞ্চাক্ষরেণ দেবেশি! তারিণী কামরূপিণী।
তথা পঞ্চাক্ষরং পশ্য ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মকম্ ॥ ৫৩

হে দেবি! বিন্দুশব্দের দ্বারা শূন্য বুঝায় অর্থাৎ বিন্দু হইতেছে শূন্য। উহা গুণের সূচক। অর্দ্ধমাত্রা দ্বারা বিন্দুচক্র হইতে অমৃত প্রবাহিত হয়। ৪৭

অর্দ্ধমাত্রাকার নাদটি ব্যাপক ও বিশ্বের পালক। এই বৈখরী বিদ্যা যেরূপ, কূর্চবিদ্যাও সেইরূপ। ৪৮

হে সুরেশ্বরি! ইঁহাদের পূজায় ও মাহাত্ম্যে কোন ভেদ নাই। সপ্রণব বিন্দুকে সেইরূপ জানিবে। পঞ্চাক্ষরী হইতেছেন পরা মায়া। ৪৯

বিভক্ত বর্ণে মূর্ত্তির কল্পনা করিতে হয়। সার্দ্ধ পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা স্বয়ং মূর্ত্তিমৎ তারিণী। ৫০

হে শিবে! এই মূর্ত্তিমৎ তারিণীই পক্ষরূপ (৺রূপ), বাগ্‌ভব (ঐং) হরিপ্রিয়ারূপ, প্রণব কামবীজরূপ এবং গগনটি (হকার) শিবস্বরূপ। ৫১

হে সুরেশ্বরি! অস্ত্রবীজ (ফট্) ও বহ্নিজায়া (স্বাহা) মূর্ত্তিমৎ তারিণী স্বরূপ। সম্বোধন পদের দ্বারা সর্বদা সান্নিধ্যলাভ হইয়া থাকে। ৫২

হে দেবেশি! কামরূপিণী তারিণী পঞ্চাক্ষরের দ্বারা সন্নিহিত হইয়া থাকেন। পঞ্চাক্ষরকে সেইরূপ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবস্বরূপ বলিয়া দর্শন কর। ৫৩

শক্তিরূপং নিরাকারং তথা পঞ্চাক্ষরেণ তু।
যথা পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা তথা বিদ্যা ষড়ক্ষরী ॥ ৫৪
তথৈব ষোড়শী বিদ্যা তথা বিদ্যা ত্র্যক্ষরী।
তথৈবাষ্টাক্ষরী বিদ্যা তথা নবাক্ষরী পরা।
মাহাত্ম্যং ধ্যানপূজায়াং ভেদো নাস্তি সুরেশ্বরি ! ॥ ৫৫
অতিস্নেহেন দেবেশি ! কিং ময়া ন প্রকাশিতম্।
প্রাণান্তেঽপি পশোরগ্রে বৈখরীং ন প্রকাশয়েৎ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীতোড়লতন্ত্রে সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে হরগৌরীসম্বাদে
ষষ্ঠঃ পটলঃ

সেইরূপ পঞ্চাক্ষরের দ্বারা নিরাকার শক্তি সন্নিহিত হইয়া থাকেন। যেমন পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা, ষড়ক্ষরী বিদ্যাও সেইরূপ। ৫৪

ষোড়শী বিদ্যাও সেইরূপ, ত্র্যক্ষরী বিদ্যাও সেইরূপ। অষ্টাক্ষরী বিদ্যাও সেইরূপ, পরা নবাক্ষরী বিদ্যাও সেইরূপ। হে সুরেশ্বরি ! ইঁহাদের মাহাত্ম্যে ও ধ্যান পূজাতে কোন ভেদ নাই।

হে দেবেশি ! অতি স্নেহবশতঃ আমি কি না প্রকাশ করিয়াছি অর্থাৎ অতি স্নেহবশতঃ তোমার নিকট অপ্রকাশ্য অনেক বিষয় প্রকাশ করিয়াছি। প্রাণান্তেও পশুর সাক্ষাতে এই বৈখরীকে প্রকাশ করিবে না। ৫৬

হর-পার্বতীর সংবাদরূপ সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তম তোড়লতন্ত্রের ষষ্ঠ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

মহাযোগময়ী দেবী খেচরী পরমা কলা।
যোগজ্ঞানং বিনা সিদ্ধির্নাস্তি সত্যং সুরেশ্বর! ॥ ১

ব্রূহি মে দেবদেবেশ! ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যতঃ।
কিমাধারে স্থিতা নাথ সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥ ২

সমুদ্র-সপ্তকং নাথ! কিমাধারং প্রতিস্থিরম্।
মূলাধারে মহীচক্রে সংস্থিতা মানবাদয়ঃ ॥ ৩

ক্ষুদ্ররূপা জনাঃ সর্বে কিমাকারেণ সংস্থিতাঃ।
স্বকীয়াঙ্গুলিমানেন মারুতং কথয় প্রভো! ॥ ৪

শ্রীশিব উবাচ—

মূলাধারে স্থিতা দেবি! সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
বলয়াকাররূপেণ সমুদ্রাঃ সপ্ত সংস্থিতাঃ ॥ ৫

জম্বুদ্বীপং মধ্যদেশে তদ্বাহ্যে লবণাম্বুধিঃ।
শাকদ্বীপং মহেশানি! তদ্বাহ্যে দধিসাগরঃ ॥ ৬

শ্রীগৌরীদেবী বলিলেন—পরমা কলা খেচরী দেবী মহাযোগময়ী। হে সুরেশ্বর। যোগজ্ঞান ব্যতীত কাহারও সিদ্ধি হয় না। ১

হে দেবদেবেশ! ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা কোন আধারে অবস্থিত, তাহা আমাকে বলুন। ২

হে নাথ। সপ্ত সমুদ্র কোন আধারে প্রতিষ্ঠিত। ক্ষুদ্ররূপ মানব প্রভৃতি সমস্ত জীব-লোক কি আকারে মূলাধার মহীচক্রে অবস্থিত? হে প্রভো। নিজ অঙ্গুলি মানের দ্বারা মারুতের বর্ণনা করুন। ৩-৪

শ্রীশিব বলিলেন—হে দেবি! সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা মূলাধারে অবস্থিত আছে। সেইখানে সপ্ত সমুদ্র বলয়ের আকারে অবস্থিত আছে। ৫

মধ্যদেশে জম্বুদ্বীপ, তাহার বহির্ভাগে লবণ সাগর। হে মহেশানি। তাহার বহির্ভাগে শাকদ্বীপ, তাহার বহির্ভাগে দধি-সাগর। ৬

তদ্বাহ্যে শাল্মলীদ্বীপং সাগরো দুগ্ধস্তদ্বহিঃ ।
তদ্বাহ্যে পাটলদ্বীপং তদ্বাহ্যে তু জলান্তকঃ* ॥ ৭
পৃথিব্যাং বর্ত্ততে দেবি ! যদ্রূপা মানবাদয়ঃ ।
তেন রূপেণ দেবেশি ! মূলাধারে তু জন্তবঃ ॥ ৮
ষন্নবত্যঙ্গুলং দেবি ! মারুতং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
মার্ত্তণ্ডস্থিতিমানন্তু অধিকং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯

শ্রীদেব্যুবাচ—

কিয়দ্ ভুবস্তু ব্রহ্মাণ্ডং বদ ভূতলবাসিনঃ ।
অঙ্গুল্যেকেন কিং মানং কথয়স্ব দয়ানিধে ! ॥ ১০

শ্রীশিব উবাচ—

অঙ্গুল্যেকেন দেবেশি ! সহস্রাব্দং প্রজায়তে ।
ষণ্নবতি-সহস্রাব্দং ভবেদ্ ভূতলবাসিনঃ ॥ ১১
পাদাঙ্গুষ্ঠাদি-গুল্ফান্তং প্রিয়ে রন্ধ্রসহস্রকম্ ।
রন্ধ্রং চন্দ্র-সহস্রাব্দং গুল্ফাদি-জানু-সন্ধিষু ॥ ১২

তাহার বাহ্যে শাল্মলী দ্বীপ, তাহার বাহ্যে দুগ্ধ সাগর। তাহার বাহ্যে পাটল দ্বীপ, তাহার বাহ্যে জলান্তক (সমুদ্র) অবস্থিত। ৭

হে দেবি। পৃথিবীতে মনুষ্য প্রভৃতি যেরূপ বর্ত্তমান আছে, হে দেবেশি ! মূলাধারেও জন্তুগণ সেইরূপ অবস্থান করিতেছে। ৮

হে দেবি! বায়ু ৯৬ (ছিয়ানব্বই) অঙ্গুলি পরিমিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। সূর্য্যের স্থিতিমান কিন্তু ইহার অধিক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৯

শ্রীগৌরীদেবী বলিলেন—ভূতলবাসী জীবগণের ভূলোক ব্রহ্মাণ্ডটি কি পরিমাণ বলুন ! হে দয়ানিধে। এক অঙ্গুলি দ্বারা কি পরিমাণ হয় বলুন। ১০

শ্রীশিব বলিলেন—হে দেবেশি। এক অঙ্গুলি দ্বারা সহস্র বৎসর হয়। ভূতলবাসিগণ ছিয়ানব্বই হাজার বৎসর থাকেন। ১১

হে প্রিয়ে। পাদের অঙ্গুষ্ঠ হইতে গুল্ফ পর্য্যন্ত এক হাজার রন্ধ্র আছে। গুল্ফ হইতে জানু পর্য্যন্ত সন্ধি সমূহে চান্দ্র সহস্র বর্ষ পরিমিত রন্ধ্র আছে। ১২

---

* এইখানে সপ্ত সাগরের অবস্থিতি বর্ণিত না হওয়ায় মনে হয় কিছু অংশ পতিত হইয়াছে।

জান্বাদি-গুদ-পর্য্যন্তং মানং বিংশসহস্রকম্ ।
মুলাধারাদি-লিঙ্গান্তং চতুর্বর্ষসহস্রকম্ ॥ ১৩
লিঙ্গাদি-নাভি-পর্য্যন্তং ভবেদৃষি-সহস্রকম্ ।
নাভ্যাদি-হৃদয়ান্তঞ্চ গ্রহসংখ্যা-সহস্রকম্ ॥ ১৪
হৃদাদি-কণ্ঠ-পর্য্যন্তমৃষি-সংখ্য-সহস্রকম্ ।
বিশুদ্ধাদিকমাজ্ঞান্তং মানং রুদ্র-সহস্রকম্ ॥ ১৫
আজ্ঞাচক্রাচ্ছিবান্তং বৈ দিক্-সহস্রং সুরেশ্বরি ! ।
সূর্য্য-সংখ্যা-সহস্রং তু সমীরশ্চাধিকঃ স্মৃতঃ ॥ ১৬
শরীর-সহকারেণ হ্রাস-বৃদ্ধিঃ প্রজায়তে ।
ষড়্গুণো রতিকালে চ ত্রিগুণো ভোজনাদ্ বহিঃ ॥ ১৭
ধনেন চাষ্টধা প্রোক্তা সমীরো বৃদ্ধিতাং গতঃ ।
সদ্গুরোরুপদেশেন মন্ত্রমার্গেণ পার্বতি ! ॥
যদি চৈকাঙ্গুলং হ্রস্বং সহস্রাব্দং স জীবতি ॥ ১৮

জানু হইতে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত বিশ হাজার পরিমিত রন্ধ্র আছে। মূলাধার হইতে লিঙ্গ পর্য্যন্ত চারিহাজার বর্ষ পরিমিত রন্ধ্র আছে। ১৩

লিঙ্গ হইতে নাভি পর্য্যন্ত ঋষি সহস্র (সাত হাজার) পরিমিত রন্ধ্র আছে। নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত নয়হাজার পরিমিত রন্ধ্র আছে। ১৪

হৃদয় হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত সাত হাজার পরিমিত রন্ধ্র আছে। বিশুদ্ধচক্র হইতে আজ্ঞা চক্র পর্য্যন্ত রুদ্র সহস্র (এগার হাজার) পরিমিত রন্ধ্র আছে। ১৫

হে সুরেশ্বরি ! আজ্ঞাচক্র হইতে শিব অর্থাৎ সহস্রার চক্র পর্য্যন্ত দিক্ সহস্র (দশ হাজার) পরিমিত রন্ধ্র আছে। বায়ু সূর্য্য সংখ্যা সহস্রের (১২ হাজারের) অধিক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ১৬

শরীরের সহিত ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রতিকালে ছয়গুণ বৃদ্ধি হয়। ভোজনের পর তিন গুণ বৃদ্ধি হয়। ১৭

ধনের দ্বারা আট গুণ বায়ু বৃদ্ধি হয়। হে পার্বতি। সদ্গুরুর উপদেশে মন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বনে যদি একাঙ্গুল পরিমিত হ্রাস হয়, তাহা হইলে সে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। ১৮

এবং ক্রমেণ দেবেশি ! সমতা যদি বা ভবেৎ ।
জিত্বা মৃত্যুং মহেশানি ! শম্ভুবদ্ বিহরেৎ ক্ষিতৌ ॥ ১৯
অত এব মহেশানি ! যোনিমুদ্রা ময়োদিতা ।
প্রাণায়ামেন দেবেশি ! তথৈব যোনিমুদ্রয়া ॥ ২০
তথৈবাভ্যাসযোগেন যদি বায়ুঃ সমো ভবেৎ ।
জিত্বা মৃত্যুং মহেশানি ! খেচরো জায়তেঽচিরাৎ ॥ ২১
প্রমাণং কথিতং সর্বং মনুষ্যস্য প্রিয়ংবদে ! ।
শ্বাসোচ্ছ্বাস-বিকাশেন কুণ্ডলী গগনং চরেৎ ॥ ২২

শ্রীদেব্যুবাচ—

ইদানীং পৃথিবীমানং বদ মে পরমেশ্বর ! ।
সপ্ত-স্বর্গস্থিতো যো যো যা যা শক্তিঃ স্থিতা সদা ॥
তৎ সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি ॥ ২৩

শ্রীশিব উবাচ—

মূলাধারে মহীচক্রে সংস্থিতা মানবাদয়ঃ ।
তেষাং মানেন দেবেশি ! চার্দ্ধং চৈব দ্বিসপ্ততিঃ ॥ ২৪

হে দেবেশি ! এই ক্রমে যদি বায়ু সমান হয়, তবে হে মহেশ্বরি ! মৃত্যুকে জয় করিয়া শম্ভুর ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করে । ১৯

হে মহেশ্বরি ! এই কারণেই আমি তোমাকে যোনিমুদ্রা বলিয়াছি । হে দেবেশি ! প্রাণায়ামের দ্বারা, সেইরূপ যোনিমুদ্রা দ্বারা, সেইরূপ অভ্যাস যোগের দ্বারা যদি বায়ু সমান হয় । হে মহেশ্বরি ! মৃত্যুকে জয় করিয়া অচিরেই আকাশচারী হইয়া থাকে । ২০-২১

হে প্রিয়ংবদে ! মনুষ্যের সমস্ত প্রমাণ (পরিমাণ) কথিত হইয়াছে । শ্বাস ও উচ্ছ্বাসের বিকাশের দ্বারা কুণ্ডলী গগনে (সহস্রারপদ্মে) গমন করেন । ২২

শ্রীগৌরীদেবী বলিলেন—হে পরমেশ্বর ! এখন পৃথিবীর পরিমাণ আমাকে বলুন । সাতটি স্বর্গে যে যে দেবতা অবস্থিত আছেন, যে যে শক্তি সর্বদা বিদ্যমান রহিয়াছেন, যদি আমার প্রতি স্নেহ থাকে, বলুন, সে সমস্তই আমি শুনিতে ইচ্ছা করি । ২৩

শ্রীশিব বলিলেন—মূলাধারে মহীচক্রে মানব, দেবতা ও শক্তি প্রভৃতি অবস্থিত আছেন । হে দেবেশি ! তাহাদের পরিমাণে সাড়ে বাহাত্তর হাজার । ২৪

দ্বিগুণঃ পরমেশানি ! তদ্‌বাহ্যে লবণাম্বুধিঃ ।
এবং ক্রমেণ দেবেশি ! দ্বিগুণং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৫
ডাকিনী-সহিতো ব্রহ্মা মূলাধারে তু সুন্দরি ! ।
রাকিণী-সহিতো বিষ্ণুঃ স্বাধিষ্ঠানে ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৬
লাকিনী-সহিতো রুদ্রো মণিপুরে সুরেশ্বরি !
অনাহতে মহাপদ্মে কাকিনী-সহিতো হরঃ ॥ ২৭
বিশুদ্ধাখ্যে বসেন্নিত্যং সাকিনী চ সদাশিবঃ ।
হাকিনী পরশিবো* দেবশ্চাজ্ঞাচক্রে সুরেশ্বরি ! ॥ ২৮
সহস্রারে মহাপদ্মে বিশ্বরূপঃ পরঃ শিবঃ ।
মহাকুণ্ডলিনী তত্র স্থিতা নিত্যা সুরেশ্বরি ! ॥ ২৯

শ্রীদেব্যুবাচ—

কুত্র মূলে মহাপীঠে বর্ত্ততে পরমেশ্বর ! ।
মূলাধারাদধোভাগে পাতালং কীদৃশং প্রভো ! ॥ ৩০

হে পরমেশানি ! তাহার অর্থাৎ মূলাধারের বাহিরে দ্বিগুণ লবণ সমুদ্র আছে। হে দেবেশি ! এই ক্রমে প্রত্যেকটি দ্বিগুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ২৫

হে সুন্দরি ! মূলাধারে ডাকিনী শক্তি সহিত ব্রহ্মা অবস্থিত আছেন। স্বাধিষ্ঠানে রাকিনী শক্তি সহিত বিষ্ণু অবস্থিত আছেন। ২৬

হে সুরেশ্বরি ! মণিপুরে লাকিনী শক্তি সহিত রুদ্র অবস্থিত আছেন। অনাহত মহাপদ্মে কাকিনী সহিত হর বিদ্যমান আছেন।

বিশুদ্ধ চক্রে সাকিনী শক্তি ও সদাশিব বিদ্যমান আছেন। হে সুরেশ্বরি ! আজ্ঞাচক্রে হাকিনী ও পরমশিব বিদ্যমান আছেন। ২৮

সহস্রার মহাপদ্মে বিশ্বরূপ পর শিব বিদ্যমান আছেন। হে সুরেশ্বরি ! এখানে মহাকুণ্ডলিনী সর্বদা বিরাজমান আছেন। ২৯

শ্রীগৌরীদেবী বলিলেন—হে প্রভো ! কোন মহাপীঠের মূলে পরমেশ্বর বর্ত্তমান আছেন। মূলাধারের অধোদেশে পাতালই বা কিরূপ ? (তাহা বলুন)। ৩০

---

* ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ববাদী তন্ত্রের মতে পরম শিব ও শিব ভিন্ন। সুতরাং আজ্ঞাচক্র হাকিনী শক্তি সহিত পর শিবের স্থান হইতে পারে না। পর শিবের স্থান সহস্রার। আমার মনে হয়, এস্থলে "হাকিনী চ শিবো দেবঃ" এইরূপ পাঠই সঙ্গত।

শ্রীশিব উবাচ—

মূলাধারে কামরূপং হৃদি জালন্ধরং প্রিয়ে !।
পূর্ণ-গিরিং তথা ভাগে উড্ডীয়ানং তদূর্দ্ধকে ॥ ৩১

বারাণসী ভ্রুবোর্মধ্যে জ্বলন্তী লোচনত্রয়ে।
মায়াবতী মুখবৃত্তে কণ্ঠে চাষ্টপুরী তথা ॥ ৩২

নাভিমূলে মহেশানি ! অযোধ্যাপুরী সংস্থিতা।
কাঞ্চীপীঠং কটিদেশে শ্রীহট্টং পৃষ্ঠদেশকে ॥ ৩৩

মূলাধারাৎ শতং চৈব অতলং পরিকীর্ত্তিতম্।
সুতলঞ্চ বর্ষশতং তলাতলং শতং প্রিয়ে ॥ ৩৪

ঋষি-বাণেন্দু-বর্ষান্তং সংস্থিতঞ্চ মহাতলম্।
শতদ্বয়ান্তং পাতালং দ্বিশতং বৈ রসাতলম্ ॥ ৩৫

মূলাধারাচ্চ দেবেশি ! দ্ব্যঙ্গুলী চান্তিকে স্থিতে।
তয়োর্মধ্যে চ পাতালাস্তিষ্ঠন্তি পরমেশ্বরি ! ॥ ৩৬

শ্রীশিব বলিলেন—হে প্রিয়ে ! মূলাধারে কামরূপ পীঠ, হৃদয়ে জালন্ধর পীঠ, তাহার উর্দ্ধভাগে পূর্ণগিরি পীঠ, তাহার উর্দ্ধভাগে উড্ডীয়ান পীঠ বর্ত্তমান। ৩১

উভয় ভ্রুর মধ্যে বারাণসী পীঠ, নয়ন ত্রয়ে জ্বলন্তী পীঠ, মুখবৃত্তে মায়াবতী পীঠ, কণ্ঠে অষ্টপুরী পীঠ বর্ত্তমান। ৩২

হে মহেশ্বরি ! নাভিমূলে অযোধ্যাপুরী অবস্থিত। কটিদেশে কাঞ্চীপীঠ, পৃষ্ঠদেশে শ্রীহট্টপীঠ বিদ্যমান। ৩৩

হে প্রিয়ে ! মূলাধার হইতে শতাঙ্গুলি দূরে অতল, বর্ষশত পরিমাণ দূরে সুতল, শতাঙ্গুলি দূরে তলাতল অবস্থিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৩৪

একশত সাতান্ন অঙ্গুলি দূরে মহাতল, দুইশত অঙ্গুলি দূরে পাতাল, এইরূপ দুইশত অঙ্গুলি দূরে রসাতল অবস্থিত। ৩৫

হে দেবেশি ! মূলাধার হইতে নিকটে দুই অঙ্গুলি আছে, হে পরমেশ্বরি ! এই দুই অঙ্গুলির মধ্যে পাতাল সমূহ অবস্থিত আছে। ৩৬

ইতি তে কথিতং কান্তে যোগসারং সমাসতঃ।
ন বক্তব্যং পশোরগ্রে প্রাণান্তেঽপি কদাচন ॥ ৩৭

ইতি শ্রীতোড়লতন্ত্রে সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে হরগৌরী-সংবাদে সপ্তমঃ পটলঃ।

হে কান্তে! এই যোগসার তোমার নিকট সঙ্ক্ষেপে বলিলাম। প্রাণান্তেও পশুর অগ্রে ইহা কখনও বলিবে না। ৩৭

হরপার্বতীর সংবাদরূপ সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তম তোড়লতন্ত্রের সপ্তম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

সার্দ্ধ-ত্রিকোটি-নাড়ীনামালয়ঞ্চ কলেবরম্ ।
ক্রমেণ শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্ বদস্ব ময়ি প্রভো ! ॥ ১

শ্রীশিব উবাচ—

লোম্নি কূপে সপাদার্দ্ধ-কোটয়শ্চৈব সুন্দরি ! ।
হস্তাস্যে চ তথা পাদেঽগ্নিলক্ষ-নাড়য়ঃ স্থিতাঃ ॥ ২
উদরে চ তথা পায়ৌ পঞ্চ লক্ষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
হৃদাদি-সর্বগাত্রেষু নব লক্ষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩
অথ পার্শ্বে তথা চর্মে তথৈব সর্বসন্ধিযু ।
রুদ্রান্যূনং স্থিতং লক্ষং শরীরে নাড়য়ঃ প্রিয়ে ! ॥ ৪
ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুযুম্না চিত্রিণী তথা ।
ব্রহ্মনাড়ী চ তন্মধ্যে পঞ্চ নাড্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫
কুহুশ্চ শঙ্খিনী চৈব গান্ধারী হস্তিজিহ্বিকা ।
নর্দিনী চ তথা নিদ্রা রুদ্র-সংখ্যা ব্যবস্থিতা ॥
এতা নাড্যঃ পরেশানি ! সুষুম্নায়াঃ প্রজায়তে ॥ ৬

শ্রীগৌরীদেবী বলিলেন—এই দেহটি সাড়ে তিন কোটি নাড়ীর আশ্রয়। উহা আমি ক্রমে ক্রমে শুনিতে ইচ্ছা করি। হে প্রভো। ইহা আমাকে বলুন। ১

শ্রীশিব বলিলেন—হে সুন্দরি! লোমকূপে সপাদ (সওয়া) অর্দ্ধ কোটি নাড়ী আছে। হস্তে, মুখে ও পাদে অগ্নি লক্ষ (তিন লক্ষ) নাড়ী আছে। ২

উদরে ও গুহ্য দেশে পাঁচ লক্ষ নাড়ী আছে। হৃদয় প্রভৃতি সমস্ত গাত্রে নয় লক্ষ নাড়ী আছে বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৩

হে প্রিয়ে। পার্শ্বে, চর্মে ও সমস্ত সন্ধিতে সেইরূপ নাড়ী অর্থাৎ পূর্বোক্ত সংখ্যক নাড়ী আছে। শরীরে অন্যূন রুদ্র (১১) লক্ষ নাড়ী রহিয়াছে। ৪

এই সকল নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, চিত্রিণী ও ব্রহ্মনাড়ী—এই পাঁচটি নাড়ী প্রসিদ্ধ। ৫

(পূর্বোক্ত পাঁচ ও) কুহু, শঙ্খিনী, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, নর্দিনী ও নিদ্রা—এই এগারটি প্রসিদ্ধ নাড়ী শরীরে প্রতিষ্ঠিত আছে। হে পরমেশ্বরি! এই নাড়ী সমূহ সুষুম্না হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। ৬

শ্রীদেব্যুবাচ—

বেদাক্ষি-বসু-রন্ধ্রাস্ত* বাণসংখ্য-জলান্তকাঃ।
কিমাধারে পদ্মমধ্যে সংস্থিতাঃ পরমেশ্বর! ॥ ৭

শ্রীশিব উবাচ—

যোগপদ্মস্য মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে।
মূলাধারে পদ্মমধ্যে লং বীজং চাতিশোভনম্ ॥ ৮
লং-বীজস্য বিন্দুমধ্যে পৃথ্বীচক্রং মনোহরম্।
বলয়াকাররূপেণ সমুদ্রাঃ সপ্তকাঃ স্থিতাঃ ॥ ৯

শ্রীদেব্যুবাচ—

বিন্দুমানং মহাদেব! কথয়স্ব ময়ি প্রভো!।
ক্রমেণ যোগপদ্মস্য প্রমাণং বদ শঙ্কর ॥ ১০

শ্রীশিব উবাচ—

পরমাণু-ত্রিভাগৈক-ভাগং বিন্দুং সুবিস্তরম্।
তন্মধ্যে সাগরাঃ সর্বে সপ্ত দ্বীপা বসুন্ধরা ॥ ১১
অব্যয়ং পরমং সূক্ষ্মং বিন্দুরূপং পরং শিবম্।
প্রমাণং চাস্য দেবস্য কিং বক্তুং শক্যতে ময়া ॥ ১২

শ্রীগৌরীদেবী বলিলেন—হে পরমেশ্বর! বেদ, অক্ষি, বসু, রন্ধ্র, বাণসংখ্যক জলান্তক কোন আধার পদ্মমধ্যে অবস্থিত? (ইহা আমাকে বলুন।)। ৭

শ্রীশিব বলিলেন—যোগপদ্মের মাহাত্ম্য আমি বলিতে পারি না। মূলাধার পদ্মের মধ্যে অতি সুন্দর লং বীজ রহিয়াছে। ৮

লং বীজের বিন্দু মধ্যে মনোরম পৃথ্বীচক্র আছে। সেখানে বলয়াকারে সাতটি সমুদ্র আছে। ৯

শ্রীগৌরীদেবী বলিলেন—হে প্রভো! হে মহাদেব! আমাকে বিন্দুর পরিমাণ বলুন। হে শঙ্কর! ক্রমে ক্রমে যোগপদ্মের পরিমাণও বলুন। ১০

শ্রীশিব বলিলেন—সুবিস্তর বিন্দুটি একটি পরমাণুর তিন ভাগের একভাগ পরিমিত। তাহার মধ্যে সমস্ত সাগর ও সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা বিদ্যমান। ১১

বিন্দুরূপ পরম শিব অব্যয় ও পরম সূক্ষ্ম। এই পরম শিবের পরিমাণ আমি বলিতে পারি না। ১২

---

* সংস্কৃত কলেজের একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে "বেদাদি" পাঠ আছে।

ব্রহ্মলোকং পরেশানি ! নাদোপরি বিচিন্তয়েৎ ।
ডাকিনী-সহিতো ব্রহ্মা তথৈব নিবসেৎ সদা ॥ ১৩
লকারং পার্থিবং বীজং শক্তিরূপং সুরেশ্বরি ! ।
পৃথ্বীচক্রস্য মধ্যে তু স্বয়ম্ভূলিঙ্গমদ্ভুতম্ ॥ ১৪
সার্দ্ধ-ত্রিবলয়াকার-কুণ্ডল্যা বেষ্টিতং সদা ।
লিঙ্গচ্ছিদ্রং স্ববক্ত্রেণ কুণ্ডল্যাচ্ছাদ্য সংস্থিতা ॥ ১৫
তেনৈব বর্ত্ততে বায়ুরীড়া-পিঙ্গলয়োঃ সদা ।
সহস্রার-দর্শনায় সদা জাগ্রৎ-স্বরূপিণী ॥ ১৬
যদৈব ব্রহ্মমার্গেণ সহস্রারে সমুত্থিতা ।
তদৈব পরমেশানি ! শ্বাসোচ্ছ্বাস-বিকাশনম্ ॥ ১৭
কেশরস্য তু মধ্যে চ চতুঃপত্রৈঃ সুরেশ্বরি ! ।
অনন্তরূপিণী দুর্গা শম্ভুশ্চানন্তরূপধৃক্ ! ।
নানাসুখবিলাসেন সদা কামেন বর্ত্ততে ॥ ১৮

হে পরমেশ্বরি ! নাদের উপরিভাগে ব্রহ্মলোক চিন্তা করিবে। ডাকিনী শক্তি সহিত ব্রহ্মা সেইখানে বাস করেন। ১৩

হে সুরেশ্বরি ! পার্থিব বীজ লকারটি শক্তিস্বরূপ। পৃথ্বীচক্রের মধ্যে উত্তম স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ বিদ্যমান। ১৪

ইনি সর্বদা কুণ্ডলিনী দ্বারা সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। কুণ্ডলী নিজ মুখের দ্বারা লিঙ্গ ছিদ্রকে আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছেন। ১৫

সেই জন্যই ঈড়া ও পিঙ্গলাতে সর্বদা বায়ু বর্ত্তমান আছে। কুণ্ডলিনী সহস্রার অর্থাৎ সহস্রার স্থিত পরম শিবের দর্শনের জন্য সর্বদা জাগ্রত রহিয়াছেন। ১৬

হে পরমেশ্বরি ! যখনই ব্রহ্মমার্গের দ্বারা কুণ্ডলিনী সহস্রারে উত্থিত হন, তখনই শ্বাস-প্রশ্বাসের বিকাশ হইয়া থাকে। ১৭

হে সুরেশ্বরি ! কেশরের মধ্যে চারিটি পত্রে অনন্তরূপিণী (নানামূর্ত্তি-ধারিণী) দুর্গা ও অনন্তরূপধারী শম্ভু সর্বদা ইচ্ছানুসারে নানা সুখবিলাসের সহিত বর্ত্তমান আছেন। ১৮

শ্রীদেব্যুবাচ—

লিঙ্গচ্ছিদ্রং সমাকৃষ্য সংস্থিতা কুণ্ডলী কথম্ ।
কথয়স্ব সদানন্দ ! সর্বজ্ঞস্ত্বং সুরেশ্বর ! ॥ ১৯

শ্রীশিব উবাচ—

লিঙ্গমধ্যে মহৎ তেজো বহ্নিরূপং চ সুন্দরি ! ।
যৎ কিঞ্চিদ্ বায়ুযোগেন ব্রহ্মাণ্ডে দহ্যতে যতঃ ॥ ২০
অতঃ সা কুণ্ডলীদেবী সুখেনাচ্ছাদ্য সংস্থিতা ।
তেনৈব পার্থিবে লিঙ্গে বিন্দুশক্তিং নিযোজয়েৎ ।
বিন্দুশক্তিং সমুত্থাপ্য লিঙ্গপূজা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২১

ইতি শ্রীতোড়লতন্ত্রে সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে হরপার্বতীসংবাদেঽষ্টমঃ পটলঃ ।

শ্রীগৌরীদেবী বলিলেন—কুণ্ডলিনী লিঙ্গছিদ্রকে আকর্ষণ করিয়া অর্থাৎ আচ্ছাদন করিয়া কেন রহিয়াছেন, হে সদানন্দ ! হে সুরেশ্বর ! আপনি সর্বজ্ঞ, আমাকে তাহা বলুন । ১৯

শ্রীশিব বলিলেন—হে সুন্দরি ! যেহেতু লিঙ্গমধ্যে বহ্নিরূপ মহাতেজঃ রহিয়াছে । বায়ু দ্বারা উহার কিঞ্চিৎ অংশ যদি ব্রহ্মাণ্ডে বহির্গত হয়, তবে ব্রহ্মাণ্ড ভস্মীভূত হইয়া যাইবে । ২০

এই হেতু সেই কুণ্ডলিনী দেবী অনায়াসে লিঙ্গচ্ছিদ্রকে আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছেন । সেই জন্যই পার্থিব লিঙ্গে বিন্দু শক্তির যোজনা করিবে । বিন্দু-শক্তিকে উত্থিত করিয়া শিবলিঙ্গ পূজা কীর্ত্তিত হইয়াছে । ২১

হরপার্বতীর সংবাদরূপ সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তম তোড়লতন্ত্রের অষ্টম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ।

নবমঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

ত্রিপুরায়া মহামন্ত্রং নিত্যাতন্ত্রে শ্রুতং ময়া ।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি নবার্ণস্য চ বাসনাম্ ॥ ১

শ্রীশিব উবাচ—

ভূমিশ্চন্দ্রঃ শিবো মায়া শক্তিঃ কৃশানু-সাদনৌ ।
অর্দ্ধচন্দ্রশ্চ বিন্দুশ্চ নবার্ণো মেরুরুচ্যতে ॥ ২
ভূমিবীজ-জপাদেব ভূপতির্জায়তেঽচিরাৎ ।
চন্দ্রবীজ-জপাদেব মহাসৌন্দর্য্যমাপ্নুতে ॥ ৩
শিববীজ-জপাদেব শিববদ্ বিহরেৎ ক্ষিতৌ ।
একত্রোচ্চারণাৎ সত্যং চতুর্বর্গ-ফলপ্রদম্ ॥ ৪

শ্রীদেব্যুবাচ—

যৎ ত্বয়া কথিতং নাথ যোগজ্ঞানাদিকং লয়ম্ ।
যাবৎ কামাদি-সন্দীপ্যো ভাবযোগো ন লভ্যতে ॥ ৫
উর্ধ্বরেতা মহাযোগী তদধঃ শক্তিযোগতঃ ।
ব্রূহি মে জগতাং নাথ কথং দীর্ঘায়ুষং ভবেৎ ॥ ৬

শ্রীগৌরীদেবী বলিলেন—আমি নিত্যাতন্ত্রে ত্রিপুরার মহামন্ত্র শুনিয়াছি। এখন নবার্ণমন্ত্রের বাসনা শুনিতে ইচ্ছা করি। ১

শ্রীশিব বলিলেন—ভূমিবীজ, চন্দ্রবীজ, শিববীজ, মায়াবীজ, শক্তিবীজ, অগ্নিবীজ, যমবীজ, অর্দ্ধচন্দ্র ও বিন্দু নবার্ণ মেরু বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ভূমিবীজ জপ করিলে শীঘ্রই রাজা হইয়া থাকে। চন্দ্রবীজ জপের দ্বারা মহাসৌন্দর্য্য লাভ করে।

শিববীজ জপের দ্বারা পৃথিবীতে শিবের ন্যায় বিচরণ করে। এক সঙ্গে সকল বীজ উচ্চারণ করিলে উহা সত্যই চতুর্বর্গ ফলপ্রদ হয়। ৪

শ্রীগৌরীদেবী বললেন—হে নাথ! তুমি যে যোগজ্ঞান ও লয় বলিয়াছ। যাবৎ পর্য্যন্ত কামাদি সন্দীপ্ত থাকে, তাবৎ পর্য্যন্ত ভাবযোগ লাভ হয় না। ৫

যিনি উর্ধ্বরেতা, তিনি মহাযোগী। শক্তিযোগ তদপেক্ষা অধম। হে জগন্নাথ! কিরূপে লোক দীর্ঘায়ু হয়, তাহা আমাকে বলুন। ৬

শ্রীশিব উবাচ—

শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি যেন দীর্ঘায়ুষং ভবেৎ ।
শ্রুত্বা গোপয় যত্নেন ন প্রকাশ্যং কদাচন ॥ ৭
পূজয়েৎ কালিকাং দেবী তারিণীং বাথ সুন্দরীম্ ।
ষোড়শেনোপচারেণ পঞ্চতত্ত্বেন পার্বতি ! ॥ ৮
দিনত্রয়ং পূজয়িত্বা ষট্‌চক্রং চিন্তয়েদথ ।
ততস্তু পরমেশানি ! মালামন্ত্রং সমভ্যসেৎ ॥ ৯
ষোড়শে বা মহাপূর্বে পত্রে চাভ্যাসমাচরেৎ ।
চতুঃপত্রে চাষ্টবারং ষট্‌পত্রে দ্বাদশং জপেৎ ॥ ১০
দশপত্রে বিংশতিঞ্চ দ্বাদশে বেদনেত্রকম্ ।
ষোড়শে দশসংখ্যং তু চতুর্বারং ভ্রুবোঽন্তরম্ ॥ ১১
কুম্ভকেন জপেন্মন্ত্রং মালাষট্‌কে সুরেশ্বরি ! ।
এবং ক্রমেণ দেবিশি ! স্থিরবায়ুর্যদা ভবেৎ ।
প্রজপেদক্ষমালায়াং যেন মৃত্যুঞ্জয়ো ভবেৎ ॥ ১২

শ্রীশিব বলিলেন—হে দেবি ! যাহাতে দীর্ঘায়ুঃ হয়, তাহা শ্রবণ কর। শ্রবণ করিয়া যত্নের সহিত গোপন রাখিবে। কখনও প্রকাশ করিবে না। ৭

হে পার্বতি ! পঞ্চতত্ত্বের সহিত ষোড়শ উপচারের দ্বারা কালিকাকে, তারিণীকে (তারাকে) অথবা সুন্দরীকে (ত্রিপুরা সুন্দরীকে) পূজা করিবে। ৮

তিন দিন পূজা করিয়া অনন্তর ষট্‌চক্রের চিন্তা করিবে। হে পরমেশ্বরি ! তাহার পর মালামন্ত্রের অভ্যাস করিবে। ৯

মহাপত্র ষোড়শ বার মালামন্ত্রের অভ্যাস করিবে। চতুঃপত্রে আট বার, ষট্‌পত্রে দ্বাদশ বার জপ করিব। ১০

দশ পত্রে বিংশতিবার, দ্বাদশপত্রে চৌত্রিশ বার মালামন্ত্র জপ করিবে। ষোড়শ পত্রে দশ সংখ্যক চারিবার, ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে চারিবার মালামন্ত্র জপ করিবে। ১১

হে সুরেশ্বরি ! ছয়টি মালাতে কুম্ভকের দ্বারা মন্ত্র জপ করিবে। হে দেবেশি ! এই ক্রমে যখন বায়ু স্থির হইবে, তখন অক্ষ মালাতে মন্ত্র জপ করিবে, যাহাতে মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারিবে। ১২

শ্রীদেব্যুবাচ—

মূলচক্রাচ্ছিরোঽন্তা চ সুষুম্না পরিকীর্ত্তিতা।
তদ্-গর্ভস্থা চ যা শক্তিঃ সা দেবী কুণ্ডরূপিণী ॥ ১৩
সদা কুণ্ডলিনী দেবী পঞ্চাশদ্-বর্ণভূষিতা।
মালারূপা কথং দেব! ইতি মে সংশয়ো হৃদি ॥ ১৪

শ্রীশিব উবাচ—

সহস্রারে মহাপত্রে বীজকোষে শিবালয়ে।
হংসেন বায়ুযোগেন পূরকেণ সমানয়েৎ ॥ ১৫
সহস্রারন্তু সম্প্রাপ্য শিবং দৃষ্ট্বা তু কামিনী।
মালাকারেণ তল্লিঙ্গং সংবেষ্ট্য কুণ্ডলী সদা ॥ ১৬
অকারাদি-লকারান্তা ক্ষকারং বক্ত্রসংযুতম্।
চরমার্ণং সরন্ধ্রং চ নিজপুচ্ছেন কামিনী ॥ ১৭
ভেদয়িত্বা স্বপুচ্ছেন নাগপাশং তদূর্ধ্বকে।
এতৎ কারণং সংপ্রাপ্য সংস্থিতা কুণ্ডলী যদা। ১৮

শ্রীগৌরীদেবী বলিলেন—মূলচক্র হইতে শিরঃ পর্য্যন্ত সুষুম্না নাড়ী বিস্তৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার অন্তর্গত যে শক্তি, সেই দেবী কুণ্ডরূপিণী অর্থাৎ কুণ্ডলিনী। ১৩

কুণ্ডলিনী দেবী সর্বদা পঞ্চাশৎ বর্ণে ভূষিতা হইয়া কিরূপে মালারূপা হইলেন, হে দেব। এই সংশয় আমার হৃদয়ে বিদ্যমান।

শ্রীশিব বলিলেন—শিবের আলয় বীজকোষ সহস্রার মহাপত্রে হংসমন্ত্রে পূরকের দ্বারা বায়ুযোগে কুণ্ডলিনীকে আনিবে। ১৫

কুণ্ডলিনী সহস্রার পদ্মে উপস্থিত হইয়া পরমশিবকে দর্শন করিয়া মালাকারে সেই লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া সর্বদা বর্ত্তমান আছেন। ১৬

অকার হইতে লকার পর্য্যন্ত বর্ণগুলি পরপর মিলিত। ক্ষকারটি মুখের সহিত সংযুক্ত। কুণ্ডলিনী সরন্ধ্র চরম বর্ণটিকে নিজ পুচ্ছের দ্বারা যুক্ত করিয়া আছেন। ১৭

যখন কুণ্ডলিনী সহস্রার পদ্মের উর্দ্ধে নিজ পুচ্ছের দ্বারা নাগ পাশ ভেদ করিয়া এই পরম কারণ শিবকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করেন। ১৮

তদৈব প্রজপেন্মন্ত্রমমরত্বং স বিন্দতি।
রেচনাৎ কামিনী দেবী প্রবিশন্তি স্বকেতনম্ ॥ ১৯

ন তত্র প্রজপেন্মন্ত্রং জপান্ মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ।
রেচকে ছিন্নমালায়াং সত্যং হি সুরবন্দিতে! ॥ ২০

ছিন্নে সূত্রে ভবেন্মৃত্যুঃ পুরৈব কথিতং ময়া।
ইতি তে কথিতং কান্তে! যতো মৃত্যুঞ্জয়ো ভবেৎ ॥ ২১

অথবা নিজনাসাগ্রে দৃষ্টিমারোপ্য যত্নতঃ।
বায়ুং সন্ধার্য্য যত্নেন একোচ্চারেণ চোচ্চরেৎ ॥ ২২

মালামন্ত্রং ষোড়শীং বা তথা চাষ্টাদশাক্ষরীম্।
সহস্রং প্রজপেন্মন্ত্রং প্রত্যহং যদি পার্বতি! ॥ ২৩

জিত্বা মৃত্যুং জরারোগং দীর্ঘকালং স জীবতি।
এতদন্যং মহারোগং ভোগার্থী ন হি লভ্যতে ॥ ২৪

অথবা পরমেশানি! ডামরোক্ত-বিধানতঃ।
যজেৎ কাত্যায়নীং দেবীং ভূতপূর্বাং প্রযত্নতঃ ॥ ২৫

তখনই মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে সে অমরত্ব লাভ করিবে। রেচকের দ্বারা কুণ্ডলিনী নিজ গৃহে প্রবেশ করেন। ১৯

সেই সময়ে মন্ত্র জপ করিবে না। জপ করিলে মৃত্যু প্রাপ্তি হইবে। হে সুরবন্দিতে। রেচকের দ্বারা সূত্র ও মালা ছিন্ন হইলে সত্যই মৃত্যু হইবে, ইহা পূর্বেই আমি বলিয়াছি। হে কান্তে! যাহা হইতে মৃত্যুঞ্জয় হয়, ইহা তোমাকে বলিয়াছি। ২০-২১

অথবা নিজের নাসাগ্র দেশে যত্ন পূর্বক্ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বায়ুকে ধারণ করিয়া যত্নের সহিত এক উচ্চারণে উচ্চারণ করিবে। ২২

হে পার্বতি! যদি প্রত্যহ মালামন্ত্র, ষোড়শীমন্ত্র অথবা অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র হাজার সংখ্যক জপ করে, তবে জরা, রোগ ও মৃত্যুকে জয় করিয়া দীর্ঘকাল সে জীবিত থাকে। ভোগার্থী ইহা ছাড়া কোন মহারোগ প্রাপ্ত হয় না। ২৩-২৪

অথবা হে পরমেশ্বরি! ডামরতন্ত্রোক্ত বিধানে যত্নপূর্বক ভূত কাত্যায়নী দেবীকে পূজা করিবে। ২৫

তদা পঞ্চ সহস্রাব্দং নিশ্চিতং তু স জীবতি।
ইতি তে কথিতং সর্বং দেহরক্ষণকারণম্ ॥ ২৬
ন ভোগী ভোগমাপ্নোতি যোগী যোগো ন লভ্যতে।
এতৎ তত্ত্বেন দেবেশি ! ভোগো যোগায়তে ধ্রুবম্ ॥ ২৭

শ্রীদেব্যুবাচ—

যন্মালায়াং জপেনৈব কিং ফলং লভতে নরঃ।
পৃথক্ পৃথক্ মহাদেব ! পত্রমালাফলং বদ ॥ ২৮

শ্রীশিব উবাচ—

ভূমিকামী জপেন্মন্ত্রং মূলাধারে চতুষ্টয়ে।
স্বাধিষ্ঠানে জপাদেব মহেন্দ্রো জায়তেঽচিরাৎ ॥ ২৯
মণিপূরে জপাদেব ভবেৎ স্বর্গস্থ ভাজনম্।
অনাহতে মহাপদ্মে জপাদ্ ব্রহ্মপুরং ব্রজেৎ ॥ ৩০
বিশুদ্ধাখ্যে জপাদেব বিষ্ণুলোকে বসেদ্ ধ্রুবম্।
আজ্ঞাচক্রে চ জপাদেব তত্ত্বদ্বীপে[১] বসেৎ সদা ॥ ৩১

—তখন সেই সাধক পাঁচ হাজার বৎসর নিশ্চয়ই জীবিত থাকিবে। দেহ রক্ষার এই সমস্ত কারণ তোমাকে বলিলাম। ২৬

ভোগী ভোগ প্রাপ্ত হয় না। যোগী যোগ প্রাপ্ত হয় না। হে দেবেশি ! এই তত্ত্বের দ্বারা ভোগ নিশ্চয়ই যোগতুল্য হইয়া থাকে।

শ্রীগৌরীদেবী বলিলেন—সাধক মালায় জপের দ্বারা যে কিছু ফল লাভ করে, হে মহাদেব ! তাহা আমাকে পৃথক্ পৃথক্ বলুন। পত্ররূপ মালায় জপের ফল আমাকে বলুন। ২৮

শ্রীশিব বলিলেন—ভূমিকামী, মূলাধার চারিটিতে মন্ত্রজপ করিবে। স্বাধিষ্ঠান চক্রে জপের দ্বারাই অচিরে মহেন্দ্র হইয়া থাকে। ২৯

মণিপূর চক্রে জপের দ্বারাই স্বর্গভাগী হইয়া থাকে। অনাহত মহাপদ্মে জপের দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। ৩০

বিশুদ্ধ চক্রে জপের দ্বারাই নিশ্চয় বিষ্ণুলোকে বাস করে। আজ্ঞাচক্রে জপের দ্বারা সর্বদা তত্ত্বদ্বীপে বাস করে। ৩১

১। "শ্বেতদ্বীপে" ইতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তকে পাঠঃ।

ষন্মালা পরমেশানি ! বাহ্যমালা প্রকীর্ত্তিতা ।
অন্তর্মালা মহামালা পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী ॥ ৩২
মাহাত্ম্যং তস্য দেবেশি ! কি বক্তুং শক্যতে ময়া ।
সহস্রারে স্থিরীভূয় যদি চাষ্টশতং জপেৎ ॥ ৩৩
তৎফলাৎ কোটিভাগৈকং ভাগং নান্যেন বিদ্যতে ।
পৃথিব্যামব্যয়ো দেহো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪
ষন্মালায়াং জপেন্মন্ত্রমভ্যাসার্থং হি পার্বতি ! ।
ইতি তে কথিতং দেবি ! চিরজীবী যথা ভবেৎ ॥ ৩৫
ইদানীং পরমেশানি ! ভূতকাত্যায়নীং শৃণু ।
বেদাদ্যং শব্দবীজঞ্চ মহামায়াং ততঃ পরম্ ॥ ৩৬
অস্ত্রযুগ্মং বহ্নিজায়া মনুঃ সপ্তাক্ষরঃ পরঃ ।
শ্রীশিবোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্তো বিরাট্ ছন্দ উদাহৃতম্ ॥ ৩৭
ভূতকাত্যায়নী দেবী ধর্মার্থকামদা সদা ।
প্রণবেন ষড়ঙ্গঞ্চ প্রাণায়ামঞ্চ সুন্দরি ॥
ধ্যানমস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণু সুন্দরি ! সাদরম্ ॥ ৩৮

হে পরমেশ্বরি ! ছয়টি মালা বাহ্যমালা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। পঞ্চাশদ্ বর্ণরূপিণী অন্তর্মালা হইতেছে মহামালা। ৩২

হে দেবেশি ! তাহার মাহাত্ম্য কি আমি বলিতে পারি ? সহস্রার পদ্মে স্থির হইয়া যদি আটশত জপ করেন, তাহার ফলের কোটি ভাগের এক ভাগও অন্যে নাই। পৃথিবীতে অব্যয় দেহ হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৩৩-৩৪

হে পার্বতি ! অভ্যাসের জন্য ছয়টি মালাতে মন্ত্র জপ করিবে। হে পার্বতি ! যে প্রকারে লোক চিরজীবী হয়, ইহা তোমাকে বলিলাম। ৩৫

হে পরমেশ্বরি ! এখন ভূতকাত্যায়নী দেবীর মন্ত্র-ধ্যানাদি শ্রবণ কর। বেদাদ্য (ওঁ কার), শব্দবীজ (হূঁ কার), মহামায়া (হ্রীং) তাহার পর দুইটি অস্ত্র (ফট্) ও বহ্নিজায়া (স্বাহা) ভূতকাত্যায়নীর—এই সপ্তাক্ষর মন্ত্রটি শ্রেষ্ঠ। শ্রীশিব এই মন্ত্রের ঋষি, বিরাট্ ছন্দ বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে। ৩৭

ভূতকাত্যায়নী দেবী সর্বদা ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রদান করেন। হে সুন্দরি। প্রণবের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম করিবে। হে সুন্দরি ! এই দেবীর ধ্যান বলিতেছি, সাদরে শ্রবণ কর। ৩৮

গৌরবর্ণাং মুক্তকেশীং সর্বাভরণ-ভূষিতাম্ ।
পট্টবস্ত্র-পরীধানাং সদা ঘূর্ণিতলোচনাম্ ॥ ৩৯
বামপাণৌ রক্তপূর্ণ-খর্পরং দক্ষিণে করে ।
মদ্যপূর্ণস্বর্ণপাত্রং গ্রীবায়াং হারভূষিতাম্ ॥ ৪০
শরচ্চন্দ্র-সমাভাসাং পাদাঙ্গুলি-বিরাজিতাম্ ।
এবং তাং বরদাং নিত্যাং ভাবয়েৎ সিদ্ধিহেতবে ॥ ৪১
সামান্যার্ঘ্যং ততো দেবি ! স্ববামে বিন্যসেৎ ততঃ ।
জীবন্যাসাদিকং কৃত্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ।
ষোড়শেনোপচারেণ পঞ্চতত্ত্বেন সুন্দরি ! ॥ ৪২
যজেৎ তাং বহুযত্নেন গৃহমধ্যে দিনত্রয়ম্ ।
ততো জপেন্মহামন্ত্রং গজান্তকসহস্রকম্ ॥ ৪৩
ততশ্চ পূজয়েদ্ দেবীং শূন্যাগারে দিনত্রয়ম্ ।
প্রত্যহং প্রজপেন্মন্ত্রং গজান্তকসহস্রকম্ ॥ ৪৪
এবং কৃতে মহেশানি ! যদি সিদ্ধির্ন জায়তে ।
ততশ্চ প্রজপেন্মন্ত্রং পিতৃভূমৌ দিনত্রয়ম্ ॥ ৪৫

(এই দেবী) গৌরবর্ণা, মুক্তকেশী, সমস্ত আভরণে ভূষিতা, পট্টবস্ত্র পরিহিতা, সর্বদা ঘূর্ণিত লোচনা, বামহস্তে রক্তপূর্ণ খর্পর, দক্ষিণ হস্তে মদ্যপূর্ণ স্বর্ণপাত্র, গ্রীবাতে হারভূষিত শরচ্চন্দ্রের ন্যায় দ্যুতিমতী, পাদাঙ্গুলি দ্বারা বিরাজিতা (শোভিতা)—সিদ্ধির জন্য এই প্রকারে সেই নিত্যা বরদাদেবীকে ভাবনা করিবে। ৩৯-৪১

হে দেবি। তাহার পর নিজ বামভাগে সামান্যার্ঘ স্থাপন করিবে। হে সুন্দরি! জীবন্যাসাদি করিয়া পঞ্চতত্ত্বের সহিত ষোড়শ উপচারের দ্বারা পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে। ৪২

গৃহের মধ্যে তিন দিন বহু যত্নের সহিত তাহাকে পূজা করিবে। তাহার পর গজান্তক (অষ্টোত্তর) সহস্র মহামন্ত্র জপ করিবে। ৪৩

তাহার পর শূন্যাগারে তিন দিন পূজা করিবে। প্রত্যহ অঙ্কুশ সহস্র মন্ত্রজপ করিবে। ৪৪

হে মহেশ্বরি। এইরূপ করিলে যদি সিদ্ধি উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে পিতৃভূমিতে তিন দিন মন্ত্রজপ করিবে। ৪৫

ততঃ সিদ্ধির্ভবেদ্ দেবি! সত্যং সত্যং হি সুপ্রিয়ে!।
তদ্বাক্যং প্রার্থনাবাক্যং ডামরাখ্যে ময়োদিতম্ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীতোড়লতন্ত্রে সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে হরপার্বতীসংবাদে নবমঃ পটলঃ।

হে সুপ্রিয়ে! হে দেবি! তাহার পর নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইবে। ডামরতন্ত্রে সেই বাক্য অর্থাৎ প্রার্থনা বাক্য আমা কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ৪৬

হরগৌরীর সংবাদরূপ সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তম তোড়লতন্ত্রের নবম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

কাকীচঞ্চুং মহামুদ্রাং কথয়স্ব দয়ানিধে ! ।
যেন রূপেণ দেবেশ ! দেহঃ স্থিরতরো ভবেৎ ॥ ১

শ্রীশিব উবাচ—

অনাকুলেন দেবেশি ! জিহ্বাং পরমযত্নতঃ ।
তালুমুলে ন্যসেৎ পশ্চাৎ ততো বায়ুং পিবেৎ শনৈঃ ॥ ২

দন্তৈর্দন্তান্ সমাপীড্য কাকীচঞ্চুং সমভ্যসেৎ ।
বহুযোন্যুক্তবিধিনা সর্বকর্মাণি সাধয়েৎ ॥ ৩

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি স্বল্পযোনিং শৃণু প্রিয়ে ! ।
গুদচ্ছিদ্রে দক্ষগুল্‌ফং সন্ধৌ লিঙ্গং বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৪

নাভিরন্ধ্রে বামগুল্‌ফং ধারয়েদ্ বামহস্তকে ।
বহুযোন্যুক্ত-বিধিনা চান্যৎ সর্বং সমাপয়েৎ ॥ ৫

শ্রীগৌরীদেবী বলিলেন—হে দয়ানিধে ! কাকীচঞ্চু নামক মহামুদ্রা আমাকে বলুন। হে দেবেশ। যেরূপ মানব দেহাসন পরায়ণ হইতে পারে। ১

শ্রীশিব বলিলেন—হে দেবেশি ! আকুল না হইয়া পরম যত্নের সহিত তালু-মূলে জিহ্বাকে স্থাপন করিবে। তাহার পর ধীরে ধীরে বায়ু পান করিবে। ২

দন্ত সমূহের দ্বারা দন্তগুলিকে পীড়ন করিয়া কাকীচঞ্চুর অভ্যাস করিবে। বহু যোনিতন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সমস্ত কর্ম সমাধান করিবে। ৩

হে প্রিয়ে ! অনন্তর পূর্বোক্ত হেতুতে স্বল্প যোনি মুদ্রা বলিতেছি। শ্রবণ কর। গুহ্যের ছিদ্রদেশে দক্ষিণ গুল্‌ফ এবং সন্ধিতে লিঙ্গ নিক্ষেপ করিবে। ৪

অথবা নাভিরন্ধ্রে অথবা বামহস্তে গুল্‌ফ ধারণ করিবে। বহু যোনি তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে অন্য সমস্ত সমাপন করিবে। ৫

মুদ্রা চৈতন্যতন্ত্রে চ মাহাত্ম্যং কথিতং ময়া।
যথা হেমগিরির্দেবি! যথা বেগবতী নদী।
চন্দ্রাদিত্যৌ যথা দেবি! চিরজীবী তথা ভবেৎ ॥ ৬

শ্রীদেব্যুবাচ—

দশাবতারং দেবেশ! ব্রূহি মে জগতাং গুরো!।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব সুবিস্তরাৎ ॥
কা বা দেবী কথম্ভূতা বদ মে পরমেশ্বর! ॥ ৭

শ্রীশিব উবাচ—

তারা দেবী মীনরূপা বগলা কূর্ম্মমূর্ত্তিকা।
ধূমাবতী বরাহঃ স্যাচ্ছিন্নমস্তা নৃসিংহিকা ॥ ৮
ভুবনেশী বামনঃ স্যান্মাতঙ্গী রামমূর্ত্তিকা।
ত্রিপুরা জামদগ্ন্যঃ স্যাদ্‌ বলভদ্রস্তু ভৈরবী ॥ ৯
মহালক্ষ্মীর্ভবেদ্‌ বুদ্ধো দুর্গা স্যাৎ কল্কিরূপিণী।
স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণমূর্ত্তি-সমুদ্ভবা ॥ ১০

চৈতন্যতন্ত্রে মুদ্রা ও মাহাত্ম্য আমা কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। হে দেবি। যেমন হিমালয় পর্বত, যেমন বেগবতী নদী, হে দেবি! যেমন চন্দ্র সূর্য্যাদি (চির বিদ্যমান), সাধক সেই রকম চিরজীবী হইবে। ৬

হে দেবেশ! হে জগদ্‌গুরো! দশাবতার আমাকে বলুন। এখন শুনিতে ইচ্ছা করি, সবিস্তরে বলুন। হে পরমেশ্বর! কোন কোন দেবী কি প্রকার অর্থাৎ কোন কোন অবতার স্বরূপ, তাহা আমাকে বলুন। ৭

শ্রীশিব বলিলেন—তারাদেবী মীনরূপা, বগলাদেবী কূর্মমূর্ত্তি স্বরূপা, ধূমাবতীদেবী বরাহমূর্ত্তি স্বরূপিণী, ছিন্নমস্তা-দেবী নৃসিংহমূর্ত্তিরূপিণী। ৮

ভুবনেশ্বরীদেবী বামন মূর্ত্তিস্বরূপা, মাতঙ্গীদেবী রাম মূর্ত্তি স্বরূপিণী। ত্রিপুরা জামদগ্ন্যস্বরূপা, ত্রিপুরভৈরবী বলভদ্র স্বরূপা। ৯

মহালক্ষ্মীদেবী বুদ্ধ স্বরূপা, দুর্গাদেবী কল্কিরূপিণী। স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণমূর্ত্তি হইতে উদ্ভূতা হইয়াছেন। ১০

ইতি তে কথিতং দেব্যবতারং দশমেব হি।
এতাসাং পূজনাদ্ দেবি! মহাদেবসমো ভবেৎ ॥
আসাং ধ্যানাদিকং সর্বং কথিতং মে পুরা তব ॥ ১১

ইতি শ্রীতোড়লতন্ত্রে সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে হরপার্বতীসংবাদে দশমঃ পটলঃ সম্পূর্ণঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ—

ত্রিপুরা পরমা বিদ্যা ত্রৈলোক্যেষু চ দুর্লভা।
প্রাতঃকৃত্যাদি দেবেশ! বদ চারাধন-ক্রমম্ ।*

এই প্রকার দেবীর দশ অবতার তোমাকে বলিলাম। হে দেবি! এই দেবীগণের পূজা হইতে মহাদেবের সমান হইতে পারে। এই দেবীগণের ধ্যানাদি সমস্তই পূর্বে তোমার নিকট বলিয়াছি। ১১

হরপার্বতীর সংবাদরূপ সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তম তোড়লতন্ত্রের দশম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

দেবী বলিলেন

পরমা বিদ্যা ত্রিপুরা ত্রিভুবনে দুর্লভা। হে দেবেশ! (তাঁহার) প্রাতঃকৃত্য হইতে আরাধনার ক্রম বলুন।

শ্রীশিব উবাচ—

....

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫৬৩নং হস্তলিখিত পুস্তকে দশম উল্লাসের পর এই একটি শ্লোক আছে।

॥ নবভারত তন্ত্র-প্রকাশ গ্রন্থমালা ॥

অন্নদাকল্পতন্ত্র ॥ ৬'০০
আগমসার
আনন্দ লহরী
উড্ডামেশ্বর
উড্ডীশতন্ত্র
উৎপত্তিতন্ত্র
কঙ্কালমালিনীতন্ত্র
কামধেনুতন্ত্র
কামকলাবিলাস
কামাখ্যাতন্ত্র
কালীবিলাসতন্ত্র
কৈবল্যতন্ত্র
কৈলাসতন্ত্র
কুলার্ণবতন্ত্র ॥ ৩০'০০
কুব্জিকাতন্ত্র
কুলার্চ্চন চন্দ্রিকা
কুলামৃততন্ত্র
কৌলাবলীতন্ত্র
ক্রিয়োড্ডীশতন্ত্র
গন্ধর্বতন্ত্র
গায়ত্রীতন্ত্র
গুপ্তসাধনতন্ত্র ॥ ৫'০০
গৌতমীয়তন্ত্র
তন্ত্রতত্ত্ব ॥ ২৫'০০
তন্ত্রসার
তন্ত্ররাজতন্ত্র
তারারহস্য
তোড়লতন্ত্র ॥ ৬'০০
নিত্যষোড়শিকার্ণবতন্ত্র
নির্বাণতন্ত্র
নিরুত্তরতন্ত্র
নীলতন্ত্র
পরশুরাম কল্পসূত্র ও
নিত্যোৎসবতন্ত্র

পৌষ্করাগম
ফেৎকারিণীতন্ত্র
বর্ণবীজকোষ
বিশ্বসারতন্ত্র
বীজকোষ
বীজ নির্ঘণ্টু
বীজাভিধান
বৃহন্নীলতন্ত্র
ভূতডামরতন্ত্র ॥ ৬'০০
ভৈরবযামল
মন্ত্রার্ণাভিধান
মহাকাল-সংহিতা
মন্ত্রকোষ
মাতৃকাভেদতন্ত্র
মন্ত্রমহোদধি
মায়াতন্ত্র
মুণ্ডমালাতন্ত্র
মুদ্রানির্ঘণ্টু
যোগিনীতন্ত্র
যোগিনীহৃদয়
যোগতারাবলী
রুদ্রযামল
শক্তিযামল
শারদাতিলক
শ্যামারহস্য
শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি
সনৎকুমারতন্ত্র
সরস্বতীতন্ত্র ॥ ৩'০০
সময়াচারতন্ত্র
ষট্চক্রনিরূপণ ॥ ৪'০০

॥ পুরাণ ॥

দেবীপুরাণ
দেবীভাগবত
কালিকাপুরাণ

মূল্যঃ ছয় টাকা।